স্পেনের রূপসী কন্যা

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

স্পেনের রূপসী কন্যা

এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

অনুবাদ
শহীদুল ইসলাম

সম্পাদনা
উবায়দুর রহমান খান নাদভী

কিতাব কেন্দ্র
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
[একটি ইসলামী চেতনা বিকাশ কেন্দ্র প্রকাশনা]

স্পেনের রূপসী কন্যা

মূল ঃ এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ

❑

অনুবাদ ঃ
শহীদুল ইসলাম

❑

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
শফিকুল ইসলাম (শফিক)

❑

ডিজাইন ঃ
মাসুম বিল্লাহ

❑

❑

প্রকাশক ঃ
কিতাব কেন্দ্র
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭২-২৯৩৩৭২

❑

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী, ২০০৪

মূল্য ঃ আশি টাকা মাত্র

উৎসর্গ

সেইসব বীর মুজাহিদদের র'ফেদারাজাত কামনায়, যাঁরা ইউরোপের বুকে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়াতে সীমাহীন ত্যাগের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন—

আর বর্তমানের সেইসব বীর পুরুষদের সাফল্য কামনায়—যাঁরা ইউরোপের অন্ধকার দূর করে পুনরায় ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে।

অনুবাদকের নিবেদন

সেই সময়টি ছিল মুসলিম ইতিহাসের স্বর্ণযুগ, যে সময় চাঁদ-তারা খচিত পতাকা বর্তমান স্পেনে উড্ডীন ছিল। সেই স্বর্ণযুগের স্মৃতি এখনও কালের সাক্ষী হয়ে অম্লান রয়েছে কর্ডোভার জামে মসজিদ ও আল-হামরা প্রাসাদের অস্তিত্বে। স্পেনের মাতৃ ভাষায় বহু আরবী শব্দমালাও মুসলিম ইতিহাসের চিহ্ন বহন করছে। বিকৃতভাবে হলেও বহু জায়গা ও স্থাপনার আরবী নাম এখনও বহন করছে বিজয়ী মুসলমানদের কীর্তিগাঁথা। জাবালে তারেক জিব্রাল্টা নাম ধারণ করেও সেই স্পেন বিজয়ী তারেকের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

স্পেনের কথা উচ্চারিত হলেই সামনে চলে আসে সেইসব বীর যোদ্ধাদের কথা—যারা দামেস্ক থেকে স্পেনের উপকূলে অবতরণ করে সবগুলো জাহাজে অগ্নি সংযোগ করে ফেরার প্রত্যাশাযান পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাদের পিছনে ছিল সীমাহীন সাগরের অথৈ পানি আর সামনে প্রবল শত্রু। নিজ দেশ থেকে বিশাল সাগরের ওপারে, প্রবল শত্রুদের পরাজিত করে বিজয় অর্জন ছাড়া তাদের কোন বিকল্প ছিল না। প্রচণ্ড আত্মবল, অবিচল আস্থা, সাহসিকতা ও লক্ষ্য অর্জনে আত্মোৎসর্গিত হওয়ার ফলে তারা সে সময় একের পর এক শহর পদানত করে খৃস্টান ইউরোপের বুকে ইসলামের ঝাণ্ডা উড়িয়েছিলেন। তারেক-মূসার সেই বিজয় ইতিহাস প্রবল ঈমান, আত্মবিশ্বাস, কর্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস। মানবেতিহাসে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই।

তারেক-মূসার পর তাদের উত্তরসূরীরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে স্পেন শাসন করছিলেন। যতোদিন শাসকগণ তারেক-মূসার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, ইসলামের আদর্শের উপরে দৃঢ়পদ ছিলেন ততোদিন মুসলিম স্পেনের সীমানা বাড়ছিল। মুসলমান শাসকগণ এক পর্যায়ে মুসলিম স্পেনের সীমানাকে বর্তমান প্যারিস পর্যন্তও নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু পরবর্তীতে স্পেনের মুসলিম শাসকগণ নিজেদেরকে সেবকের বদলে শাসক ভাবতে শুরু করেন। তখন থেকেই শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও চিরশত্রু ইহুদী দুশমনদের চতুর্মুখী চক্রান্ত।

শাসকদের বিলাসিতা ইসলামের অনুশাসন থেকে শাসকদের বিচ্যুতির চিরশত্রুদের অনুপ্রবেশের পথ করে দেয়, নিজেদের মধ্যেও দেখা দেয় বিচ্ছিন্নতা। ধীরে ধীরে মুসলিম স্পেন দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে।

এই পুস্তকে আমরা স্পেনের শাসক দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের শাসনামলের কয়েকটি খণ্ডচিত্র অবলম্বনে পতনোন্মুখ স্পেনের মূল উপাদানগুলোকে ভাষা দিতে চেষ্টা করেছি। আলতামাশ নতুন ও পুরাতন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস ঘেটে আব্দুর রহমানের শাসনামলের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চরিত্রের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ইসলাম বিবর্জিত নারী, মুসলিম শাসকের নারীলোভ ও ইসলামের অনুশাসন থেকে বিচ্যুতি যে কিভাবে ধ্বংস ও পতন ডেকে আনে, তা সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে এই পুস্তকে। দেখানো হয়েছে, অসতর্ক, অবহেলার সুযোগে মুসলমানের ঘর ও মুসলমানের সন্তানরাও কতোটা ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারে, কতো লজ্জাষ্কর পরিণতির কারণ হতে পারে।

এই পুস্তকে এটিও উঠে এসেছে যে, প্রশাসনের এক দল নিষ্ঠাবান লোকের সীমাহীন আত্মত্যাগ, নির্লোভ নিরহংকার জীবনাচার অবশ্যম্ভাবী পতনের চোরাবালি থেকেও জাতি ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পেরেছিল।

শিকড় সন্ধানী ঔপসন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাশ রচিত, 'উন্দলূস কি নাগিন' অবলম্বনে রূপান্তরিত এই পুস্তকটি অতীতের আয়নায় বর্তমানের চিত্রকে পর্যালোচনা করার একটি যথার্থ আয়না বলা যেতে পারে। আজো আমাদের সমাজ ও জাতির দুর্যোগ, দুর্ভাবনা ও সংকটের প্রধান কারণ শাসক শ্রেণীর আদর্শ বিচ্যুতি এবং চিরশত্রুদের সাথে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যে গড়ে তোলা সখ্যতা।

মুসলিম উম্মাহ যতোদিন পর্যন্ত বিলাসী রাজন্যবর্গ ক্ষমতালোভী রাজনীতিক, স্বার্থপর আমলা শ্রেণীর কবলমুক্ত না হবে ততোদিন বিজাতীয় শত্রুদের হাতে নিগৃহীত হতেই থাকবে।

একবিংশ শতাব্দীর এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আজ সারা বিশ্বের অমুসলিম এক ও অভিন্ন আর মুসলমানরা শতধা বিচ্ছিন্ন। এমতাবস্থায় জাতির

খুব প্রয়োজন আব্দুল করীম ও উবায়দুল্লাহ্র মতো নিষ্ঠাবান সৎ ও সাহসী নেতা। যারা পতনের বেলাভূমি থেকে দেশে দেশে ঘুমন্ত মুসলিম উম্মাহর চেতনাকে জাগিয়ে নব উদ্যোমে জাতি গড়ার জন্যে আত্মোৎসর্গ করবে। তবেই উম্মাহর ভাগ্যাকাশের কালো মেঘ বিদূরিত হয়ে দেখা দেবে প্রভাতের সোনালী সূর্য।

প্রবীণরা যদি তাদের উপলব্ধিকে এই বই পাঠে কিছুটা শানিত করতে পারেন এবং নবীনরা হন ভবিষ্যত লক্ষ্য নির্ধারণে সতর্ক, তাহলে আমাদের আয়োজন স্বার্থক হবে।

এ পুস্তকের ত্রুটি ও বিচ্যুতিগুলো সম্পর্কে আমাদের অবহিত করলে কৃতজ্ঞ হবো, আর যদি কোন ভালো দিক থাকে তাহলে বন্ধুদের বলুন তাতে উপকৃত হবে সমগ্র জাতি।

নিবেদক

শহীদুল ইসলাম

রামপুরা, ঢাকা।

লেখক, সম্পাদক ও চিন্তাবিদ

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নাদভীর প্রাককথন

যাবতীয় প্রশংসা পরম করুণাময় আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার। লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম তাঁর নবীর প্রতি। যিনি ইরশাদ করেছেন যে, 'বহু কথামালায় যাদু রয়েছে, অনেক কবিতায় পাওয়া যায় প্রজ্ঞা।' বাংলাভাষী মানুষের মনে দ্বীনে ইসলামের প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস ও ভালোবাসা সৃষ্টি করা এবং বাংলার তরুণ সমাজের অন্তরে ইসলামী চেতনা বিকশিত করার লক্ষ্যে সাহিত্য জগতে নিরন্তন কর্মরত প্রকাশনা সংস্থা 'কিতাব কেন্দ্র' এ হাদীস শরীফের আলোকেই কথামালায়, উপন্যাসে, গল্পে, কবিতায় খুঁজে ফিরছে মানব জীবনের সৌন্দর্য। মানবসভ্যতার কামিয়াবী।

কিতাব কেন্দ্রের নতুন অবদান উপমহাদেশের অবিস্মরণীয় ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ আলতামাশের আরেক কিতাবের বঙ্গানুবাদ। 'স্পেনের রূপসী কন্যা' নামে যা বিজ্ঞ ও রুচিবান পাঠকের সামনে হাজির করেছেন এর সুসাহিত্যিক অনুবাদ মাওলানা শহীদুল ইসলাম। প্রথিতযশা সাংবাদিক ও হকের পক্ষের কলমসৈনিক শহীদুল ইসলামকে কেউ কেউ আবার 'বাংলাদেশের আলতামাশ' নামেও ডাকতে শুরু করেছেন বলে শুনেছি। তবে আমার মতে, তাঁকে কেবল আলতামাশ নাম দেয়াই যথেষ্ট নয়। কারণ শহীদুল ইসলামের হাত সাহিত্য ও সাংবাদিকতার আরও অনেক ময়দানে সুপ্রসারিত। আল্লাহ্ তাঁকে আরও ব্যাপক কাজের তাওফীক দান করুন।

মুসলিম স্পেনের কথা বললেই মুসলমানদের মন উচাটন হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। কারণ, বহু কষ্টে গড়া এ 'হারানো স্বর্গ' দীর্ঘ ৮০০ বছর পর মুসলমানদের ফেলে চলে আসতে হয়। রক্ত, অশ্রু, কান্না, হাহাকার আর বেদনার সাগর পেছনে ফেলে একটি মহাদেশ থেকে সমূলে উৎপাটিত হওয়া চাট্টিখানি

কথা নয়। অবশ্য এ ইতিহাস মুসলিম জাতির জন্য এক চরম শিক্ষা। জ্বলজ্যান্ত এক উদাহরণ। যুগপদ বিজয় ও বিপর্যয়ের স্পেন থেকে শেখার আছে অনেক কিছু। বিশেষ করে আজকের এ দুর্দিনে তো বটেই। সুতরাং এ পুস্তকটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছে। এর ভেতরে কী আছে তা পাঠকবৃন্দ পড়লেই দেখতে পাবেন। এ প্রসঙ্গ মুখবন্ধে তুলে আনার দরকার আছে বলে মনে হয় না।

কিতাবকেন্দ্র আলতামাশের বই প্রকাশের কাজ শুরু করেছিল। আগের বইটি এখনও জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। পাঠকদের খোঁজ খবরের হাল দেখে কিতাবকেন্দ্রের বিক্রয় নির্বাহীগণ মনে করছেন, 'স্পেনের রূপসী কন্যা' ওটিকেও ছাড়িয়ে যাবে। তাছাড়া আল্লাহ্র ফজলে কিতাব কেন্দ্রের কোন্ প্রকাশনাটিই বা এমন নয়! এ তো দয়াময় আল্লাহ জাল্লা শানুহুরই খাস রহমত। সর্বাবস্থায়ই আমরা তার নিকট আনতচিত্তে কৃতজ্ঞ। জীবনে মরণে সর্বত্রই তাঁর কৃপা ও করুণার ভিখারী আমরা। কিতাব কেন্দ্র ও এর সাথে যে কোনভাবে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য তিনি প্রশান্তি ও অনুগ্রহের দুয়ার চির অবারিত করে দিন, আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ঢাকা
২৫ ডিসেম্বর ২০০৩

উবায়দুর রহমান খান নাদভী

আপনার সংগ্রহে রাখার মতো আমাদের কয়েকটি প্রকাশনা

৮২৫ সাল। বর্তমানের স্পেন ও পর্তুগাল তখন ছিল মুসলিম উন্দলুসের শাসনাধীন। তখনকার ফরাসী সম্রাট 'লুই' তার রাজপ্রাসাদে উপবিষ্ট। একটি ক্ষুদ্র খৃস্টান রাজ্য 'গুথকমার্চ' এর রাজা ব্রনহার্ট এবং কর্ডোভার এক খৃস্টান ইলুগাইস্ ফরাসী সম্রাটের সামনে তার কক্ষে উপবিষ্ট। রাজা লুই এর দুই সেনাপতি ও দু'জন মন্ত্রীও তার কক্ষে উপস্থিত। সবাই পদ ও ক্ষমতায় সম্মানী ব্যক্তি, একমাত্র ইলুগাইস সাধারণ একজন নাগরিক মাত্র।

"ইলুগাইস!" গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল সম্রাট লুই। আমাকে তোমার পরিচয় দেয়া হয়েছিল একজন অখ্যাতি, মানহীন সাধারণ লোক হিসেবে। তোমার কথা শুনে আমি সাক্ষাতের অনুমতি দেবো কি-না দ্বিধান্বিত ছিলাম। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে বুঝতে পেরেছি, তোমার সাথে কথা বলা আমার খুবই দরকার ছিল। তবে আমি কিভাবে নিশ্চিত হবো যে, তুমি মুসলমানদের পক্ষে গোয়েন্দা বৃত্তিতে লিপ্ত নও। তাছাড়া তোমার প্রতিটি কথায় রয়েছে আবেগ ও উত্তেজনা। আবেগ প্রবণ লোকেরা কোন কাজ করতে পারে না। আমাদের কাজের লোকের প্রয়োজন। কারণ আবেগ প্রবণ লোকেরা ত্যাগের সময় এলে হেরে যায়। অতিশয় আবেগের প্রশ্রয় একটা কাপুরুষতার লক্ষণ।"

"আমি মুসলমানদের পক্ষে নিয়োজিত গোয়েন্দা কি-না একথার নিশ্চয়তা দিতে পারব না। তবে আপনার গোয়েন্দারা যদি মুসলিম গোয়েন্দাদের মত সতর্ক ও সচেতন হয় তাহলে আমি কর্ডোভায় কি করছি সে সম্পর্কে জেনে আপনাকে সঠিক খবর দিতে পারবে। আর আপনার দ্বিতীয় কথার জবাব তখনই দেবো যখন ত্যাগের সময় হবে।"

"দেখো ইলুগাইস্! তোমাকে মুসলমানদের গোয়েন্দা হিসেবে আমি ভয় করি না। কিন্তু সম্রাট হিসেবে আমাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।"

"দেখুন! আপনার বাপ-দাদাও আপনার মতই সতর্ক ছিলেন। আপনাদের অত্যধিক সতর্কতার জন্যেই মুসলমানদের শাসন একশ বছর অতিক্রম করেছে। শত বছর ধরে আমরা পরাধীনতার গোলামীর জিঞ্জির বয়ে চলছি। নিজ দেশে

এখন আমরা গোলাম। আমাদের ধর্মও গোলামীর অভিশাপে পর্যুদস্ত। আপনার মধ্যে যদি ঈসা মসীহ ও কুমারী মেরীর ভালোবাসা ও সম্মান থাকতো; তাহলে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় ক্ষমতার মসনদে বসে থাকা সম্ভব হতো না। আপনি কি আমাকে নিষ্কর্মা আবেগী ভাবছেন? শুধু আবেগ দেখানোর জন্যে আমি এতদূর সফর করে আপনার দরবারে হাজির হইনি।" আমি একটি পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। এটি আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নয়, জাতির স্বার্থে আমি আপনার সহযোগিতা কামনা করছি। আমার কাছে যদি আপনার মত সেনাবাহিনী থাকত, তাহলে মুসলমানদের স্পেন থেকে তাড়িয়ে দিতে না পারলেও আরামে যীশুর সেবকদের উপর ছুরি ঘুরাতে দিতাম না। আমি ওদেরকে গেরিলা হামলা করে, গুপ্ত হামলা করে অস্থির করে তুলতাম।"

"আমি তোমার উদ্দীপনার প্রশংসা করি ইলুগাইস! কিন্তু তুমি জানো না আরব মুসলমানদের সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করা সহজ ব্যাপার নয়।" বলল ফরাসী সম্রাট লুই।

"কেন সহজ নয় সম্রাট?" জানতে চাইল ইলুগাইস্।

"প্রধান বাধা হলো, মুসলমানরা ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে।" বলল সম্রাট লুই। তারা বিশ্বাস করে অমুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তাদের আল্লাহ্ খুশী হয়, আল্লাহ্ তাদের সহযোগী হয়। এই যুদ্ধে মরলে তারা আল্লাহ্র কাছে বিরাট পুরস্কারে ভূষিত হয়। .... ইলুগাইস্! তুমি যদি স্পেনে মুসলমানদের পদার্পণ সম্পর্কে জেনে না থাক তাহলে শোন আমি তোমাকে বলছি—মুসলমানরা যখন স্পেনের সাগর তীরে অবতরণ করে তখন এরা ছিল মাত্র সাত হাজার। জাহাজ থেকে নেমেই এরা সবগুলো জাহাজ পুড়িয়ে দেয় যাতে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনাই আর না থাকে। মন থেকে জীবন বাঁচাবার চিন্তাই তারা সম্পূর্ণ দূর করে দিতে জাহাজগুলো জ্বালিয়ে দেয়।

ইলুগাইস্! তুমি একটা বিরাট বাহিনী তৈরী করতে পারবে কিন্তু মুসলমানদের মত এ ধরনের চেতনা সৈন্যদের মধ্যে জাগাতে পারবে না যে, তারা পশ্চাৎপসরণের চিন্তা মন থেকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলবে। মুসলমানদের এই চেনতার কারণে যে দিকেই তারা অগ্রসর হয়েছে যমীন তাদের স্বাগত জানিয়েছে। যেখানেই হামলা করেছে বিজয় তাদের পদচুম্বন করেছে, পরাজয় তাদেরই হয়েছে যারা তাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছে। একশ বছরের বেশী হয়েছে এখনও পর্যন্ত এ অঞ্চলে মুসলমানরা তাদের সীমানা বাড়িয়েই চলছে, কখনও পিছু হটতে হয়নি তাদের। তুমি জান না, ফ্রান্সও মুসলমানদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ নয়। একসময় ফ্রান্সও মুসলমানরা দখল করে নিতে পারে।"

"এরপরও কি আপনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিছুই করবেন না? আমি তো তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দেয়ার চিন্তা করছি। আমি আপনাকে বলেছি যে, এমন একটি দল আমি গঠন করেছি যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য খৃষ্টানদের তৈরী করছে।"

"ইলুগাইস্! আপনি কি জানেন না যে, এ পর্যন্ত কতো সংখ্যক খৃষ্টান মুসলমান হয়ে গেছে? এদের মধ্যে যারা পাক্কা মুসলমান হয়ে গেছে এরা তাদের সুলতানের বিরুদ্ধে কখনও বিদ্রোহ করতে রাজী হবে না।" বলল এক ফরাসী মন্ত্রী।

মন্ত্রীর কথায় মুচকী হাসল ইলুগাইস্। সে বলল, আমি সবই জানি। তবে আপনাকে জানাচ্ছি, সব নওমুসলিম আমার ভক্ত। এরা মুসলমান হয়েছে ঠিকই, রোযা নামাযও পালন করে বটে, কিন্তু মনের মধ্যে এরা এখনও যীশুখৃষ্ট ও ক্রুশের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ করে। এরা আগের মতই মনে প্রাণে খৃষ্টানই রয়ে গেছে। কারণ আরব্য মুসলমানরা এসব নওমুসলিমকে হেয় মনে করে এবং নিজেদের অভিজাত বলে বিশ্বাস করে। আরবরা নওমুসলিমদের প্রজা ভেবে এদের সাথে ভাল ব্যবহার করে না। আমরা শাসকদের এই ত্রুটিকে কাজে লাগিয়ে লক্ষ্য অর্জনে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি। এসব নওমুসলিম শাসকদের সাথে একই মসজিদে নামায পড়ে, রোযা রেখে ইফতার করে, মেলামেশা ও উঠাবসা করে কিন্তু ভিতরে ভিতরে মূলধারার শিকড় কাটতেও শুরু করেছে। এসব নওমুসলিম স্পেনের মুসলিম শাসকদের জন্যে এক কঠিন মরীচিকা, এক আত্মঘাতী প্রতারণা। এদের উদ্‌গত তৎপরতাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে আমাদের প্রয়োজন একজন পৃষ্ঠপোষক, একজন পথপ্রদর্শক। পৃষ্ঠপোষকতা বলতে আমি রাজনৈতিক ও সামরিক পৃষ্ঠপোষকতাকে বুঝাচ্ছি। এজন্যই আমি আপনার দরবারে হাজির হয়েছি, সম্মানিত সম্রাট!

দীর্ঘক্ষণ কথা বলল ইলুগাইস্। ইলুগাইসের কথা শুনে ফরাসী সম্রাটের দৃঢ় বিশ্বাস হলো ইলুগাইস্ মুসলিম গোয়েন্দা নয়। সম্রাট লুই ভাবল, "দীর্ঘদিন ধরে যে কাজটি করার কথা আমি ভাবছি সেই কাজটিই তো করছে ইলুগাইস্।"

সম্রাট ইলুগাইসকে বলল, "ইলুগাইস্! নিজেকে এ ময়দানে একাকী মনে করো না। সম্মুখ যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে পেরে উঠা সহজ নয়। আমার একথা বলার অর্থ এই নয় যে, আমরা এ ব্যাপারে কিছু করছি না। এমন একটি মহান উদ্দেশেই আমি গোথকমার্চের রাজা ব্রনহার্টকে দাওয়াত করেছি। সম্মুখ সমরে আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে না জড়িয়ে ভিতরে ভিতরে এদের পায়ের তলা

থেকে মাটি সরিয়ে দেবো। এদের শিকড় স্পেনের মাটি থেকে কেটে ফেলব। স্পেনের বর্তমান শাসক দ্বিতীয় আব্দুর রহমান কোন ধরনের মানুষ, কোন কোন বিষয়ে সে বেশী পারদর্শী সবই আমি জেনেছি। তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কেও আমি খোঁজ খবর নিয়েছি। সে একজন লড়াকু যোদ্ধা। নিজেও যেমন যুদ্ধ করতে পারে অপরকেও যুদ্ধে লড়াতেও জানে। ধর্মের প্রতি সে খুবই শ্রদ্ধাশীল। "

স্পেনের সীমানা আরো বাড়ানোর চিন্তায় বিভোর আব্দুর রহমান। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিও তার গভীর আগ্রহ রয়েছে। তার দরবার জ্ঞানী-গুণীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। অবশ্য তার পিতা আল-হিকাম স্পেনের অনেক ক্ষতি করেছে। আল-হিকাম ছিল আরাম ও বিলাসপ্রিয়। তোষামোদীদের দ্বারা পরিচালিত ছিল আল-হিকাম। চাটুকারদের মোটা অঙ্কের পুরস্কারে ভূষিত করত এবং নিজেকে জগতের সবচেয়ে বড় সম্রাট ভাবত। কিন্তু দ্বিতীয় আব্দুর রহমান তার পিতার ব্যতিক্রম। তার পিতা মুসলিম স্পেন ও স্পেনিশ মুসলমানদের যে ক্ষতি করেছিল পুত্র আব্দুর রহমান সেই ঘাটতি পূরণ করতে চেষ্টা করছে।.....

বহু গুণের অধিকারী হলেও তার মধ্যে কিছু দুর্বলতাও আছে। সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো সে সুন্দরী নারী ও নাচগানের প্রতি খুবই আসক্ত। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাকে দূরে রাখার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো তাকে নাচগান ও নারীর স্ফূর্তিতে মাতিয়ে রাখা। তার এই দুর্বলতাকে আরো পাকাপোক্ত করে ওকে পঙ্গু করে দিতে হবে ইলুগাইস্। আবেগ ত্যাগ কর, আবেগ দিয়ে কিছু হবে না। আমি শুনেছি, তুমি নাকি একেকটি মুসলমানকে ধরে ধরে হত্যা করতে চাও, এদেরকে সাগরে ডুবিয়ে মারতে চাও, মুসলিম রক্তে কর্ডোভায় বন্যা বহাতে চাও। আসলে এসব যেমন কঠিন তদ্রূপ নিষ্প্রয়োজনও। কারণ সম্মুখ সমরে তোমার পক্ষে বিজয় অর্জন অসম্ভব। আমরা চাই দুশমনরা স্পেন ত্যাগ করে চলে যাক। এদের পরাস্ত করতে হলে, দেশছাড়া করতে হলে ওদের দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করে সেখানে আঘাত করতে হবে।"

"এদের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত কিভাবে করা সম্ভব?" জিজ্ঞেস করলো ইলুগাইস্। "শাসক আব্দুর রহমানকে হত্যা করে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যাবে।"

ইলুগাইসের একথায় মন্ত্রীদের দিকে তাকিয়ে হাসল সম্রাট লুই।

এক মন্ত্রী ইলুগাইসের উদ্দেশে বলল, "বন্ধু! আপনি একজন আব্দুর রহমানকে হত্যা করলে অপর এক আব্দুর রহমান ক্ষমতাসীন হয়ে হাজার হাজার খৃস্টানকে হত্যা করবে। কারণ এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে খৃস্টানরাই জড়িত এটা নিশ্চিত করতে তাদের মোটেও কষ্ট হবে না। এমনও হতে পারে যে, আব্দুর

রহমানকে হত্যার পর তার চেয়েও আরো নিষ্ঠাবান কোন মুসলমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। যার মধ্যে এসব মৌলিক ঘাটতি ও মানবিক দুর্বলতা নাও থাকতে পারে। তাতে আমাদের কাজ আরো কঠিন হয়ে পড়বে। এরচেয়ে আমরা আপনাকে একটা কৌশল বলে দিচ্ছি, স্পেনের শাসক আব্দুর রহমান সুন্দরীদের প্রতি খুবই আসক্ত। সে এক পরমা সুন্দরী দাসীকে রাণী বানিয়ে হারেমে রেখেছে। তার হারেমে এমন এমন সুন্দরী মেয়ে আছে যেগুলোকে তুমি হীরের টুকরো বলতে পার। কিন্তু এদের সবার মনমানসিকতার উপরই আব্দুর রহমানের প্রভাব রয়েছে। আমরা তার হারেমে এমন কোন সুন্দরী ঢুকিয়ে দিতে চাই, যে আব্দুর রহমানের দ্বারা প্রভাবিত হবে না, বরং সে নিজের রূপ জৌলুস ও সৌন্দর্যের দ্বারা আব্দুর রহমানকে প্রভাবিত করবে। .... এমন একটি তরুণীকেও আমরা নির্দিষ্ট করে রেখেছি।"

" সে কি মুসলমান না খৃস্টান?" জানতে চাইল ইলুগাইস্।

"নামে মাত্র মুসলমান।" বলল মন্ত্রী। এ ধরনের মেয়েরা যেমনটি থাকে। এরা কোন ধর্ম ও আদর্শের প্রতিই শ্রদ্ধা রাখে না। আপনি হয়ত জানেন, 'তারোব' নামে স্পেনের একটি স্বায়ত্বশাসিত জায়গীর রয়েছে। সেই জায়গীরদার ছিল মুসলমান। লোকটি মারা গেছে। তার একমাত্র ষোড়ষী কন্যাই এখন সেই জায়গীরের হর্তাকর্তা। তার নাম সুলতানা। সে নিজেকে রাণী ভাবতে ভালবাসে। আমাদের গোয়েন্দারা বলেছে, মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনই চালাক ও চতুর্র। নিজের রাজত্বের সীমানা বৃদ্ধি করার নেশায় এবং নিজেকে সম্রাজ্ঞী বানানোর আকাঙ্ক্ষায় সে নিজের রূপ সৌন্দর্য ও ছলচাতুরীকে ব্যবহার করে থাকে। সে নিজেকে তারোবের সম্রাজ্ঞী বলে অভিহিত করে অন্যদেরকেও সম্রাজ্ঞী বলতে উদ্বুদ্ধ করে। ইতোমধ্যে সে বহু শাহজাদাকে নাচিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। রূপ, যশ, জ্ঞানগরিমা ও দূরদর্শীতাকে দেখলে তাকে মর্তের মানুষ ভাবতে দ্বিধা হয়; মনে হয় সে কোন উর্ধ্বলোকের জিন-পরী। আমরা জানতে পেরেছি, স্পেনের শাসক দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের দৃষ্টি এখনও সুলতানার উপর পড়েনি। আপনি যদি পারেন, সুলতানা পর্যন্ত যেভাবে হোক পৌঁছে আব্দুর রহমান ও সুলতানার মধ্যে একটি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করুন। আপনি সুলতানাকে বলবেন, সে যদি আমাদের হয়ে কাজ করে তবে ফরাসী সম্রাটের পক্ষ থেকে তাকে একটি রাজ্য উপঢৌকন দেয়া হবে। আপনি তার মানসিক দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন—সে একজন জায়গীরদারের মেয়ে হয়ে নিজেকে সম্রাজ্ঞী ভাবতে ভালবাসে এবং সম্রাজ্ঞী হিসেবেই পরিচয় দেয়। সম্রাজ্ঞী আমরা তাকে বানিয়ে দেবো .... কিন্তু আপনি কি সুলতানা পর্যন্ত পৌঁছে এ মিশন পালন করার কথা ভাবতে পারেন?

"কঠিন অভিনয় ...." বলল ইলুগাইস্। "হ্যাঁ, করব আমি। আমি তার কাছে পৌছাতে পারব। সোজা সাপ্টা তাকে আমাদের চাহিদা ও তার প্রত্যাশা পূরণের কথা আমি বলে দিতে পারব।"

"আমার কাছে এ তথ্যও আছে যে, স্পেনের শাসক আব্দুর রহমান নাচ-গানের প্রতি খুবই আসক্ত। বলল সম্রাট লুই। আর এজন্য সে বিখ্যাত এক নৃত্য ও কণ্ঠশিল্পী যারয়াবকে তার দরবারে সার্বক্ষণিক রেখেছে। সুলতানা যদি যারয়াবকেও তার সহযোগী করে নিতে পারে তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথ আরো সুগম হবে।"

"আপনি যদি এই কৌশলকে কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় মনে করেন তাহলে সেই ব্যবস্থাও আমি করে দেবো।" বলল ইলুগাইস্। কিন্তু মুসলমানদেরকে সম্মুখ সমরে মোকাবেলা না করে পর্দার অন্তরালে চক্রান্ত করে পরাস্ত করার কৌশলকে আমি কাপুরুষতা মনে করি।

"আগে দেখুন, আমাদের উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট লক্ষ্য কি?" মিস্টার ইলুগাইস্! "ইউরোপ থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করে সারা পৃথিবীতে খৃস্টবাদ ছড়িয়ে দেয়া হলো আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা চাই মুসলমানদের ঈমানী চেতনা দুর্বল করে দিয়ে তাদেরকে নিষ্প্রাণ নির্জীব করে দিতে। যাতে তাদের মনে ধর্মের প্রতি ইসলামী তাহযীব তমদ্দুনের প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ না থাকে। আমাদের মেয়েরা মুসলিম উমারা ও সেনাপতিদের হৃদয় থেকে ইসলামের শিকড় উপড়ে ফেলবে। প্রয়োজনে আমাদের মেয়েরা সম্ভাব্য সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করবে। চেনা শত্রুকে ধ্বংস করতে সব ধরনের তৎপরতাই চালাতে হবে। আমরা যদি এখনও ইসলামের প্লাবন রুখতে না পারি তাহলে গোটা ইউরোপবাসীকেই ইসলামী ঝাণ্ডার অধীনে চলে যেতে হবে।"

"আমরা মুসলিম শাসকদের হাতেই ইসলামকে নিবীর্য করে দিতে চাই যাতে ইসলাম একটা অর্থহীন মতবাদ হিসেবে টিকে থাকে।" বলল সম্রাট লুই। "আমরা যদি আব্দুর রহমানকে নাচগান ও সুন্দরী নারীর নেশায় ব্যস্ত রাখতে পারি তাহলে আমাদের বন্ধু ব্রনহার্ট স্পেনের সীমান্তে গুপ্ত হামলা ও ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে মুসলিমদের পেরেশান করে তুলবে আর ভিতরে তুমি শক্তিশালী বিদ্রোহের জন্যে খৃস্টানদের সংগঠিত করবে। এ কাজে তুমি একাকী নও ইলুগাইস্! আমাদের সেনা ও গোয়েন্দারা তোমাকে সার্বিক সহযোগিতা ও সাহায্য করবে।"

* * *

ফরাসী সম্রাট লুই এর রাজদরবারে যে সময় স্পেনের মুসলিম শাসন ধ্বংসের আয়োজন চলছে এর ঠিক একশ চৌদ্দ বছর আগে স্পেনের সাগর তীরে মাত্র সাত হাজার সহযোদ্ধা নিয়ে অবতরণ করেছিলেন তারেক বিন যিয়াদ। অবতরণের পর তিনি সবগুলো জাহাজ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন যাতে কোন যোদ্ধার মনে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের চিন্তা না থাকে। মানবেতিহাসে লক্ষ্য অর্জনে ত্যাগের এমন কঠিন দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি আর নেই। জাহাজগুলো পুড়িয়ে দিয়ে সেনাপতি তারেক বিন যিয়াদ সাত হাজার সহযোদ্ধার উদ্দেশে যে অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন ইসলামের ইতিহাসে সেটি স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

"সহযোদ্ধা বন্ধুগণ! যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফেরার আর কোন পথ আমাদের নেই। আমাদের সামনে শত্রু আর পিছনে উত্তাল সাগর। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও সাহসিকতা ছাড়া আমাদের কোন পুঁজিও নেই। তোমাদের মনে রাখতে হবে এই দ্বীপসদৃশ দেশে তোমাদের সংখ্যা দস্তরখানে এতীমের জন্যে বরাদ্দের মতই নগণ্য। সামান্যতম দুর্বলতা ও অলসতা তোমাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারে। তোমাদের দুশমনের কাছে রয়েছে বিশাল সৈন্যবাহিনী ও বিপুল সমরাস্ত্র। পক্ষান্তরে তোমাদের হাতে তরবারী ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের শত্রুদের সাহায্য পাওয়ার হাজারো পথ রয়েছে কিন্তু আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া তোমাদের বাহ্যিক কোন সাহায্যের আশা নেই। তোমরা যদি সাহস ও দৃঢ়তায় সামান্য ত্রুটি কর তাহলে আমাদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাবে। তাতে শুধু আমরাই ধ্বংস হবো না, মুসলমানদের শৌর্য বীর্য ধুলায় মিশে যাবে আর বেঈমনাদের সাহস বেড়ে যাবে। জাতির ইজ্জত ও ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত রাখার একটাই পথ, তাহলো যে শত্রুবাহিনী তোমাদের সামনে ধেয়ে আসছে ওদের মোকাবেলায় ত্রাস হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়, ওদের নাস্তানাবুদ করে দাও। কচুকাটা করে ফেল।... এমন কোন জিনিসের প্রতি আমি তোমাদের ঠেলে দিচ্ছি না, যা থেকে আমি নিজেকে নিরাপদ রাখছি। এমন কোন শত্রু বাহিনীর প্রতি আমি তোমাদের ঠেলে দিচ্ছি না, যে শত্রুদের মোকাবেলায় আমি তরবারী হাতে নেবো না। আমীরুল মু'মীনিন ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক তোমাদের মত বীর বাহাদুরদের নির্বাচন করেছেন যাতে তোমরা অত্রাঞ্চলের রাজা বাদশাদের জামাই হতে পার। তোমরা যদি এখানকার অশ্বারোহী সৈন্যদের তরবারী ছিনিয়ে নিতে পার, তাহলে এই যমীনে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে। জেনে রেখো, যেদিকে আমি তোমাদের আহ্বান করছি সে পথের প্রথম পথিক আমি নিজে। শত্রুর মোকাবেলায় আমাকে সবার আগে দেখতে পাবে, সবার আগে শত্রুদের প্রতি যার তরবারী কোষমুক্ত হয়ে আঘাত হানবে সেটিও আমার তরবারীই হবে। আমি যদি

মৃত্যুবরণ করি তাহলে তোমরা নিজেরা সলাপরামর্শ করে আরেকজনকে সেনাপতি বানিয়ে নিও, কারণ এখানে সমবেত তোমরা সবাই জ্ঞানী। কিন্তু মনে রেখো, কর্তব্যকাজে সামান্য অবহেলাও করো না, এতে তোমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই ভূখণ্ডকে সম্পূর্ণ কব্জা না করে বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত রাখবে।"

তারেক বিন যিয়াদের ঐতিহাসিক ভাষণের এ কথাগুলো যেমন ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়ে আজো অম্লান, তেমনই সেই স্থানটি "জাবালে তারেক" "জিব্রাল্টার" নামে আজো তারেক বিন যিয়াদের স্মৃতি বুকে নিয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে।

• মাত্র সাত হাজার মুজাহিদ স্পেনের খৃস্টান শাসকদের সম্পূর্ণ পরাজিত করে স্পেনকে জয় করে নিয়েছিলেন। মুসলমানদের আগে স্পেন ছিল রোমানদের। রোমানদের কাছ থেকে স্পেনকে ছিনিয়ে নেয় জার্মানরা। জার্মানরাই এই দ্বীপদেশের নাম দেয় 'উন্দলুস'। এরপর ৭১১ খৃস্টাব্দে তারেক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে সাত হাজার যোদ্ধা দ্বীপরাষ্ট্র স্পেনকে জয় করে নেন। খৃস্টান পাদ্রী শাসকদের প্রজাপীড়ন ও অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করেন নিষ্পেষিত অগণিত বনী আদমকে। খৃস্টাচারের পরিবর্তে সেখানে চালু করেন ইসলামী কালচার। মানুষ দলে দলে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে নতুন এক উন্দলুস গড়ে তোলে। প্রতিদিনের আযান ও তকবীর ধ্বনীতে ইউরোপের বুকে সৃষ্টি হয় আরেক নতুন আবহ। শিরক ও কুফরীর অভিশাপ থেকে পাক-পবিত্র করে তারেক বিন যিয়াদ সেখানকার অধিবাসীদের ইসলামে দীক্ষিত করেন। সেখানকার পাহাড়, পর্বত, মাঠ, ঘাট, নদীনালা, শহর-বন্দরের নাম পরিবর্তন করে সেগুলোর ইসলামী নামে নামকরণ করেন। আল-হামরা প্রাসাদ ও কর্ডোভা মসজিদ আজো সেই সোনালী ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

এই সাত হাজার মুজাহিদ সেখানে শাসন করতে যাননি, তারা গিয়েছিলেন আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে, মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করতে। এ জন্যই তো তারা অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। যে সাত হাজার মর্দে মুজাহিদ স্পেনের সমুদ্রতীরে অবতরণ করেছিলেন তাদের অধিকাংশই হয় শহীদ নয়তো পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন জীবনের তরে। কিন্তু তাদের জীবন দানের বিনিময়েই স্পেনের বুকে উড্ডীন হয়েছিল চাঁদতারা খচিত ইসলামী পতাকা। তাদের কতজন সে সময় শহীদ হয়েছিলেন আর কতোজন পঙ্গুত্ব বরণ করেছিলেন ইতিহাস সেই হিসেবে রাখেনি কিন্তু অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে,

শত শত বছর ধরে চলে আসা রাজত্বকে সমুদ্র পেরিয়ে আসা আরব মুজাহিদদের হাতে এমনিতেই তুলে দেয়নি খৃস্টান শাসকরা। পরদেশী আরব যোদ্ধাদের মোকাবেলা করতে মোটেও কসুর করেনি খৃস্টানবাহিনী কিন্তু তাওহীদে উৎসর্গিত প্রাণ উজ্জীবিত মুজাহিদদের সামনে বেঈমানদের মানব প্রাচীর ও আগ্নেয়াস্ত্রের প্রাধান্য মোটেও কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। কারণ এরা জীবন দিতে উৎসাহী আর ওরা ছিল জীবন বাঁচিয়ে জয়ের প্রত্যাশী। কে না জানে একজন জীবন ত্যাগী শতজন জীবনবাদীকে নিমিষেই ভেড়ার পালের মত তাড়িয়ে দিতে পারে। আরব যোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে যে মুসলিম ইতিহাসের নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছিল, আজো হয়ত স্পেনের মাটি খুঁড়লে মুজাহিদদের স্মৃতি চিহ্ন পাওয়া যাবে। জীবনের বিনিময়ে দেহের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে, কুফরিস্থানে আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যারা।

* * *

তারেক বিন যিয়াদ স্পেনের বুকে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করে ইন্তেকাল করেন। তার ধারাবাহিকতা প্রায় সাতশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকল। এরপর যারা স্পেনের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল তারা বেমালুম ভুলে গেল স্পেন বিজয়ী তারেক বিন যিয়াদ ও মূসা বিন নুসাইরের কথা। তারা মুজাহিদদের রক্তরাঙা ইতিহাসকে ঢেকে ফেলল নিজেদের অসংখ্য অপরাধের কালো চাদরে। যে শাসন ছিল আল্লাহ্র যমীনে আল্লাহ্র শাসনের প্রতিনিধিত্ব, তাকে তারা পরিণত করল মানুষের রাজত্বে। নিজেকে তারা ঘোষণা করল সুলতান, সম্রাট ইত্যাদি বলে। যে রাজদরবার ছিল আল্লাহ্র আনুগত্যের মঞ্চ, সেখানে এখন মনুষ্য রাজত্বের দাপট। যে রাজদরবার ছিল নাগরিক ও অধিবাসীদের সুখ-শান্তির উৎসস্থল, সেখানটায় এখন ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের জায়গা দখল করেছে নাচগান, বাদ্য-বাজনা। অসংখ্য তোষামোদকারী ও স্বার্থপর গোষ্ঠী মুসলিম সম্রাটকে ঘিরে থাকে। সম্রাট তোষামোদকারীদের কথায় উঠেন বসেন। প্রীত হন তাদের অসাড় চাটুকারিতায়। মুসলিম সালতানাত এ পর্যায়ে সম্রাটের ইচ্ছা অনিচ্ছায় নয় স্বার্থপর ধান্দাবাজ তোষামোদী লুটেরাদের আখড়ায় পরিণত হয়। পুতুলে পরিণত হন সম্রাট।

৮২২ খৃস্টাব্দে এমন এক সম্রাটের ইন্তেকাল হলো যিনি পুরোপুরি ছিলেন মোসাহেব ও তোষামোদ বেষ্টিত এবং আমত্যবর্গদের দ্বারা পরিচালিত। ইতিহাস বলে, আল-হাকাম নামের সেই স্পেনিশ মুসলিম শাসক তোষামোদকারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্পেনের শাসন ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলেন। নিজের একনায়কতন্ত্র বজায় রাখতে তিনি প্রজা পীড়নে কুখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন।

নিজের স্বার্থে তিনি নির্বিচারে জুলুম-অত্যাচার করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তিনি এতোটাই উগ্র ও পেশীশক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছিলেন যে, ইচ্ছা চরিতার্থ করতে গিয়ে হাজারো নাগরিকের জীবন সংহার করতেন, অসংখ্য নিরপরাধ নাগরিকের সহায়-সম্পদ, জমাজমি জব্দ করতেন।

তার একনায়কতন্ত্রের ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখতে আল-হাকাম সমকালীন আলেম, ফকীহ ও বিজ্ঞজনদেরকে অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দেননি। মূলতঃ আল-হাকামের সময়টি ছিল স্পেনের মুসলিম ইতিহাসে একনায়কতন্ত্র ও জুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়নের নির্মম সময়। নিষ্ঠুর নির্মম দুঃশাসকের স্মৃতি হয়ে আল-হাকামের শাসন স্পেনের ইতিহাসে জায়গা পেয়েছে।

আল-হাকাম ছিলেন সেই শাসক যিনি অন্যের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত রাজ্যপাঠ শাসনের অধিকার পেয়েছিলেন। এই রাজ্যপাঠ প্রতিষ্ঠায় তার খান্দানের কারো এক ফোটা রক্তও ঝরাতে হয়নি। যদ্দরুন ইসলামে নিবেদিত প্রাণ যোদ্ধারা ইসলামের চেরাগ ও জীবন বাঁচিয়ে রাখতে কতটুকু কুরবানী দিয়েছেন সেই মর্মযাতনা তার অনুভূতিতে ছিল না। কারণ বংশ পরম্পরায় তিনি এমন কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেননি যার আপনজন এই ভূখণ্ড বিজয়ে রক্ত দিয়েছে। তাই রক্ত দিয়ে অর্জিত এই ভূমির কদর তার কাছে ছিল না। উত্তরাধিকার সূত্রে সে পেয়েছিল ক্ষমতার মসনদ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত মসনদের অধিকারীরা কিভাবে বুঝবে যে, এই মসনদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সাত সমুদ্র পেরিয়ে আসা একদল মরণজয়ী মুজাহিদের রক্ত, জীবন বিলিয়ে দেয়া যোদ্ধাদের হাড়-গোড়ের উপর, যারা স্পেনের উপকূলে অবতরণ করে জাহাজগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল যাতে যুদ্ধক্ষেত্র হতে জীবন নিয়ে পালানোর পিছুটান না থাকে। তারা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয়েছিল নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে।

আসলে ঐতিহাসিক বাস্তবতাও তাই; যারা আদর্শ প্রতিষ্ঠায় কষ্ট দুর্ভোগ ও রক্ত ঝরিয়েছে, কেবল তারাই জানে আদর্শ প্রতিষ্ঠার দাম কত। কোন ত্যাগ তিতীক্ষা ছাড়া যারা মসনদের অধিকারী হয় তাদের কাছে মসনদ ও ক্ষমতাটাকে রাজ্য মনে হয় আর নাগরিকদের মনে করে থাকে করদাতা প্রজা। এ ধরনের লোকেরা নিজের সুনাম ও সুখ্যাতি শুনতে বেশী পছন্দ করে। এজন্য নিজের চারপাশে তোষামোদী শ্রেণী তৈরি করে নেয়, নয়তো সুযোগ সন্ধানী স্বার্থপর তোষামোদকারীরা নিজেরাই এসে এ ধরনের শাসকদের চারপাশে জড়ো হয়। এসব তোষামোদীদের বাইরে আত্মতৃপ্ত শাসকরা আর কিছু দেখতে চায় না। এরা জাতি ও ধর্মের পতন ডেকে আনে এবং জাতিকে শত্রুর সামনে হেয়প্রতিপন্ন করে; ফলে দেশ ও জাতির সর্বনাশ ঘটে। ইতিহাসে বারবার এ ধরনের উত্থান

পতনের ঘটনা ঘটেছে। স্পেনের পতনের পথটিও এই ধরনেরই কিছু শাসক তরান্বিত করেছিলেন। এমন কতিপয় শাসকের কারণেই রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত কর্ডোভা ও গ্রানাডায় সাতশ বছর শাসনের পরও মুসলমানদের রক্তের বন্যায় প্লাবিত হয়েছে, সাতশ বছর পর ক্ষমতা হারানোর নির্মম প্রতিশোধ নিয়েছে খৃস্টান শাসকরা তারেক মূসার অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের রক্তে হোলি খেলে।

* * *

আল-হাকামের মৃত্যুর পর তার ছেলে দ্বিতীয় আব্দুর রহমান স্পেনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের বয়স তখন মাত্র একত্রিশ বছর। ইতিহাস লিখেছে নৃত্যগীত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, সাহিত্য, কার্বচর্চা এবং ইলম ও ফিকাহ শাস্ত্রের অভিজ্ঞ পণ্ডিত যে পরিমাণে দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের দরবারে জমায়েত হয়েছিলেন এমনটি আর কোন শাসকের বেলায় ঘটেনি। আব্দুর রহমান স্থাপত্যশিল্পে যেমন উৎসাহী ছিলেন অনুরূপ নৃত্যগীত ও সঙ্গীতেও তার প্রবল আসক্তি ছিল। তিনি যেমন ছিলেন যুদ্ধ-বিগ্রহে পারদর্শী অনুরূপ সুন্দরী নারীর প্রতিও তার ছিল প্রচণ্ড অনুরাগ।

তিন মহিলার প্রতি তো তিনি পাগলপ্রায় ছিলেন। অথচ এই তিন মহিলা ছিল তার মহলের দাসী। এদের মধ্যে একজন ছিল অপরজনের তুলনায় সুন্দরী। এদের মধ্যে মুদ্দাসিসরা নামের এক দাসীকে তিনি আসক্তির আতিশয্যে বিয়ে করে মহলের বেগমে পরিণত করেছিলেন। অপর একজন দাসীর নাম ছিল হাকাশ। সে যেমন ছিল সুন্দরী তেমনই তার ছিল যাদুমাখা কণ্ঠ। দ্বিতীয় আব্দুর রহমান ঘন্টার পর ঘন্টা বসে বসে তার গান শুনতেন। তৃতীয় বাদীর নাম ছিল সাফা। তার রূপ-জৌলুস ছিল মানুষের মুখে মুখে।

এরপর সুলতানা নামের এক তরুণীর উপর দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের দৃষ্টি পড়ল। সুলতানা যেমন ছিল সুন্দরী তেমনই চালচলন ও কথাবার্তায় পটু। আব্দুর রহমান প্রথম দর্শনেই সুলতানার প্রেমে পড়ে গেলেন। আফসোস করলেন, তার দেশে এমন সুন্দরী তরুণীও তার চোখের আড়ালে থেকে গেল কিভাবে? তিনি ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি যে সুলতানা তার দৃষ্টিসীমায় আকস্মিকভাবে আসেনি, তাকে পরিকল্পিতভাবে আব্দুর রহমানের সামনে আনা হয়েছে।

অন্যান্য রাতের মত স্পেনের সে এক রাতের ঘটনা। আব্দুর রহমানের শাহী দরবার হলে 'যারয়াব' নামের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর যাদুমাখা গান ও নাচ চলছে। গোটা মহল যারয়াবের নৃত্যগীতে তন্ময়। বাদীরাও আব্দুর রহমানের পাশে উপবিষ্ট। দ্বিতীয় আব্দুর রহমান নৃত্যগীতে এমনই তন্ময় হয়ে পড়লেন যে, তিনি

যে স্পেনের শাসক. তার উপর রয়েছে দেশের অগণিত নাগরিকের দায়দায়িত্ব সেকথা তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন। চতুর্দিকে তাকে ঘিরে রয়েছে খৃস্টান শক্তিগুলোর সম্মিলিত শত্রুতার জাল, মোটেও সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

দ্বিতীয় আব্দুর রহমান বিস্মৃত হয়ে গেলেন, ইসলামের দাওয়াতকে পূর্বসূরীদের পথ ধরে তাকে আরো সামনে অগ্রসর করতে হবে সেকথা। তার চতুপার্শ্বে কতশত বনী আদম খৃস্টীয় যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়ে মাথা খুটে মরছে তার দায়িত্ব তাদেরকে নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে মুক্ত করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির পথ দেখানো একথাও তার হৃদয় থেকে মুছে গেছে।

বাগদাদ খেলাফতের এই আমীর অন্যান্য সুলতানের মতোই নিজেকে স্বাধীন সুলতান বা বাদশা ভাবতে শুরু করেন। বিলাসী রাজন্যবর্গের মত তিনিও নাচগানে মগ্ন বিভোর। এ দিকে এক ফকীর বেশী লোক তারোব জায়গীরদারের কন্যা সুলতানার ঘরে প্রবেশ করল। এই ফকীরকে ঠিক সেই রাতে এর আগেও সুলতানা তার মহলের আশে পাশে ঘুর ঘুর করতে দেখেছে। একবার সুলতানা তার এক সখীকে বলেছিল, যখন ফকীর তার ঘোড়ার গাড়ির সামনে পড়েছিল এবং তার দিকে এক পলকে তাকিয়ে ছিল তখন সুলতানার মনে হয়েছিল এই ফকীর কোন ভাল ঘরের ছেলে হবে। কোন অস্বাভাবিক কারণে বেচারার এমনটি হয়েছে হয়তো। তার সখী বলেছিল, ধ্যাৎ! কোন ভিখারী হবে আর কি!

"না, সখী না। এ কোন ভিখারী হতে পারে না। এর চেহারায় এমন একটা ছাপ রয়েছে, যা বলে দেয় সে কোন ভিখারী তো নয়ই সাধারণ কোন মানুষ নয় সে। আমি ওকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, ওর চোখ ও চেহারায় মেধা, প্রজ্ঞা, চিন্তা ও দূরদর্শিতার ছাপ পরিস্ফুট। আমি পুরুষের চেহারা চিনতে কখনও ভুল করি না। আমার মনে হয় সে আমাকে কোন কিছু বলতে চায়।" বলল সুলতানা।

সুলতানার সখী একটি অট্টহাসি দিয়ে বলল, পথের ভিখারী হোক আর সাত রাজ্যের সম্রাট হোক তোমার রূপের যাদুতে সবাই কাত হয়ে পড়ে।

সুলতানা ঘাড় ঘুরিয়ে ফকিরকে দেখল। সে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে এবং তার দৃষ্টি সুলতানার সুন্দর দু'টি সাদা ঘোড়াকেই অনুসরণ করছিল। সুলতানা তখন বৈকালিক ভ্রমণে বের হয়েছিল। সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হলে সে ফিরে আসতে রওয়ানা হল। তখনও ফকীরবেশী লোকটি সেখানে দাঁড়িয়ে। সুলতানা ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে ইঙ্গিতে ফকীরকে কাছে ডাকল। ফকীরবেশী লোকটির দু'টি চোখ নীল ও শরীর বাদামী। তার দাড়ী কুচকানো ঈষৎ লালচে।

"তোমাকে আমি কয়েকবার এখানে দেখেছি। তুমি কি নারী পেলেই এভাবে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাক, যেভাবে আমাকে দেখে তাকিয়ে ছিলে?" বলল সুলতানা।

"জগতের তারোবের রাণীর চেয়েও বেশী সুন্দরী নারী রয়েছে যাদের প্রতি দৃষ্টি আটকে যায় কিন্তু সুলতানার সৌন্দর্য ভিন্ন, তাকে দেখলে তার আকর্ষণ হৃদয়ের গভীরে রেখাপাত করে। যে তরুণীর সৌন্দর্য হৃদয়ে রেখাপাত করে সে বাহ্যিক সুন্দরীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; যারা বাহ্যত সুন্দরী কিন্তু তাদের সৌন্দর্য হৃদয়ে রেখাপাত করে না।" বলল ফকীর।

"এটা কি ঠিক নয় যে, তুমি আমাকে দেখার জন্যে আমার প্রাসাদের আশেপাশে ঘুর ঘুর কর?"

"হ্যাঁ, তা করি বটে, নির্ভীক হৃদয়ে জবাব দিল ভিখারী। শুধু দেখা নয় তাকে কিছু বলার জন্যে, কিছু কথা ব্যক্ত করার ইচ্ছাও আমার রয়েছে।"

"কি বলতে চাও তুমি?"

"এসব দর্শকদের সামনে আমি কি বলব, যাদের দৃষ্টি সব সময় আপনার দিকে নিবদ্ধ রয়েছে? তারোবের সম্রাজ্ঞী! এই ফকীর আপনাকে সে কথাই বলতে চায় যে, সম্রাজ্ঞীর গমনপথে বর্তমানে লোকেরা বেহায়ার মত মাথা তুলে তাকিয়ে থাকে কিন্তু আমার মনে হয় সম্রাজ্ঞী ইচ্ছা করলেই এমন অবস্থানে নিজেকে উন্নীত করতে পারেন যদ্বারা মানুষ সম্রাজ্ঞীর প্রতি মাথা তুলে তাকাতে সাহস পাবে না, মাথা নীচু করে সম্রাজ্ঞীর গমন পথে শ্রদ্ধা জানাবে। কেননা স্পেনের সম্রাজ্ঞীর পদটি এখনও খালি রয়েছে।" বলল ছদ্মবেশী ভিখারী।

"তুমি যদি গণক হয়ে থাক এবং ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হয়ে থাক তবে আজ রাতে আমার মহলে এসো। দারোয়ান তোমার পথ রুখবে না, সে ব্যবস্থা আমি করে রাখব।" বলল, তারোবের সম্রাজ্ঞী।

ঠিকই সন্ধ্যায় সুলতানার মহলের গেটে হাজির হল ছদ্মবেশী ভিখারী। কিন্তু দারোয়ান তাকে বাধা তো দিলই না বরং আদব ও সম্মানের সাথে সুলতানার একান্ত মহলে নিয়ে গেল। সেই সন্ধ্যায় এমন রেশমী পোষাক পড়ল সুলতানা যাতে তার রূপ সৌন্দর্য আরো বেশী মোহনীয় হয়ে উঠেছিল। দৃশ্যত কাপড় পরিধান করলেও তার দেহ বল্লরীর প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আরো বিকশিত হয়ে উঠেছিল ফিনফিনে পাতলা কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে। তার দীর্ঘ কালো কেশরাজী পিঠে ছাড়ানো যেন এক গাদা রেশমী সুতো। রঙিন ফানুসের ঝিকমিকে আলোয় সুলতানাকে যেন মনে হচ্ছিল স্বপ্নলোকের কোন অস্পরা!

সুলতানা কুমারী। তার কণ্ঠে রয়েছে কুমারীত্বের আকর্ষণ ও যাদুময়ী প্রভাব। সে দক্ষ কণ্ঠ অনুশীলনকারিণীদের মতই কথাকে মোহনীয় করে বলতে জানে। তার বলার ভঙ্গি যে কোন পুরুষকেই মোহাচ্ছন্ন করতে সক্ষম। তার চাল চলন

যে কোন ধ্যানী মগ্ন তাপসেরও হৃদয় কেড়ে নেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুলতানার হাসি সরাবের পেয়ালার চেয়েও আরো বেশী প্রলুব্ধ করে পুরুষকে।

ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, স্পেনের মাটিতে সুলতানা নামের এই তরুণীকে আল্লাহ্ তাআলা যেমন রূপ সৌন্দর্য দিয়ে তৈরি করেছিলেন, তার চেয়েও বেশী বুদ্ধি, বিবেক ও দূরদর্শিতা দিয়েছিলেন। সে ছিল খুবই বুদ্ধিমতি, চালাক, চতুর, উচ্ছল ও প্রাণবন্ত। তার চোখে ছিল মমতা, মায়া ও আকর্ষণের এক চুম্বক। কিন্তু সে ছিল খুবই চতুর ও ধূর্ত। নিজের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিল সে। শাহজাদা ও জায়গীরদারদের দৃষ্টি সে খুবই ভালোভাবে মাপতে পারত। নিজের সৌন্দর্যের যাদু ব্যবহার করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে সে এতোটা পারঙ্গম ছিল যে, তার কাছে শাহাজাদা ও জায়গীরদারদের নিয়ে খেলাটা ছিল পানি পান করার মতই সহজ কাজ।

ছদ্মবেশী ফকীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ওকে একবার দেখে তার চেহারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

"তুমি কিভাবে বলতে পারলে যে, স্পেনের মসনদে আমার আসনটি এখনও খালি রয়েছে?" ফকীরকে জিজ্ঞেস করল সুলতানা।

"এটা তো এই জগতের কথা নয় সম্রাজ্ঞী। আমি শুধু জানি যে, আপনি সম্রাজ্ঞী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর, কিন্তু ওই পর্যন্ত পৌছার কোন গ্রহণযোগ্য পথ আপনি এখনও পাননি। আজ পর্যন্ত এমন কাউকে আপনি পাননি যে আপনাকে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার পথ দেখাতে পারবে।

"তুমি যদি আমাকে এ উদ্দেশ্য সাধনের সফল পথ দেখাতে পারো তবে এই অর্ধেকটা জায়গীর তোমাকে দিয়ে দেবো।"

"আমার কোন পুরস্কারের প্রয়োজন নেই সুলতানা। আমার পায়ের নীচে সম্পদ পড়ে রয়েছে কিন্তু সবই বেকার, আমার এসব দিয়ে কোন দরকার নেই। আমি অন্য জগতের মানুষ। আমি গণক নই, কিন্তু মানুষের চেহারা দেখেই সব বলে দিতে পারি। আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছি, স্পেনের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুর রহমান আপনাকে একান্তভাবে পেতে উদগ্রীব।"

"কিন্তু তিনি আমাকে আবার কবে দেখলেন? শুনেছি তিন বাদীই তাকে নেশাগ্রস্থ বানিয়ে রেখেছে। তাছাড়া এও শুনেছি যে, আব্দুর রহমান খুব উঁচু মানের যোদ্ধা, সমর বিশেষজ্ঞ। সেই সাথে নিষ্ঠাবান মুসলমান এজন্য হয়ত আমার কথা তার কানে পৌছাতে পারেনি।"

সুলতানার কথায় ছিল প্রত্যাশার আবেদন ও পাওয়ার একান্ত বাসনা। ইতিহাস বলে, সম্রাজ্ঞী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সুলতানার মধ্যে এতো প্রবল ছিল যে, সে দৃঢ় বিশ্বাস করত একদিন না একদিন সে স্পেনের সম্রাজ্ঞী হবেই হবে। এজন্য তার প্রতি আগ্রহী পুরুষদের সে মোটেও পাত্তা দিত না। ধূর্ততা, চাতুর্যপনা ও প্রতারণায় এক অনন্যা দৃষ্টান্ত ছিল সুলতানা। কারো মতে সুলতানার দেমাগ ছিল শয়তানের বাসা।

"আমি সম্রাজ্ঞী হব" একথা বলা ছাড়া কি তোমার পক্ষে আমাকে কোন সহযোগিতা করা সম্ভব নয়?" জিজ্ঞেস করল সুলতানা। তুমি কি এমন একটি পথ বলতে পার না, যে পথ ও পন্থা আমাকে স্পেনের মসনদ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে? ফকীর দরবেশরা তো অনেক কিছুই করতে পারে।"

"আগে আপনি আমাকে বলুন যে আপনি কোন মুসলমান সম্রাটের সম্রাজ্ঞী হতে চান কি-না?"

"সুলতানা হেসে লুটোপুটি খেল এবং বলল, কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। তাই যদি থাকতো তাহলে তো এতোদিনে আমি বিয়ে করে দু'চারটি সন্তানের মা হয়ে যেতাম।"

"আমি আপনাকে যা বলব, তা কি আপনি করবেন?" সুলতানাকে জিজ্ঞেস করল ফকীর। একটি রাজ্য আপনার অধীনে আসার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু সেটি মুসলিম রাজ্য নয়, সেটি একটি খৃস্টান রাজ্য, সেটি আপনার অধিকারে দেয়া হবে তখন যখন আপনি স্পেনের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুর রহমানকে নিজের রূপ, সৌন্দর্য ও ছলচাতুরী দিয়ে বশে রাখতে সক্ষম হবেন। একটি অশরীরী জিনের মতো আপনি তার দেমাগের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবেন।"

"আচ্ছা। এরপর তাকে বাধ্য করা, সে যাতে আমাকে সম্রাজ্ঞী করে নেয়। তাই তো?"

না, সুলতানা! এমনটি নয়। এই প্রক্রিয়ায় তো সে এক পর্যায়ে আপনাকে বিয়ে করে হারেমের রানী বানাবে। যখন আপনার প্রতি তার বিতৃষ্ণা দেখা দেবে তখন আপনাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অপর কোন সুন্দরীকে হারেমে তুলে আনবে। কিন্তু এই অপমান ও লাঞ্ছনাজনক রাণী হওয়ার প্রতি আপনাকে আহ্বান করছি না, আমি আপনাকে এমন একটি পন্থার কথা বলতে চাই যে পথে আপনি হবেন স্বাধীন একটি রাজ্যের অধিপতি, আপনার থাকবে স্বতন্ত্র রাজ্য, সৈন্যসামন্ত, স্বাধীনভাবে আপনি রাজ্য পরিচালনা করতে পারবেন, আপনার উপর কারো খবরদারী করার ক্ষমতা থাকবে না।"

সুলতানা ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী প্রজ্ঞা ও মেধার ধারক। সে দরবেশরূপী ভিখারীর কথা শুনছিল আর তার চেহারা গভীরভাবে পরখ করছিল। হঠাৎ সে ঝুঁকে পড়ে দরবেশের দাড়ী মুঠে নিয়ে টান দিলে দাড়ী তার হাতের মুঠোতে চলে এলো। অপর হাতটিতে সে মাথার উপরের কাপড় ধরে টান দিলে কাপড়ের সাথে সাথে কাচাপাকা কৃত্রিম চুলও উঠে গেল। কৃত্রিম দাড়ি ও কৃত্রিম কাচাপাকা চুলের ভিতর দিয়ে যে চেহারা বেরিয়ে এলো সেটি একটি পরিপূর্ণ যুবকের অবয়ব।

রাগে ক্ষোভে আগুন হয়ে গেল সুলতানা। "কে তুমি, কিসের জন্যে এখানে এসেছো? তুমি কি জানো যে তোমাকে খুন করে আমি লাশ লাপাত্তা করে দিতে পারি?"

"ভয় পাওয়ার পরিবর্তে মুচকি হাসল ফকীর এবং বলল—সুলতানা! আমার নাম ইলুগাইস। দরবেশের রূপ ধরে তোমার কাছে আসার কারণ এটাই যে, তোমার কাছে পৌঁছানোর আর কোন পথ ছিল না। আমি এমন কোন উদ্দেশে আসিনি যে, তুমি আমাকে খুন করিয়ে ফেলবে। আমি এখনও সেকথাই বলবো বেশ বদল করার আগে যে কথা বলেছিলাম। আমি ধর্মের প্রসঙ্গ এজন্যেই উত্থাপন করেছিলাম যে, যদি তুমি কট্টর ধর্মাবলম্বী হও তাহলে আমি কথা দীর্ঘ না করেই ফিরে যাবো।"

"তুমি কি আমাকে খৃস্টান বানাতে এসেছ?"

"না, বলল ইলুগাইস। আপনাকে খৃস্টান বানানোর কোন প্রয়োজন নেই আমার। রাজ্যের অধিপতি হওয়ার পরও আপনি মুসলমানই থাকবেন। এ সময় পকেট থেকে একটি মোতির হার বের করে ইলুগাইস বলল, দেখুন তো, এমন মোতির মালা কি এর আগে আপনি কখনও দেখেছেন? মোতির হার থেকে আলো ঠিকরে পড়ছিল এবং ঝকমক করছিল। হারটি সুলতানার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ইলুগাইস বলল, এ ধরনের হার সুলতানার জন্যেই কেবল মানায়। ইলুগাইস আরো বলল, এটা ফরাসী সম্রাট লুই এর পক্ষ থেকে আপনাকে উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয়েছে।

"সুলতানা মোতির হার দেখে অবাক হয়ে গেল। সত্যিই তো এমন দামী মোতির হার সে জীবনেও দেখেনি। তার পক্ষে এতো দামী হার কেনা মোটেও সম্ভব নয়। সে আরো অবাক হলো একথা শুনে যে, ফরাসী সম্রাট লুই তার জন্যে এই হার উপঢৌকন হিসেবে পাঠিয়েছে। সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না, কোন রাজা শুধু তারই জন্যে এই হার পাঠাতে পারে।

"আমার কাছে কি চায় ফরাসী সম্রাট লুই?" গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সুলতানা। সে বুঝতে পারছিল, তার যে রূপ-জৌলুস, সৌন্দর্য ও বুদ্ধি তাতে রাজা বাদশাদের কাছে সে যে একজন চরম পার্থিব বস্তু এই ধারণা পুরোপুরি ছিল তার।

আর যাই হোক, অন্তত সে তোমাকে রাণী বানানোর স্বপ্ন দেখে না সুলতানা! বলল ইলুগাইস। সে তোমাকে একটি রাজ্যের অধিপতি করতে চায়, তোমাকে কোন ধোঁকা প্রতারণার ফাঁদে আটকাতে চায় না। তবে তোমাকে ধোঁকা ও প্রতারণার হাতিয়ার বানাতে চায় বৈ-কি।"

"আমাকে স্পেনের সুলতান আব্দুর রহমানের মহলে ঢুকিয়ে তাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করা হবে এই তো?" বলল সুলতানা। আমি তোমার সাহসের প্রশংসা করি ইলুগাইস! তুমি একটুও ভাবলে না যে আমি তোমাকে গ্রেফতার করিয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারি।"

"তুমি জীবিত থাকলে তো আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে?" বলল ইলুগাইস। তুমি এখানে শুধু আমার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছো বটে; কিন্তু আমার হাত শুধু দু'টি নয়, অসংখ্য। তোমার সামনে আমি একাকী এলেও প্রকৃত পক্ষে আমি একাকী নই। শক্তিশালী একটি গোয়েন্দা দল আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করছে। আমাকে তুমি যমীনের উপরে দৃশ্যমান যতটুকু দেখছো, তার চেয়েও অনেক বেশী যমীনের নীচে অদৃশ্য অবস্থায় রয়েছি।....আমাকে গ্রেফতার করানোর কথা কখনও ভাববে না সুলতানা! আমি তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে এসেছি, তোমার কোন ক্ষতি করতে আসিনি। অস্বাভাবিক এই রূপ-সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে পৌছে যাও। আমরা তোমার কাছ থেকে কিছুই নিতে আসিনি, তোমাকে দিতে এসেছি...সুলতানা! আব্দুর রহমান তোমাকে চোখের মণিকোঠায় রাখবে। তাতে তোমার মর্যাদা বাড়বে বৈ কমবে না। ইচ্ছা করলেই তুমি তাকে তোমার রূপের দিওয়ানায় পরিণত করতে পারো।"

" তোমরা যদি এমনটি প্রত্যাশা কর যে, আমি স্বেচ্ছায় তার হারেমে চলে যাব, তাহলে সেই প্রস্তাব রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—ইলুগাইসের উদ্দেশে বলল সুলতানা। আমি নিজে সুলতান আব্দুর রহমানের হারেমে চলে গেলে আর আমার কোন কদর থাকবে না।"

"তোমার সেই চমক তো আমি দেখাব। বলল ইলুগাইস। তুমি শুধু একথা বল যে, তুমি আমাদের সঙ্গ দেবে। বাকী যা কিছু করার সেসব ব্যবস্থা আমি করব।"

"তাহলে আমার কাজ কি হবে?" জানতে চাইল সুলতানা।

" তোমার কাজ হবে আব্দুর রহমানকে নিজের সৌন্দর্যে মুগ্ধ বিমোহিত করে রাখা।" বলল ইলুগাইস। "এমনিতেই তিন বাদীর প্রতি সে চরম আসক্ত। তুমি এসব বাদী দাসীকে প্রতিপক্ষ না ভেবে তাদেরকে সাথে নিয়ে আব্দুর রহমানকে তোমাদের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে রাখবে। কারণ আব্দুর রহমান কোন সাধারণ মানুষ নয়, সে যদি নারীর রূপ, রস ও সৌন্দর্য লিপ্সা ত্যাগ করে শাসনের প্রতি মনোযোগী হয় তাহলে খৃস্টান দুনিয়াকে সংকীর্ণ করে দিতে পারে। কাজেই তার সেই প্রতিভাকে বিনষ্ট করে দিতে হবে। তাকে রূপ সৌন্দর্যে মাতাল করে রাখতে হবে। কোন নেশাদ্রব্য খাইয়ে নয়; তাকে খুশী করতে পারলে, আব্দুর রহমানের হৃদয়ে নাড়া দিতে পারলে তুমি যে উপঢৌকন পাবে তা তুমি কখনও কল্পনাও করতে পারবে না।"

"ঠিক আছে—আমি তোমার প্রস্তাবের জন্যে তৈরী আছি।" বলল সুলতানা।

"তাহলে এখন শোন তোমাকে কি করতে হবে।" বলল ইলুগাইস। ইলুগাইস বলতে শুরু করল, সুলতানার কখন কোন ভূমিকা পালন করতে হবে।

যে রাতে স্পেনের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুর রহমান তার হারেমের প্রিয় সুন্দরী দাসীদের নৃত্যগীত ও বিখ্যাত শিল্পী 'যারয়াব'-এর নান্দনিক নৃত্য ও সঙ্গীতে বিভোর ছিলেন ঠিক সেই সময় সুলতানার বাড়িতে আব্দুর রহমানের সমরকৌশল ও যুদ্ধপারদর্শিতাকে বিনষ্ট করে শুধু আব্দুর রহমান নয় স্পেনের মুসলমানদের ভাগ্যও ধ্বংসের জন্যে ইলুগাইস নামের খৃস্টান ফরাসী সম্রাট লুই এর প্রতিনিধি হয়ে চক্রান্ত আঁটে। সুলতান আব্দুর রহমান জ্ঞান-গরিমা, বুদ্ধি-বিবেক ও পারদর্শিতায় ততটুকু যোগ্য ছিলেন যে, শুধু স্পেন নয় আশেপাশের অন্যান্য এলাকাও করতলে নিয়ে আসার মত যোগ্যতা তার ছিল। তাই এই যোগ্যতা ও শক্তি সাহস তার জন্যে ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। তার এই যোগ্যতাকে আশে পাশের রাজা-বাদশারা তো ভয় করতোই, অনেক দূরের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি ফরাসী সম্রাট 'লুই' পর্যন্ত আব্দুর রহমানের যোগ্যতাকে সমিহ করত। এতো যোগ্যতা ও গুণের অধিকারী দ্বিতীয় আব্দুর রহমান নিজের কর্ম ও কর্তব্য সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে রূপ, রস, সুন্দরী ললনাদের রূপের বাহার ও নৃত্যগীতে ডুবে রইলেন। ভুলে গেলেন নিজের কর্তব্য, যোগ্যতা, ইসলামের মর্যাদা ও নির্দেশের কথা। যতই রাত বেড়ে যাচ্ছিল আব্দুর রহমানের হারেমের নাচগানের তরঙ্গ আরো বেশী আকর্ষণীয় হতে লাগল। আব্দুর রহমান নিজেই সুন্দরীদের প্রতি আরো বেশী আকর্ষণবোধ করতে লাগলেন।

'যারয়াব' ছিল সেই মজলিসের প্রধান গায়ক। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইরানে জন্মগ্রহণকারী 'যারয়াব' নামে পরিচিত ঐতিহাসিক এই ব্যক্তি ঝিল নৃত্য, সঙ্গীত, যুক্তিবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র ও সমকালীন সাহিত্য বিদ্যায় পারদর্শী। তার আসল নাম আলী বিন নাফে। ডাক নাম আবুল হাসান। সে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বাগদাদকেন্দ্রিক সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃত্য বিশেষজ্ঞ ইসহাক আল মুছেলীর শিষ্য ছিল। আল-মুসেলী খলিফা হারুন অর রশীদের দরবারে গীত ও কাব্য রচনা করতেন। তিনি ছিলেন সমকালীনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত ও রাগ বিশেষজ্ঞ। ইতিহাস বলে 'যারয়াব' সঙ্গীত, বাজনা ও সুর, রাগ ইত্যাদিতে তার উস্তাদকেও ছড়িয়ে গিয়েছিল। 'যারয়াব' শুধু একজন কণ্ঠশিল্পী ছিল না, সে ছিল সময়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাগ বিশেষজ্ঞ, সুদর্শন, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এক টগবগে যুবক। ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিল। 'যারয়াব' এর বাচনভঙ্গি এতোই আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর ছিল যে, তার কথা শুনলে কারো পক্ষে মুগ্ধ না হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। সে প্রবল প্রতিপক্ষকেও তার কথার যাদু দিয়ে জয় করে নিতে পারত। তার সম্পর্কে জনশ্রুতি ছিল যে, সে হয়ত মানুষই নয় কোন জিন। নয়ত তার কাছে কোন জিন আছে, সে কোন জিনের সহায়তায় এসব যাদুকরী কাজ করে থাকে। কারণ সাধারণত সাধারণ মানুষের মধ্যে এতগুলো গুণ ও সৌন্দর্যের সমাহার এককভাবে ঘটে না। এ ব্যাপারটিও ছিল অনেকের কাছে বিস্ময়কর!!!

এক পর্যায়ে 'যারয়াব' আফ্রিকা চলে গিয়েছিল। সেখান থেকে তাকে স্পেনে ডেকে পাঠান আব্দুর রহমানের পিতা আল-হাকাম। কিন্তু স্পেনে পৌছার আগেই আল-হাকাম মৃত্যুবরণ করেন। যারয়াব যখন স্পেনে পৌছে তখন স্পেনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আল-হাকামের পুত্র আব্দুর রহমান। কিন্তু তাকে হতাশ হতে হয়নি। আল-হাকামের মতোই ছেলে আব্দুর রহমান ছিলেন নৃত্যসঙ্গীতের ভক্ত। যারয়াবকে আব্দুর রহমান সানন্দে দরবারে স্বাগত জানালেন। নিজের বুদ্ধি, বিবেক, দৈহিক সৌন্দর্য, যাদুমাখা কণ্ঠ ও প্রজ্ঞা দিয়ে কিছুদিনের মধ্যে যারয়াব নিজেকে আব্দুর রহমানের রাজদরবারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলো।

* * *

এর দু'দিন পর স্পেনের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুর রহমান শিকারে বের হলেন। শিকারে তিনি তার জন্যে নির্দিষ্ট জঙ্গলেই যেতেন। যেখানে প্রত্যেক জাতের শিকার প্রাণী ছিল সহজলভ্য। তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষী, বাবুর্চি ও অন্যান্য লোক লস্করও সুলতানের সহগামী হল।

অশ্বারোহী আব্দুর রহমানের হাতে তীর ধনুক। তিনি সবার আগে চলে গেলেন। আর অন্যেরা তার পিছনে পিছনে অনুগামী হল। আব্দুর রহমান দেখতে পেলেন দূরে দু'টি সাদা ঘোড়া দাঁড়ানো। কাচোয়ান ঘোড়ার গাড়িটিকে স্থান থেকে সরানোর জন্যে ঘোড়াগুলোকে চাবুক লাগাল। বাদশা তখনও অনেক দূরে। এমতাবস্থায় দাঁড়ানো ঘোড়া দুটো এলোপাথাড়ী দৌড়াতে শুরু করল। ঘোড়াগুলো যেদিকে যেতে লাগল সেদিকে আব্দুর রহমান যাচ্ছিলেন। নিজের শিকার পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীর প্রতি মনে মনে ক্ষেপে গেলেন আব্দুর রহমান। তিনি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলেন কাচোয়ান চেষ্টা করছে ঘোড়াগুলোকে সামলে এদিকে ফিরে আসতে, কিন্তু ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে তো ছুটছেই। কাচোয়ান ঘোড়া বাগে আনতে পারছে না। সেখানে যমীন অসমতল হওয়ার কারণে গাড়ি এদিক সেদিক ঝুঁকে পড়ছিল এবং বাগ্গীর ভিতরে অবস্থানকারী এক ভয়ার্ত নারীর চেহারাও বোঝা যাচ্ছিল। আব্দুর রহমান তার নিরাপত্তারক্ষীদের নির্দেশ দিলেন তারা যেন নিয়ন্ত্রণহীন ঘোড়ার গাড়িটাকে বাগে আনে। দুই নিরাপত্তারক্ষী তাদের ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল। পিছনে ধাবমান অশ্বখুরের আওয়াজ পেয়ে বাগ্গীর ঘোড়া আরো বেপরোয়া ছুটতে শুরু করল। দুই নিরাপত্তারক্ষী তাদের ধাবমান ঘোড়াকে বাগ্গীর দুটি সাদা ঘোড়ার পাশে নিয়ে গেল এবং ধাবমান অবস্থাতেই নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে বাগ্গীর ধাবমান ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলো। তারা রশি ধরে ফেলল এবং ঘোড়ার পিঠে শুয়ে পড়ে ঘোড়ার একেবারে মুখের কাছ থেকে রশি টেনে ধরলে ঘোড়া দু'টি থামতে বাধ্য হল।

ঘোড়া থামলে বাগ্গী থেকে অসম্ভব সুন্দরী এক নারী বের হল। সে নিরাপত্তারক্ষীদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করল এবং তাকে খুব ভীতসন্ত্রস্ত মনে হল। কাচোয়ানের অবস্থা আরো করুণ। নিরাপত্তারক্ষীরা কাচোয়ানকে বলল, এটি স্পেনের সুলতান শাহী খান্দানের জন্যে সংরক্ষিত শিকার অঞ্চল। এখানে আর কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ। তোমরা গাড়ি এদিকে কেন নিয়ে এসেছিলে? গাড়িতে সওয়ার মহিলা জানাল, আসলে এটা আমাদের জানা ছিল না।

নিরাপত্তারক্ষীরা মহিলাকে জানাল, তাদেরকে শাহে উন্দলুসের নির্দেশে তার কাছে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ স্পেনের শাসকের মুখোমুখি হতে হবে তাদের। কেননা তিনি তাদের নির্দেশ দিয়েছেন, "বাগ্গীটাকে বাগে এনে বাগীর চালক ও আরোহীকে এখানে নিয়ে এসো।"

নিরাপত্তারক্ষীদের ঘোড়া আগে আগে আর বাগ্গীর ঘোড়া পিছনে চলতে শুরু করল। মহিলা কাচোয়ানের দিকে মুখ বের করে বলল, ইলুগাইস। আসলেই কি

আমার ঘোড়া ভয় পেয়ে এলোপাথাড়ী দৌড়াচ্ছিল? আমি তো দারুণ ভড়কে গিয়েছিলাম। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গিয়েছিল।

হেসে ফেলল ইলুগাইস। না, ঘোড়া ভয় পায়নি। ইচ্ছা করেই আমি এমনটি করিয়েছিলাম। কারণ যে কেউ দেখে যাতে বুঝতে পারে নিয়ন্ত্রণহীন হয়েই আমরা এদিকে এসে পড়েছি। দেখো, আমার কথা তো ঠিক হলো। সুলতান ঠিকই শিকারে এসেছে এবং আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি। আমার পরিকল্পনায় আমি সফল এখন তোমার পালা।

* * *

ইলুগাইস ছিল গোয়েন্দা বিদ্যায় পারদর্শী। আব্দুর রহমানের হারেমে নিশ্চয়ই তার এমন কোন স্পাই ছিল যার মাধ্যমে সে সুলতানের শিকারে যাওয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল। শিকারের সময়ে সুলতানাকে তার সামনে ফেলে দেয়াটাই হবে সবচেয়ে কার্যকর বিবেচনা করে অস্বাভাবিক সুন্দরী সুলতানাকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে তার শিকার স্থলে এভাবে বিচরণ করতে শুরু করল যে, দেখে কারো বোঝার উপায় নেই, এরা ইচ্ছা করে এখানে এসেছে এবং দেখে মনে হবে ঘোড়াগুলো নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাওয়ার কারণে তারা এদিকে আসতে বাধ্য হয়েছে। আসলে ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহীন ছিল না। সবই ছিল ইলুগাইসের কারসাজি। সুলতান আব্দুর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই ইলুগাইস এমনটিই করেছিল। অন্যথায় ঘোড়া নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে গেলে বাগ্গী উল্টে যেতো।

সুলতানা যখন আব্দুর রহমানের সামনে গিয়ে বাগ্গী থেকে নামলো তখন আব্দুর রহমানের ক্ষোভ পানি হয়ে গেল। ক্ষোভের পরিবর্তে তার ঠোঁটে দেখা গেল ঈষৎ হাসির আভা। সুলতানার রূপের যাদু তার উপর ক্রিয়া করল বটে। আব্দুর রহমান কাচোয়ানরূপী ইলুগাইসের দিকে তাকালেন। ইলুগাইস মাথা ঝুঁকিয়ে বিনয়ের সাথে বলল, অপরাধ নিবেন না সুলতান! আমরা ইচ্ছা করে এ দিকে আসিনি, এছাড়া সীমানা যেমন আমাদের জানা ছিল না ঘোড়া দুটোও নিয়ন্ত্রণে ছিল না।

আব্দুর রহমান ইলুগাইসের সম্পূর্ণ কথা শোনার আগেই সুলতানার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

"শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার কোন আফসোস নেই আমার। তবে তুমি কে তরুণী? এখানে কোত্থেকে এসেছো?"

"আমি তারোবের রানী। আমার নাম সুলতানা।"

"কি যেন বললে, কোন্ দেশের রানী?... তারোব...? জিজ্ঞাসু নেত্রে আব্দুর রহমান তাকালেন তার লোকজনের দিকে।

"তারোব নামে একটি জায়গীর রয়েছে সুলতান। স্বতন্ত্র কোন রাজ্য নয় সেটি।"

সুলতানা তাকে বলল, তার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন। পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে সেই এখন জায়গীরের শাসক ও অধিপতি।

"আসলেই তুমি সম্রাজ্ঞী হতে পার তরুণী! তুমি যুবতী, আগামী ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত করার যোগ্যতাও তোমার রয়েছে। আমার বিশ্বাস আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি তা তুমি বুঝতে পারছ...।"

"জ্বী হ্যাঁ, যথার্থই আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি সুলতান! সামান্য ইঙ্গিত বুঝার বয়স আমার হয়েছে। এতটুকু বুদ্ধি বিবেকও আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন।" মুচকি হেসে জবাব দিল সুলতানা।

কথা এ পর্যন্তই। ব্যস। একটু পরেই দেখা গেল নদীর তীরবর্তী মনোরম একটি জায়গায় সুসজ্জিত তাঁবুতে সুলতানের সাথে একই দস্তরখানে আহারে শামিল হয়েছে রূপসী সুলতানা। তাদের সামনে নানা ধরনের ভুনা করা পাখি এবং সামান্য সময় আগে শিকার করা হরিণের রান। কোন কথাই বলছিলেন না সুলতান, শুধুই মন্ত্রমুগ্ধের মত পলকহীন দৃষ্টিতে দেখছিলেন সুলতানার রূপ জৌলুস। যতই সময় যাচ্ছিল সুলতানার রূপে তিনি নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছিলেন।

* * *

স্পেনের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুর রহমান সেই যে তারোবের জায়গীরদার কন্যা রূপসী সুলতানার প্রেমে পড়লেন, সেই যে নেশাগ্রস্ত হলেন সুলতানার রূপ, গুণ, চাল-চলন ও কৌশলী আচরণে এই ঘোর কাটতে তার যথেষ্ট সময় লেগেছিল। ধ্বংসের ষোলকলা পূর্ণ হওয়ার আগে আর স্বজাত রূপসীর কৃত্রিম প্রেমের রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি আব্দুর রহমানের। সুলতানাকে ঘিরে ধীরে ধীরে শুরু হল স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন চক্রান্ত।

সুলতানাকে আব্দুর রহমান কখনও বিয়ে করেননি বটে; কিন্তু হারেম, মহল ও শয়নকক্ষ সর্বত্রই ছিল সুলতানার দাপট। সুলতানা কখনও আব্দুর রহমানকে বুঝতে দেয়নি যে, প্রথম দিন আব্দুর রহমানের সাথে তার সাক্ষাৎ আকস্মিকভাবে ঘটেনি, আর তার কাচোয়ানরূপী ইলুগাইস সত্যিকার অর্থে কাচোয়ান ছিল না এবং ঘোড়া আসলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেনি সেগুলোকে ইচ্ছা করেই এভাবে চালানো হয়েছিল।

সুলতানা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে—সুলতানার রূপ সৌন্দর্য ছিল ভুবন মোহিনী, তার দৈহিক অবয়ব যে কোন পুরুষকেই পাগল করতে সক্ষম ছিল। আল্লাহ্ যেন বিশেষভাবে নিজ হাতেই তৈরী করেছিলেন এই রূপসীকে। সুলতানা যেমন ছিল সুন্দরী রূপসী তেমনই ছিল চালাক, চতুর ও ধূর্ত। জ্ঞান, গরিমা ও দূরদর্শিতা যেন ওর ভিতরে বিশেষভাবে ভরে দেয়া হয়েছিল। সে যেমন ছিল গপিস ও ধাপ্পাবাজ, তেমনই আত্মসচেতন ও সতর্ক। এমন মনোমুগ্ধকর ছিল তার কথাবার্তা ও চালচলন যে, সুলতান তার পায়ে লুটিপুটি খেতে মরিয়া হয়ে উঠতেন। সে এক যাদুকন্যা হিসেবে আব্দুর রহমানের জীবনে আভির্ভূত হয়েছিল। আব্দুর রহমান এই তারোব কন্যার প্রেমে অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। সুলতানা ভালভাবেই জানতো নারীর রূপ ও সৌন্দর্য দিয়ে পুরুষদের কিভাবে কাবু করা যায়। একবার সুলতান আব্দুর রহমান এতো বেশী পরিমাণ দৌলত সুলতানাকে উপঢৌকন দিতে বললেন যে, উপঢৌকনের পরিমাণ দেখে খাজাঞ্চী হায় হায় করে উঠেছিল...।

একবার সুলতানা স্পেন অধিপতির প্রতি অভিমান করে তার কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। এদিকে সুলতানার বিরহে, তার স্পর্শ ও যাদুমাখা কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে না পেরে স্পেন অধিপতির অবস্থা করুণ হতে লাগল, তিনি ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠলেন। কয়েকজন বিশ্বস্তবাদীকে তারোব কন্যার কাছে সুপারিশকারী হিসেবে পাঠালেন যাতে তাকে বুঝিয়ে সমঝিয়ে স্পেন অধিপতির আসার জন্য তার কক্ষের দরজা খুলে দেয়। কিন্তু কৌশলী সুলতানা জানতো কিভাবে পুরুষদের কতটুকু পর্যন্ত ঠেকানো যায়। সে সুপারিশকারীদের কথায় দরজা খুলল না। এমতাবস্থায় সুলতানকে মন্ত্রী ও তার উপদেষ্টারা পরামর্শ দিল সাধারণ এক তরুণীর প্রতি সুলতানের এতোটা আগ্রহ প্রকাশ করা ঠিক হবে না। তাকে এড়িয়ে থাকলে সে নিজে থেকেই সুলতানের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে আর বেশী লাই দিলে মাথায় চড়ে বসবে। সে যখন নিজের অবস্থান ও সুলতানের মর্যাদা বুঝতে পারেনি তাই তাকে তোষামোদ না করে তার দরজা জানালাগুলে ইট দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হোক যাতে সে জিদের বশবর্তী হয়ে ঘরের ভিতরে মৃত্যুবরণ করে।...

কিন্তু আব্দুর রহমান মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের পরামর্শ তো গ্রহণ করলেনই না বরং তাদের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হলেন এবং নির্দেশ দিলেন, 'তারোব কন্যার দরজার সামনে দেরহাম ও দিনার ভর্তি থলে ইটের মত করে স্তরে স্তরে সাজিয়ে নীচ থেকে ছাদ পর্যন্ত ভরে দেয়া হোক এবং খাজাঞ্চীখানার সবচেয়ে দামী দামী মণিমুক্তাগুলো এনে স্তূপ দেয়া হোক। তার নির্দেশ মত যখন দিনার, দিরহাম ও

মণিমুক্তাগুলো তারোর কন্যার দরজার সামনে রাখা হল তখন আব্দুর রহমান নিজে সুলতানার দরজার পাশে উপস্থিত হয়ে বললেন, সুলতানা! তুমি দরজা খুলে দেখ, তোমার দরজার সামনে যেসব মাল দৌলত রয়েছে সব তোমার জন্য উপঢৌকন দেয়া হয়েছে।

তারোব কন্যা ছিল এইসব খেলার দক্ষ খেলোয়াড়। সে তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে আব্দুর রহমানের পায়ে পড়ে গেল। তার হাতে চুমু দিয়ে খুব বিগলিত কণ্ঠে বলল, সে সুলতানের জন্যে পাগল। কিন্তু এই ধূর্তামী সুলতানের পাগল না দৌলতের পাগল তা পরখ করার প্রয়োজন মনে করেননি সুলতান। তারোব কন্যা যে আসলে দৌলতের পাগল ছিল তা বুঝা যায় সে সুলতানকে ঘরে প্রবেশের আগেই সমস্ত মাল দৌলতগুলো তার কক্ষে ঢুকিয়ে নিয়েছিল।

* * *

এই কাণ্ড দেখে মহলের সবাই হতবাক। একি কাণ্ড! তারোব কন্যার প্রতি সুলতানের ভালবাসার গভীরতায় মহলের অন্য বাদী, দাসী ও সেবিকারা দাঁতে আঙুল কাটতে শুরু করল। সবার উপরেই তারোব কন্যার প্রভাব ছেয়ে গেল। মহলের সবাই আব্দুর রহমানের বীরত্ব, বাহাদুরী, দূরদর্শিতা, শৌর্য বীর্য সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল। তারা যখন দেখল এমন একজন অম্ল মধুর রুক্ষতা ও কঠোরতা মেশানো লোককে যে নারী গোলামে পরিণত করেছে সে নিশ্চয়ই কোন যাদুটাদু জানে। মহলের কেউ কেউ তাকে যাদুকন্যা বলতে শুরু করল।

মহলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হতাশা দেখা দিল সেই তিন সেবিকার মধ্যে, যাদেরকে কখনো দৃষ্টির অগোচরে যেতে দিতেন না সুলতান। কিন্তু সুলতানা হারেমে প্রবেশ করে তাদের সেই আধিপত্য ধূলিস্যাৎ করে দিল। সবার থেকে সুলতানকে ছিনিয়ে নিয়ে তার প্রতিই সুলতানকে মোহমুগ্ধ করে রাখল। এ জন্য এরা তিনজনই সুলতানার প্রতি ঈর্ষা ও হিংসার আগুনে জ্বলতে শুরু করল।

হঠাৎ এক সময় সুলতানা এই তিনজনকে তার কক্ষে ডেকে পাঠাল। এরা তিনজন প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ নিয়ে ঢুকল তারোব কন্যার কক্ষে। তারা ঘরে প্রবেশ করেই তারোব কন্যার ঠোঁটে ঈষৎ মুচকি হাসি দেখতে পেল। যে হাসিতে ফুটে উঠেছিল তার বিজয় ও সাফল্যের আলামত।

"তোমরা একটু আমার কাছে বস। আমি জানতে পেরেছি, মহলের সবার মুখেই আমার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ। যে যা বলছে সবই আমার কানে এসেছে। তোমরাও অবশ্য এদের বাইরে নও, তোমরা কে কি বলেছ তাও আমি জেনেছি।"

তিন তরুণী সুলতানার মুখে তাদের মন্তব্যের কথা শুনে অনেকটা ভড়কে গেল। কারণ তাদের বিশ্বাস সুলতান এখন তার প্রেমের অন্ধ পাগল, সুলতান এখন তার প্রেমের গোলাম। সে ইচ্ছা করলে তাদেরকে এখন সুলতানের দ্বারা মহলের বাইরে নিক্ষেপ করতে পারে, এমনকি সুলতানকে কব্জা করে তাদের মৃত্যুদণ্ডেও দণ্ডিত করতে পারে। এমন বিপদ আশঙ্কায় সবারই চেহারা পাণ্ডুর হয়ে গেল সুলতানার কথায়।

"একি! তোমাদের চেহারা হঠাৎ এমন বিবর্ণ হয়ে গেল কেন? সেবিকাদের জিজ্ঞেস করল সুলতানা। তোমরা কি আমাকে তোমাদের প্রতিপক্ষ ভাবছো...? এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। মন থেকে এই হতাশা সম্পূর্ণ দূর করে দাও। আমি নিজেও একজন নারী। নারী হয়েও কি আমি নারীর কষ্ট বুঝি না ভাবছো তোমরা? শোন! আমি তোমাদের কাউকেই আমার প্রতিপক্ষ মনে করি না। তোমরাও আমাকে দুশমন মনে করো না। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তোমরা মনে প্রাণে স্পেনের সুলতানকে ভাল না বাস। তবে একথা ঠিক, আমাদের সবার ভালবাসা শুধু এ কারণেই যে, এ লোক স্পেনের সুলতান। তিনি যদি স্পেনের সুলতান না হতেন, অথবা আজকে যদি তিনি মারা যান তার স্থলে অপর কোন বৃদ্ধ, অসুন্দর রুচিহীন মানুষও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তাহলে আমরা সবাই তার প্রতি রাতারাতি আসক্ত হয়ে উঠব ...। তোমরা আমার ক্ষমতার দৌড় দেখেছ। আমি কি করতে পারি সেটিও দেখেছ তোমরা। কিন্তু একথা মনে রাখবে, আমি এই মহলে কোন নারীর বিরুদ্ধে কখনও কোন পদক্ষেপ নেব না।"

সুলতানার এ কথায় তিন সেবিকার চেহারার ঔজ্জ্বল্য আবার ফিরে এলো।

"মুদ্দাসিসরা শোন! স্পেন অধিপতি তোমাকে বিবাহ করে নিয়েছেন। এখন তুমি তার বিবি। তিনিও তোমার অন্ধভক্ত। তুমি কি হলফ করে একথা বলতে পারবে যে, স্পেন অধিপতির হৃদয়ে একমাত্র তোমারই প্রেম ভালবাসা এবং তিনি শুধু তোমাকেই ভালবাসেন এবং তিনি একমাত্র তোমারই?"

"তিনি এককভাবে কারো নন। জবাব দিল মুদ্দাসিসরা। কারণ আমি তাঁর একমাত্র বিবি নই। বাদীদের মধ্যে আমাকে তার বেশী পছন্দ হয়েছে এজন্য বিয়ে করেছেন এখন যদি তোমাকে তিনি বেশী পছন্দ করেন তাহলে...।"

"যাই বল, আমাকে তিনি যতই পছন্দ করুন না কেন, আমি তার বিয়েতে সম্মত হবো না।" বলল সুলতানা। "দেখো, বিয়ে ছাড়াই আমি তার হারেমে থাকব। আমি তোমাদেরকে এ কথাটি নিশ্চিত করতে চাই যে, আমাকে তোমরা শত্রু বা প্রতিপক্ষ মনে করো না। আমি আগেই বলেছি, আমিও নারী, কাজেই

নারী হয়ে কোন নারীর অপমান অবমাননা হতে আমি কখনও দেবো না। এই মুহূর্তে তিনি আমার প্রতি বেশী মনোযোগী। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি তোমাদের সবার কাছ থেকে মন ফিরিয়ে নিয়েছেন অথবা আমি তোমাদের দিক থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়েছি। তোমরা যাই মনে কর, আমি অচিরেই তোমাদের কাছে তাকে আবার ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার মনে কখনও এ ইচ্ছা নেই যে, সুলতানকে শুধু আমার দিকে ঝুঁকিয়ে রাখব। তোমরা হতাশাকে মুছে ফেল। আমার কথায় বিশ্বাস কর।"

সুলতানা আব্দুর রহমানের সাবেক তিন প্রেয়সীর সাথে এমন এমন কথা বলল, যে তিন নারী মনের মধ্যে প্রচণ্ড ঘৃণা বিদ্বেষ ও হিংসা নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করেছিল তারা যখন সুলতানার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো তখন তাদের মনে সুলতানার পক্ষ থেকে কোন আশঙ্কা ছিল না, ছিল না তারোব কন্যার প্রতি কোন হিংসা-বিদ্বেষ বরং তারা তখন তারোব কন্যাকে ভাবছিল তাদের একজন সুহৃদ প্রতিবেশী। তাদের মনের মধ্যে হতাশা ও কষ্টের যে বোঝা ছিল তাও নেমে গিয়েছিল।

* * *

"এটা খুবই অন্যায়, জুলুম যে, গতকাল পর্যন্ত আপনি যাদের প্রেমে ডুবে ছিলেন আজ আমাকে পেয়ে তাদের সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন। আর আমার প্রেমে মগ্ন হয়ে পড়বেন।...এটা হতে পারে না সুলতান! আপনি শুধু একজন পুরুষ নন একজন শাসক। মনের দিক থেকেও আপনার শাসক হওয়া উচিত। আমি নিজে নারী হয়ে অপর নারীর প্রতি এই জুলুম সহ্য করতে পারি না। তাই কয়েক দিনের জন্য আমি নিজ বাড়িতে যাচ্ছি। এই ফাঁকে আপনি মুদ্দাসিসরা, জারিয়া ও জামিলাকে পূর্বের মতোই পেয়ার মহব্বত দিয়ে তাদের হতাশা ও বিরহ বেদনা দূর করে দিন। না হয় ওদের দীর্ঘশ্বাসে আমি জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাব।"

আব্দুর রহমানকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে তার ভালবাসা ও আবেগকে আরো উস্কে দিয়ে তাকে এমনভাবে ঘায়েল করে ফেলল তারোব কন্যা যেন কোন বিষাক্ত সাপ ফনা ধরে কোন অসহায় পথিককে ছোবল মারতে উদ্যত। সেই সাথে সুলতানা এভাবে সুলতানের প্রতি তার মহব্বত ও ভালবাসার অভিব্যক্তি প্রকাশ করল যে, সুলতানকে ছাড়া সে এক মুহূর্তও বাঁচতে পারবে না।

"না, না সুলতানা! এটা হতে পারে না। ভীষণ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন সুলতান। দুই তিনদিন তো দূরে থাক, দুই তিন মুহূর্তও আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না।" বললেন, সুলতান আব্দুর রহমান।

"আমি আপনাকে এজন্য মহব্বত করি না যে, আপনি একজন সুলতান। বলল সুলতানা। আপনার কাছে অনেক সোনাদানা, হীরা-মানিক্য, অঢেল ধন-দৌলত রয়েছে এজন্যও আপনি আমার কাছে প্রিয়জন নন, একজন ব্যক্তি হিসেবেই আমি আপনাকে ভালবাসি। কিন্তু আমি যখন আমার এই ভালোবাসার কারণে অন্য নারীর কষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে দেখি, তখন আমার এই ভালোবাসা আহত হয়, আমার ভালোবাসার নির্মলতা বিনষ্ট হয়ে যায়। এজন্য কয়েকদিনের জন্যে আমি নিজ বাড়িতে যাব বলে স্থির করেছি।"

সন্ধ্যায় তারোব কন্যা তার বাড়িতে চলে গেল। আব্দুর রহমান তারোব কন্যার হেফাযতের জন্য তার একান্ত নিরাপত্তারক্ষীদের কয়েকজনকে নিযুক্ত করলেন। রাতের বেলায় তারা সুলতানার বাড়িতে পাহারা দেবে। সেই সাথে রাজমহলের বাবুর্চিকেও তার খেদমতে পাঠিয়ে দেয়া হল। আরো কয়েকজন বাদী দাসীকে সেবার জন্যে পাঠানো হলো রাজমহল থেকে। আর ইলুগাইস তো ওর সাথেই ছায়ার মতো লেগেই রইল। নিরাপত্তারক্ষী ও খাদেম দাসীদের কেউ ইলুগাইসের প্রতি কোন ধরনের সংশয় সন্দেহ পোষণ করল না।

"সবদিক থেকেই আমি সফল ইলুগাইস! আমি ভাবতেও পারিনি যে, এই লোকটি নারীর প্রতি এতো দুর্বল। সে সুন্দরীর সংস্পর্শে গেলে দুনিয়ার সবকিছুই ভুলে যায়।" বলল সুলতানা।

"মনের মধ্যে সুন্দরী ললনা একবার ঢুকে পড়লে যুদ্ধ ময়দানের শ্রেষ্ঠ বাহাদুরেরও আর তরবারী উঠানোর শক্তি থাকে না। বুঝলে সুলতানা?" বলল ইলুগাইস। কোন কাপুষেরও পিঠে হাত রেখে কোন নারী যদি বলে আমি তোমার মর্যাদার প্রতীক, তুমি যদি আমাকে রক্ষা করতে পার তাহলেই কেবল তোমাকে সুপুরুষ বলা যাবে। তখন নারীকে পাওয়ার জন্যে বহু কাপুরুষও বহু বীর বাহাদুরকে পরাজিত করার দুঃসাহস দেখায়। আমরা চাই স্পেনের শাসককে নারীর উষ্ণ কোমল স্পর্শে নিঃশেষ করে দিতে। এরপর ইলুগাইস একটি ছোট্ট সুন্দর বক্স সুলতানার সামনে খুলে দিয়ে বলল, "এই নাও ফরাসী সম্রাটের পক্ষ থেকে তোমার জন্যে পাঠানো উপঢৌকন। তোমার শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন তোমার অপেক্ষায় রয়েছে।"

"আমাকে আর কি করতে হবে?" জিজ্ঞেস করল তারোব কন্যা।

"যা তুমি করছো তাই। বলল ইলুগাইস। তাছাড়া সময় সময় আমি তোমাকে যা করণীয় বলে দেবো।"

"যে তিন বাদী মহলের নিয়ন্ত্রক ছিল এদেরকে আমি পক্ষে নিয়ে এসেছি। সুলতান এদের প্রতিই প্রবল আসক্ত ছিল। সবাইকে আমি এভাবে কজা করেছি

যে, এখন আর মহলে আমার প্রতি কারো বিদ্বেষ নেই। সবাই আমার ভক্ত এবং আমার রূপ গুণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।"

পুরুষদের মধ্যে একমাত্র শিল্পী যারয়াবের ভক্ত সুলতান। 'যারয়াব' অন্যদের দৃষ্টিতে অলৌকিক শক্তির অধিকারী এক মহাপুরুষ। যারয়াব দরবারে এতোটাই প্রভাবশালী যে, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে এবং যা সে ইচ্ছা করে সুলতানের দ্বারা করিয়ে নিতে পারে। নিজের পক্ষে টেনে আনা এবং নিজের কথা অন্যদের মানানোর ব্যাপারে তার দক্ষতা অবর্ণনীয়। তার সামনে সুলতানের অবস্থা একটি ছোট শিশুর মত। কিন্তু দরবারীদের মধ্যে সে আমাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। তার চোখের ভাষা আমি বুঝি। আমার বিশ্বাস অন্যের উপর কথার যাদুকর আমার যাদুতে অবশ্যই ধরা দিবে।"

"হ্যাঁ, তাকে অবশ্যই পক্ষে টেনে নিতে হবে।" বলল ইলুগাইস। "তবে একটি কথা মনে রেখো সুলতানা! আব্দুর রহমানকে কখনও হত্যা করিও না। আমরা তাকে বিলাস ব্যসন ও নারীর স্ফূর্তিতে মজিয়ে রাখতে চাই। তুমি একাজটি করতে পার। আর বাকী কাজ আমরা করব, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না।"

গম্ভীর কণ্ঠে ইলুগাইসের উদ্দেশে বলল তারোব কন্যা। "তোমার জেনে রাখা দরকার যে, আমি কখনও কারো হাতের ঘুটি হিসেবে ব্যবহৃত হই না, ইলুগাইস! আমি অপরকে ব্যবহার করায় অভ্যস্ত। এখনও পর্যন্ত কিন্তু তুমি আমাকে পরিষ্কার করে বলোনি, আসলে তোমাদের মূল টার্গেট কি, কিসের জন্য আমাকে দিয়ে তোমরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করছো? তোমরা কি আমার উপর আস্থা রাখতে পারছো? আমি যদি বলি, তোমরা এক পর্যায়ে আমাকেও এ চক্রান্তের ভিকটিমে পরিণত করবে তা কি ভুল হবে? এসব দামী মণিমুক্তা দিয়ে আমাকে কেনার চেষ্টা করো না ইলুগাইস!"

"আমাকে বলা হয়েছিল মেয়েটি খুবই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমতী। অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতও সে অনায়াসে বুঝতে পারে। আমি এখন বুঝতে পারছি, আমার নির্বাচন ভুল হয়নি। তুমি কি এখনও আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী বুঝতে পারোনি?

তোমার কি মনে নেই যে, প্রথম দিনের সাক্ষাতে যখন তুমি আমার কৃত্রিম দাড়ি ও চুল টান দিয়ে উঠিয়ে ফেলেছিলে, তখন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার ধর্ম কি এবং ধর্মকর্ম সম্পর্কে তোমার মনোভাব কি? তুমি বলেছিলে—ধর্ম সম্পর্কে তোমার মধ্যে কোন কিছু নেই। সম্রাজ্ঞী হওয়াই তোমার প্রধান ধর্ম। আমি তোমাকে বলেছিলাম, সম্রাজ্ঞী তোমাকে আমরা বানিয়ে দেবো,

তবে কিছুদিন পর্যন্ত তোমাকে আব্দুর রহমানের হারেমের সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকতে হবে। স্পেনের মসনদ থেকে যখন ইসলামী শাসনের পতন হবে তখন ফরাসী সম্রাটের পক্ষ থেকে তোমাকে একটি রাজ্য উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হবে এবং সেই রাজ্যের তুমি হবে অধিপতি ....।

আমাদের পরিকল্পনা হলো এই দেশে আমরা বিদ্রোহের সূচনা করাব। এজন্যে আমরা গোপন কার্যক্রম শুরু করেছি। তুমি জান, যেখানে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হবে সেখানকার বিদ্রোহ দমনে সুলতানের সৈন্যরা জুলুম অত্যাচার করবে, আর এদিকে তোমার মত যাদুকন্যা ও যারয়াবের মত যাদুকর শিল্পী যদি সুলতানকে আয়াস ও বিলাস-ব্যসনে মগ্ন রাখতে পার তখন, তার কাছে সৈন্যদের বিদ্রোহ দমনের সংবাদ পৌছালেও সে এদিকে দৃষ্টি দেয়ার মানসিকতা হারিয়ে ফেলবে। সেটিই হবে আমাদের সাফল্য। আমরা তেমনটিই চাই। তাহলে সুলতানের পায়ের নীচ থেকে আমরা মাটি সরিয়ে দিতে পারব কিন্তু তবুও সে কোন প্রতিকারের প্রতি মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পাবে না...।

এতোক্ষণে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো সুলতানা! আমি কি কি বলতে চাচ্ছি।...আমরা আব্দুর রহমানকে হত্যা করতে চাই না, কিন্তু তাকে জীবিত রেখেই তার মধ্যে যে বীরত্ব, সাহসিকতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা রয়েছে তা যাতে সে ব্যবহার করতে না পারে...।

এ কাজটি খুবই কঠিন। এজন্যই অতি সতর্কতা প্রয়োজন। তোমাকে এই কঠিন কাজটির সহযোগিতার জন্যে অনেক বেশী মূল্য পরিশোধ করা হবে। একটি রাজ্যের মালিকানা চাট্টিখানি কথা নয়, তুমি হবে সেই রাজ্যের সর্বেসর্বা মালিকা বা সম্রাজ্ঞী।"

* * *

সম্রাজ্ঞী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর জায়গীরদার কন্যা সুলতানাকে ইলুগাইস যে পরিকল্পনার কথা বলেছিল সেটি আসলে কোন কাল্পনিক গল্পের ডায়ালগ নয়। স্পেনের মুসলিম ইতিহাসে দ্বিতীয় আব্দুর রহমান, ইলুগাইস, ও যারয়াব অতি বাস্তব চরিত্র। গ্রানাডার পতন ও স্পেন থেকে মুসলমান বিতাড়নের পথ রচনায় এদের কার্যক্রম ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। স্পেনের পতনের প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্রের মূলনায়ক ছিল ইলুগাইস।

সৃষ্টিগতভাবে এই লোকটি ছিল অস্বাভাবিক বুদ্ধি ও চিন্তার অধিকারী। খৃষ্টধর্মের বিশেষজ্ঞ এই পাদ্রী অনর্গল আরবী বলতে পারত। সে কুরআন কারীমের তাফসীর খুব ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছে। স্পেনের মুসলমানদের

পতনে খৃস্টান চক্রান্তের মূল ফলিসিমেকার ছিল এই ইলুগাইস। অসংখ্য গোপন চক্রান্ত, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও সুলতানের হারেমের নৃত্যগীত ও সঙ্গীতের আসরকে আরো বেশী জমজমাট করে সুন্দরী জায়গীরদার কন্যার কৃত্রিম প্রেমের ফাঁদে আব্দুর রহমানকে বেঁধে ফেলে ইলুগাইস।

এই ইলুগাইস একদিন একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে হাতে লেখা একটি জীর্ণশীর্ণ পাণ্ডুলিপি খুঁজে পায়। এই পাণ্ডুলিপিতে রাসূল (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তাকে আহত করে এবং তাঁর পুতঃপবিত্র সত্তা সম্পর্কে নোংরা কদর্য কথাবার্তা লেখা ছিল। ইলুগাইস লুফে নিল সেটিকে। নিজে কয়েকটি কপি করে গির্জার কয়েকজন পাদ্রীকে দিল এবং গির্জায় গির্জায় পাঠ করার নির্দেশ দিল। সেই সাথে পাদ্রীদেরও বলল, তারা যেন এটিকে কপি করে বিলি করতে শুরু করে।

ইলুগাইস দেখল, রাসূল (স.) সম্পর্কে কটুক্তিগুলোর বর্ণনায় কিছু উদ্ধৃতি রয়েছে এবং যেসব ব্যক্তির উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তাদেরকে আলেম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বইটি ছিল ইলুগাইসের মুসলিম বিদ্বেষী মিশনের বিরাট এক হাতিয়ার। তাই এটির অসংখ্য কপি সারা দেশে ছড়িয়ে দিল সে।

চরম খৃস্টভক্ত ইলুগাইস স্পেনের মাটি থেকে মুসলমান ও ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার মিশন নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। এটাই তার একান্ত বাসনা ও ঐকান্তিক সাধনা। আর কেউ কিছু করুক বা নাই করুক জীবনব্যাপী সে স্পেনের মাটি থেকে মুসলমানদের বিতাড়নের চেষ্টা চালিয়ে যাবে...। ঘুরতে ঘুরতে একদিন ফরাসী সম্রাট লুই-এর দরবারে পৌঁছে গেল ইলুগাইস। সে সময় স্পেনের অলিগলিতে প্রতিটি গির্জায় তার সেই ধ্বনি খুব জোরেশোরেই আলোচিত হতে শুরু করেছে যে, খৃস্টানরা যদি এখনও নিজেদের ধর্মকে রক্ষার জন্যে সচেষ্ট না হয় তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধর্মকর্ম নিয়ে বাঁচতে পারবে না। তারা বিজাতির গোলামে পরিণত হবে। জগতে সেই জাতিই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী যারা ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত এবং ধর্মের অনুগত। মুসলমানদের পতন শুরু হয়ে গেছে, কারণ মুসলিম শাসকরা এখন প্রবৃত্তির পূজা করে মনের সাধ আহ্লাদ মেটাতে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে কুণ্ঠাবোধ করে না। মুসলিম শাসকরা এখন আর নাগরিকদের খাদেম না; তারা এখন নিজেদেরকে রাজা বাদশা বলে মনে করে। ওদের সেনাদের মধ্যে এখন সেই চেতনা লোপ পেয়ে গেছে, যে চেতনা বলে তারা অর্ধেক পৃথিবী এক সময় জয় করেছিল। মুসলিম শাসকরা এখন নাগরিকদের ফাঁকি দিচ্ছে। শাসকরা দৃশ্যত নিজেদেরকে নাগরিকদের সেবক হিসেবে জাহির করছে কিন্তু নিজেরা জনসেবা নয় প্রবৃত্তির দাসানুদাসে পরিণত হয়েছে। স্পেনের বর্তমান শাসকরা জাতিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে এখন

আর স্পেনীস মুসলমানদের ঔরসে আর কোন তারেক/মূসার জন্ম হবে না। বীর বাহাদুর ও মুজাহিদ জন্ম দেয়া থেকে স্পেনীয় মুসলমানরা বন্ধা হয়ে গেছে। এখন মুসলমানদের নামে খৃস্টবাদের পৃষ্টপোষক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে এবং শাসন থাকবে ক্রুশের ধারকবাহকদের কব্জায়।

ইলুগাইস স্পেনীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের যে চক্রান্তের কথা বলেছিল ইসলামের ইতিহাসে সেটিই "তাহরীকে মুআল্লেদীন" 'ধর্ম ত্যাগীদের আন্দোলন' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। স্পেনীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী খৃস্টানদেরকে ইংরেজদের ইতিহাসে RENEGADES নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল খৃস্টান থেকে ইসলাম গ্রহণকারী নওমুসলিমরা। যারা জাগতিক স্বার্থে মুসলিম শাসকদের আনুকূল্য লাভের আশায় নিজেদেরকে মুসলমানে পরিণত করেছিল বটে কিন্তু মনের দিক থেকে এরা গির্জার প্রতি আকৃষ্ট ও খৃস্ট ধর্মেরই ভক্ত ছিল। এসব নওমুসলিমদের সিংহভাগের বসবাস ছিল রাজধানী কর্ডোভা, গ্রানাডা ও মালাকা অঞ্চলে।

এসব নওমুসলিমরা যখন ইলুগাইসের মত নেতার সংস্পর্শে এলো তখন এরা পরিণত হলো ঘরের শত্রু বিভীষণে। এরা তখন আর ইসলাম ত্যাগ করে খৃস্ট ধর্মে ফিরে গেল না। এরা মুসলমান পরিচয় ধারণ করে, দৃশ্যত মসজিদে হাজির হয়ে নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতো আর গোপনে খৃস্টানদের সাথে আঁতাত করে খৃস্টস্বার্থে এবং মুসলিম শাসন উৎখাতের ষড়যন্ত্রে পুরোপুরি সহযোগিতা করত।

একদিকে খৃস্টানদের ষড়যন্ত্র, অপর দিকে আরব মুসলমানদের চালচলনও পতনের ঘন্টাকে আরো ত্বরান্বিত করে। আরব বংশজাত মুসলমানরা নওমুসলিমদের প্রতি নিচু জাত ও অস্পৃশ্যের মতো মনোভাব পোষণ করত, আর নিজেদেরকে ভাবতো শাসক বংশজাত। ফলে এসব নওমুসলিম ও মূল ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে দূরত্ব কখনও দূর হয়নি। নওমুসলিমরা পায়নি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও ইসলামের নির্মল চেতনা। যদ্দরুন এরা নামে মুসলিম হলেও হাজার বছর ধরে ধারণকৃত খৃস্ট আদর্শ থেকে যায় তাদের মনমানসে। অথচ ইসলামের চেতনা অনুযায়ী মুসলমানদের উচিত ছিল এদেরকে ইসলামের মূল শিক্ষায় দীক্ষা দিয়ে আরব মুসলমানদের মতোই সমান সম্মান ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তেমনটি হয়নি।

স্পেনের মুসলিম বিদ্বেষী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ইলুগাইস ইলিয়ারো নামের আরেক খৃস্টানকে পেয়েছিলো। এই এলিয়ারো ছিল খুবই দুর্ধর্ষ, নাশকতা

সৃষ্টিকারী ও চক্রান্ত বাস্তবায়নে নৈপুণ্যের অধিকারী। সে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি পুস্তকও রচনা করেছিল।

মুসলিম বিদ্বেষ ও মুসলমানদের ধ্বংসের এই আন্দোলন স্পেনের শাসক দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের সময়ে দানা বেধে উঠে। কিন্তু যথেষ্ট মেধা, যোগ্যতা ও শৌর্য বীর্যের অধিকারী আব্দুর রহমান খৃস্টানদের পাঠানো নারীর ফাঁদে আটকে গেলেন। নারী ও নৃত্য সঙ্গীতে মেতে থাকলেন তিনি অহর্নিশি। আর এদিকে তারই আস্তীনের নীচে মুসলিম শাসকের অনুকূল্যে বেড়ে ওঠা খৃস্টানরা মুসলিম উৎখাতের ষোলকলা পূর্ণ করছে তাদেরই রস নিংড়ে নিংড়ে। এ খবর নেই আব্দুর রহমানের।

* * *

তারোব জায়গীর কন্যা সুলতানা আব্দুর রহমানকে বলে গিয়েছিল, সে দুই তিন দিনের জন্যে তার নিজ বাড়িতে যাবে। কিন্তু যে উদ্দেশে সে নিজ বাড়িতে গিয়েছিল তা প্রথম রাতেই পূর্ণ হয়ে গেছে বিধায় সে সেখানে বেশীদিন না থেকে পরদিন সুলতানের হারেমে ফিরে এলো।

সুলতানের হারেম থেকে ফিরে গিয়ে নিজ জায়গীরের সেই রাতটি ছিল জায়গীরদার কন্যা সুলতানার জীবনে স্মরণীয় একটি রজনী। সে রাতে ইলুগাইস তার পৌরুষের সবটুকুই মেলে ধরেছিল সুলতানার সামনে। ইলুগাইসের মধ্যে পৌরুষিক আকর্ষণ ছাড়াও তার কণ্ঠে ছিল যাদুর ছোঁয়া। সুলতানা ইলুগাইসের দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা ও পৌরুষের দ্বারা মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ে। সে বুঝেছিল ইলুগাইস তাকে স্বপ্ন পূরণের ব্যবস্থাই করে দেয়নি, জীবনকে উপভোগ করার জন্যে অঢেল ধন-দৌলত ও রাজত্বের মুকুট মাথায় পরার ব্যবস্থাও করে দিচ্ছে। সুলতানা লক্ষ্য করল, শাসক আব্দুর রহমান ও যারয়াবের মত পুরুষরা তাকে যে দৃষ্টিতে দেখে, তাকে যেভাবে পেতে চায়, ইলুগাইসের মধ্যে সেই প্রবণতার বিন্দু বিসর্গও নেই।

দীর্ঘ আলাপচারিতার পর ইলুগাইস সুলতানার প্রাসাদেই শুয়ে পড়ল। রাতের আঁধারেই তাকে সুলতানার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এজন্য ইলুইগাস রাতেই সুলতানাকে বলেছিল, "জল্লাদের তরবারী আমার মাথার উপরে ঝুলছে, প্রতিটি মুহূর্তই মৃত্যু আমাকে তাড়া করে ফিরে সুলতানা! এখন তোমার শাহী নিরাপত্তারক্ষীরা বাইরে প্রহরা দিচ্ছে। এরা যদি আমার স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে সূর্য উঠার আগেই আমাকে হত্যা করে ফেলবে। এজন্য আমি জীবনে কাউকে বিয়ে করিনি। কোন নারীকে আমি বিধবা আর কোন শিশুকে আমি এতিম করতে চাইনি। জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনে সব ধরনের আবেগ আহ্লাদকে আমি জলাঞ্জলী দিয়েছি।"

রাতে ভিন্ন একটি কক্ষে শুয়ে পড়ল ইলুগাইস। অর্ধেক রাতে চেহারায় কারো হাতের স্পর্শ পেল ইলুগাইস। স্পর্শ পাওয়ার সাথে সাথে ঘুম ভেঙে গেল। চকিতে সে কোমর থেকে খঞ্জর বের করে ফেলল। সুলতানা যদি কথা না বলত তাহলে ততোক্ষণে তার বুকে খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে যেতো।

"তুমি এখানে কেন? বিশেষ কোন সংবাদ আছে নাকি সুলতানা?"

"না, তেমন কোন খবর নিয়ে আসিনি। তোমার আবেগকে জিন্দা করতে এসেছি ইলুগাইস! সুলতানা ইলুগাইসের কাঁধে তার নাঙা বাহু ছড়িয়ে দিয়ে নিজের অর্ধনগ্ন শরীরটি বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে বলল—"যে কথা তুমি বলতে পারছ না, তা আমি বুঝতে পারি। নিজেকে এভাবে পুড়ে নিঃশেষ করে দিয়ো না ইলুগাইস! জীবন তো আর বার বার আসে না।"

"ঈষৎ হাসল ইলুগাইস। কিন্তু সেই হাসিতে কোন উচ্ছলতা নেই। দৃঢ় প্রত্যয়ের কণ্ঠে সে বলল, "আমাকে ওইসব পুরুষের কাতারে বিচার করোনা সুলতানা! যেসব পুরুষ নারীর সান্নিধ্য পাওয়াকেই জীবনের অর্জন মনে করে। যে আবেগকে তুমি জিন্দা করতে এসেছো, তা যদি তুমি কর তাহলে আমার শরীর জিন্দা হয়ে যাবে কিন্তু আমার অন্তর মরে যাবে। আমার শরীর নিয়ে যেমন আমার মধ্যে কোন আগ্রহ নেই, তোমার রূপ-সৌন্দর্যের প্রতিও কোন আগ্রহ নেই।"

সুলতানা এভাবে সরে আসল যেন ইলুগাইস তাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছে। এরপর বলল, "তুমি কি আমাকে তোমার উপযুক্ত মনে করছো না ইলুগাইস?"

"তুমি যদি যোগ্য না হতে তাহলে আমার এই কঠিন ও স্পর্শকাতর গোপন রহস্য তোমার কাছে প্রকাশ করতাম না। তোমাকে রাজ হারেমে পাঠানোর ব্যবস্থা করতাম না। তোমার স্থান আমার হৃদয়ের গভীর ও আমার অন্তরের মণিকোঠায়। আমি তোমাকে পূজা করি সুলতানা! যে জিনিসের পূজা করা হয় সেটিকে পবিত্র মনে করেই পূজা করা হয়। আমি তোমাকে পবিত্র রাখতে চাই সুলতানা! তোমার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে কোন কদর্যতা লেপন হোক তা হতে দিতে পারি না। আমি তোমাকে এ কথাটাই বুঝাতে চাই, যে পুরুষ দৈহিকভাবে কিংবা চিন্তা-চেতনায় নারীকে প্রাধান্য দিয়েছে, সে কখনও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। তখন সে অন্যসব জীবজন্তুর মতোই হয়ে যায়, সফলতা ও লক্ষ্যে পৌঁছানোর সব পথ তার জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। আমিও যদি নারীর শরীর ও রূপ সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাই, তাহলে সেই মহান লক্ষ্য থেকে ছিটকে পড়ব, যে লক্ষ্য অর্জনে আমি আমার জীবন যৌবনকে কুরবান করে দিয়েছি।"

"সত্যিই তুমি মহান ইলুগাইস!" বলল সুলতানা। ইলুগাইসের হাতে চুমু দিয়ে বলল—"আমি কথা দিচ্ছি, তোমার লক্ষ্য অর্জনে আমার কাছ থেকে যে ত্যাগই চাও আমি তা দিতে প্রস্তুত। আমি তোমার মর্যাদা রক্ষায় সম্ভাব্য সবকিছুই করব।" একথা বলে সে নীরবে নিজের কক্ষে চলে এলো।

* * *

পরদিন আব্দুর রহমানের শাহী মহলে চলে এল সুলতানা। আব্দুর রহমান আশা করতে পারেননি যে, সে এতো তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। সুলতানা তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "আপনাকে ছাড়া আমার রাত কাটানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল। আমি আর কোনদিন আপনাকে ছাড়া থাকতে পারব না।"

সুলতানার মনোমুগ্ধকর প্রেম নিবেদন ও উৎসর্গিত আচরণ আব্দুর রহমানকে মুগ্ধ বিমোহিত করে দিল।

এ রাতে সুলতানা রাজ দরবারের শিল্পীকে তার ঘরে ডেকে পাঠাল। এ সময় সুলতানা আব্দুর রহমানকে তার প্রিয় সেবিকা দাসীদের সঙ্গ দেয়ার জন্যে অবকাশ দিয়েছিল। যারয়াব কক্ষে পৌছালে তার উদ্দেশে বলল সুলতানা—"তোমার কণ্ঠে যাদু আছে যারয়াব! আমি লক্ষ্য করেছি, আমি যখন তোমার চোখের সামনে থাকি তখন তোমার কণ্ঠ আরো বেশী মধুর হয়ে উঠে! যারয়াবের চোখে নেশা নেশা ভাব মাখানো আকর্ষণীয় দৃষ্টি রেখে কথাগুলো বলল জায়গীরদার কন্যা সুলতানা।

"এটা কোন অপরাধ নয় তো মুহতারামা!"

"না, অপরাধ হবে কেন? বরং তোমার ঐ নেশা জাগানো চোখ ও যাদুকরী কণ্ঠ দিয়ে আমাকে নেশাগ্রস্থ করে ফেলেছো। আমার মনে হচ্ছে, তোমার ওই চোখ দুটো দিয়েও যেন মন মাতানো সঙ্গীত ঠিকরে পড়ছে।" বলল সুলতানা।

যারয়াব জানতো এই তরুণী আব্দুর রহমানের একান্ত সম্পদ। এজন্য সে সুলতানার প্রতি আকর্ষণ দেখাতে এবং তার সাথে কথা বলতে গিয়ে হিসেব কষে কথা বলছিল। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ পর যারয়াব যখন সুলতানার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো তখন তার মধ্যে সেই দ্বিধা ও সংকোচ আর নেই। তখন সে অন্য এক যারয়াব। সে তখন এই সিদ্ধান্তে পৌছাল যে, সুলতানা আসলে আব্দুর রহমানের নয় একান্তই তার। তার প্রেমেই পাগল সুলতানা। একান্তভাবে সে যারয়াবকেই মনে প্রাণে ভালোবাসে।

এ রাতের সাক্ষাতের পর নিয়মিতভাবে সুলতানা ও যারয়াবের মধ্যে গোপন দেখা সাক্ষাৎ হতে থাকল। কিছুদিন পর আবার একদিন সুলতানা আব্দুর রহমানকে বলল, দুই তিন দিনের জন্যে তার জায়গীরে যাওয়া খুব জরুরী। সে

সাথে করে সুলতানের শিল্পী যারয়াবকেও নিয়ে যেতে চায়। সুলতানা এভাবে নিজের মানসিক অসুস্থতার কথা আব্দুর রহমানের কাছে ব্যক্ত করল যে, আব্দুর রহমান তখনই যারয়াবকে সাথে দিয়ে সুলতানাকে জায়গীরে পৌছার ব্যবস্থা করে দিলেন।

* * *

যারয়াবকে সাথে নিয়ে পৈতৃক বাড়ি জায়গীর মহলের পৌছে গেল সুলতানা। রাতের বেলায় তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলো ইলুগাইস। ইলুগাইসের সাথে আগেই সে গোপনে সংবাদ পৌছে দিয়ে ছিল। যারয়াবের উপর সুলতানা এভাবে প্রভাব বিস্তার করল যে, শাহী দরবারের এই পণ্ডিত ব্যক্তিটির বোধ জ্ঞান সবই চাপা পড়ে গেল সুন্দরী এই যাদুকন্যার প্রেমে। যারয়াব-এর ধ্যান ও জ্ঞানে, শয়ন ও জাগরণে প্রাধান্য বিস্তার করল সুলতানা। যারয়াবকে সূক্ষ্ম অভিনয়ে বাগে এনে আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে তার মনে বিতৃষ্ণার বীজ বপন করে দিল সুলতানা। সে একদিন যারয়াবকে বলল—"আমরা অসহায় যারয়াব! তোমার কণ্ঠ কেনা হয়েছে, আমার রূপ-সৌন্দর্য বিক্রি করা হয়েছে। তুমি যেমন এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না, আমার পক্ষেও এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। পালিয়ে আমরা যাব কোথায়? ধরা পরে মরতে হবে আমাদের।"

সেই কথার মধ্যেই সুলতানা যারয়াবকে ইঙ্গিত দিয়েছিল, সে রাজ দরবারের বন্দীদশা থেকে তাকে ও নিজেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছে এবং ইলুগাইস নামের এক খৃস্টান তাকে এ কাজে সহায়তা করছে। এ কাজে যদি সে সফল হয়, তাহলে সুলতানা একটি রাজ্য উপঢৌকন হিসেবে পাবে এবং যারয়াব হবে তার একান্ত পুরুষ।

"জায়গীর মহলে ইলুগাইসের সাথে যারয়াবের সাক্ষাৎ হলো। সেখানে সুলতানা যারয়াবের সাথে এমন ভাব দেখালো, যেমনটি মা তার একমাত্র আদুরে পুত্রের সাথে করে থাকে।

সকল ইতিহাসবিদরাই এ ব্যাপারে একমত যে, যারয়াব শুধু নৃত্য ও কণ্ঠশিল্পী ছিল না—প্রকৃত পক্ষে আব্দুর রহমানের দরবারে সে ছিল অনন্য এক প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও মেধার অধিকারী ব্যক্তি। নৃত্য সঙ্গীত ছাড়াও ইতিহাস, যুক্তি ও তর্ক বিদ্যাতেও সে পারদর্শী ছিল। যে কোন ব্যাপারে যথার্থ ও সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়ার মত প্রজ্ঞার অধিকারী ছিল যারয়াব। কিন্তু এই যারয়াব জায়গীর কন্যা রূপসী সুলতানার তুরুপের তাসে পরিণত হলো, যখন সে সুলতানার কৌশলী প্রেমের ফাঁদে পা রাখল। সুলতানা যারয়াব এর দিল ও দেমাগে জিনে ধরা মানুষের মতই প্রভাব বিস্তার করল। যাও যতটুকু ঘাটতি কোন ক্ষেত্রে ছিল,

মহাধূর্ত ও কৌশলী ইলুগাইস সেটুকুও পূরণ করে দিল জায়গীর মহলের আলোচনা ও সাক্ষাতে। এখন যারয়াব সুলতানের বিশ্বস্ত নয় ইলুগাইস ও সুলতানার পুতুল। তাদের ঘুটি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হয়ে গেল যারয়াব।

আব্দুর রহমান ও তার দরবারীদের চালচলন, তাহযীব তমদ্দুন সম্পূর্ণ বদলে ফেললো যারয়াব। যারয়াবের উদ্দেশে বলল ইলুগাইস। কারণ যে জাতি তার কৃষ্টি কালচার বদলে দেয় সেই জাতি বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। বিশেষ করে কৃষ্টি কালচার হারানো জাতি নিজের স্বরূপ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে, শাসন করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়...। আমি জানি, এ জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার কাজটিতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে তাতে আপত্তি নেই। তবে এর চেয়ে আর কোন কার্যকরী পদক্ষেপও নেই। আমরা যদি স্পেন শাসক আব্দুর রহমানকে যুদ্ধে আহ্বান করি তাহলে দেখা যাবে, তার সাহায্যে আরব থেকে আরো যোদ্ধা এসে যাবে। তাছাড়া স্পেনের শাসক আব্দুর রহমানকে যুদ্ধে পরাস্ত করা সহজ ব্যাপার নয়।"

সুলতানা ও ইলুগাইস যারয়াবকে কথায় কথায় রাজ দরবারের একজন শোভাবর্ধনকারীর অবস্থান থেকে একটি রাজ্যের ভাবী রাজা ও সুলতানাকে রাণীতে পরিণত করল। তিনদিন সুলতানা যারয়াবকে তার জায়গীর মহলে রাখল। সুলতানার জায়গীর মহলটি ছিল প্রাকৃতিক নৈসর্গে ও স্থাপত্য সৌকর্যে আকর্ষণীয়। বিস্তীর্ণ বাগ-বাগিচা, ফল ফুলের সমারোহ, মনোরম বৃক্ষরাজী, লতাগুল্মের বাহারী দৃশ্য। আর অসংখ্য নাম না জানা পাখ-পাখালির কলকাকলীতে মুখরিত। টানা তিনদিন তিনরাত সুলতানা ও যারয়াব বাগানের মনোরম দৃশ্যে একে অন্যের গভীর উষ্ণতায় কাটাল। সুলতানার যাদুকরী রূপ সৌন্দর্য আর যারয়াব এর মনমাতানো সঙ্গীতের মূর্ছনার মিশ্রণে সৃষ্টি হলো জায়গীর মহলে অন্য এক পরিবেশ। সে পরিবেশ যে কোন পাথর হৃদয় পুরুষকেও মোমের মত গলিয়ে নিঃশেষ করে দিতে পারে। জায়গীর মহল থেকে তিনদিন পর যারয়াব যখন শাহী মহলে ফিরে এল তখন সে এক রূপান্তরিত যারয়াব। তার কথাবার্তা, চালচলন, চিন্তা-ভাবনায় আমূল এক পরিবর্তন ঘটে গেল। তার আওয়াজের মধ্যে আকর্ষণ ছিল সহজাত কিন্তু সুলতানার প্রেমের ছোঁয়ায় সেই আকর্ষণ যেন হয়ে উঠল আরো যাদুকরী। যে কেউ এখন তার কণ্ঠ শুনলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। স্পেন শাসক আব্দুর রহমানের উপর যারয়াবকে আরো বেশী প্রভাব সৃষ্টিকারী বানিয়ে দিল সুলতানা।

* * *

এরপর থেকে সার্বিক পরিস্থিতি সময়ের গতির চেয়ে বেশী দ্রুততার সাথে বদলাতে শুরু করল। একদিন প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম বিন আব্দুল ওয়াহীদ দু'জন ব্যক্তিকে নিয়ে প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহর সকাশে উপস্থিত হলেন।

"উবায়েদ! তুমি কি এ দু'জন ব্যক্তিকে চেনো?"

"হ্যাঁ। কেন চিনবো না? এরা তো আমাদের সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা। যে কোন গোপন তথ্য অনুসন্ধানে এরা খুবই সিদ্ধ হস্ত।"

তাহলে শোন এরা কি খবর এনেছে। প্রধানমন্ত্রী গোয়েন্দা দু'জনকে ইঙ্গিতে প্রধান সেনাপতিকে সংবাদটি বলার নির্দেশ দিলেন।

"সম্মানিত সেনাপতি! দু'জনের একজন বলল। এ মুহূর্তে কর্ডোভার শহরতলী ও মালাকা, তালিতা ও আরা কয়েকটি জায়গায় খৃস্টানরা সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিয়েছে। এরা খুব গোপনে নওমুসলিমদেরও পক্ষে নিয়ে নিয়েছে। এরা দ্বিমুখী। দিনের বেলায় আমাদের সাথে মসজিদে নামায পড়ে বটে কিন্তু রাতের আঁধারে খৃস্টান চক্রান্তকারীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। এরা সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে। অল্পদিনের মধ্যেই এরা বিদ্রোহের সূচনা করতে পারে। এরা জানে তারা সংখ্যায় বেশী হলেও সরকারী সেনাদের সাথে পেরে উঠতে পারবে না, কিন্তু তাতেও তারা হতোদ্যম নয়, এরা মরণ পণ করেই বিদ্রোহ করবে।

গোয়েন্দা দু'জন প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহকে আরো বলল, এসব বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা করছে ফরাসী সম্রাট লুই। সেই সাথে খৃস্টান রাজ্য গোথকমার্চের শাসক ব্রনহার্টকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে, সে যেন মুসলিম স্পেনের সীমান্ত আক্রমণ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং অল্প অল্প দখল করে নেয় ও নাগরিকদের মধ্যে ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে। এই দু'জন গোয়েন্দা নওমুসলিমের রূপ ধারণ করে খৃস্টানদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এ সংবাদ এনেছে। এরা আরো জানায় যে, ইলুগাইস নামের এক খৃস্টান চক্রান্তকারী খৃস্টান নাগরিকদেরকে বিদ্রোহে উস্কানী দিচ্ছে। সেই এসব চক্রান্তের মূল হোতা।

প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীমের কাছে এর আগেও খবর এসেছিল, খৃস্টানরা বিদ্রোহের চক্রান্ত আঁটছে। কিন্তু এখন তার কাছে খবর এসেছে অল্পদিনের মধ্যে এক সাথে কয়েকটি জায়গায় বিদ্রোহের আয়োজন করছে খৃস্টান চক্রান্তকারীরা। দু'বার তিনি এ ব্যাপারে সুলতান আব্দুর রহমানকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আব্দুর রহমান ব্যাপারটিকে মোটেও আমলে নেননি।

"ভাই উবায়েদ! আমাদের সুলতান যদি এসব ব্যাপারে বেপরোয়া থাকতে পারে তাহলে আমাদেরও বেপরোয়া হওয়া ছাড়া আর কি করার আছে?"

"না, আমরা বেপরোয়া হতে পারি না, সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী? বলল সেনাপতি উবায়দুল্লাহ। এই স্পেন আব্দুর রহমানের মৌরুসী পাট্টা নয় যে, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। এ যমীন সেইসব পবিত্র মানুষের উত্তরাধিকার, যারা সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আরব দেশ থেকে আল্লাহ্‌র নামে ইসলামের দাওয়াত ও বনী আদমকে মানুষের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে এ দেশে পাড়ি জমিয়েছিলেন। যারা আর কোনদিন নিজ দেশ, আপনজন ও স্ত্রী-সন্তানের কাছেও ফিরে যাওয়ার আশা করেননি।

এটা আমাদের জন্যে, স্পেনের মুসলমানদের জন্যে চরম দুর্ভাগ্যের বিষয় যে স্পেনের শাসন ক্ষমতা কালক্রমে একটি গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং এটি একটি গোষ্ঠী ও খান্দানের উত্তরাধিকার সম্পদে পরিণত হয়েছে। এরা এখন শাহী খান্দানে পরিণত হয়েছে, অথচ এদেশের মানুষ, মুসলমান ও এদেশের বিজয়ের সাথে এই খান্দান ও গোষ্ঠীর কোন সম্পর্ক নেই। এই দেশ বিজয়ে এই খান্দানের এক ফোঁটা রক্ত ঝরানোর কোন প্রমাণও নেই। এরাই এদেশ ও জাতির চরম শত্রু। কারণ এরা একদল তোষামোদী দ্বারা সব সময় পরিবেষ্টিত থাকে এবং আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-স্ফূর্তিতে লিপ্ত থাকে। আমাদের এই দায়িত্ব ভুলে গেলে চলবে না যে, শাসকরা ইচ্ছা না করলেও এই দেশ ও জাতিকে বেঈমানদের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হবে। কিছুদিন যাবত আমার কাছে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিদ্রোহ সংগঠনের সংবাদ আসছিল। আজ আপনার সংবাদ আমার প্রাপ্ত তথ্যকে আরো শক্তি যোগাল। আপনি যদি আমার সাথে একমত হন তাহলে চলুন, আমরা উভয়েই সুলতানের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে তাকে অবহিত করি।"

"আমারও এ খেয়ালই ছিল। বললেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তার কাছে গেলে কি হবে জানি না। তিনি তো জায়গীরদার কন্যা সুলতানা ও নৃত্যশিল্পী যারয়াব এর কব্জায়। এটি এমন এক দেয়াল, যেখানে আমরা হয়ত কখনও প্রবেশ করে তাকে এসব সংবাদের যথার্থতা অনুধাবনে সক্ষম হবো না।"

"আগে চেষ্টা করে দেখি না।" বললেন সেনাপতি উবায়দুল্লাহ। আপনি বললে আমি এক্ষুণি রওয়ানা হতে চাই।

প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি গোয়েন্দাদের নিয়ে সুলতানের রাজমহলে রওয়ানা হলেন।

সুলতান আব্দুর রহমানকে সংবাদ দেয়া হলো প্রধানমন্ত্রী হাজির। প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ ও আরো দু'জন গোয়েন্দা কর্মকর্তা আপনার সাথে জরুরী সাক্ষাতের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে। সংবাদ পেয়ে সুলতানের পরিবর্তে বের হয়ে এলো তারোব কন্যা রূপসী সুলতানা। সে এমন এক বেশে বেরিয়ে এলো যে, তার শরীর অর্ধ নগ্ন এবং তার চেহারা ছবি ও বাচন ভঙ্গিতে কামভাব ঠিকরে পড়ছে। সুলতানের বাইরে আসার সংবাদে সে ক্ষেপে গেছে, তার চেহারায় ক্ষোভের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"কি ব্যাপার! আপনারা কি দিনের বেলায় দরবারে তার সাথে দেখা করতে পারেন না? কিছুটা ঝাঝালো কণ্ঠে বলল সুলতানা। তিনি এই মাত্র যারয়াবকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এ সময় স্পেন অধিপতি আপনাদের সাথে দেখা করতে পারবেন না।"

"এখনই তাঁর সাথে আমাদের দেখা করতে হবে। আমরা যা শোনার তার কাছ থেকেই শুনব, তোমার কাছ থেকে নয়। তাঁকে বল, আমরা তার সাথে কথা না বলে এখান থেকে যাবো না।"

"আর আমি তাঁকে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেবো না।" ঘাড় ফুলিয়ে কথাগুলো বলল জায়গীরদার কন্যা সুলতানা।

"প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহর উদ্দেশে বললেন, এই অপমানের পরও কি তুমি সাক্ষাতের জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে?"

"এখানে দাঁড়িয়ে থাকব না আমি।" বললেন প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ। আমি সরাসরি ভিতরে প্রবেশ করব। হারেমের কোন রক্ষিতা নিজেকে সম্রাজ্ঞী বলে জাহির করলেও তার সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টিকে আমি পরোয়া করি না।"

স্পেন শাসকের একান্ত কক্ষ থেকে তখন বাদ্যযন্ত্রের হালকা আওয়াজ ও যারয়াব এর সুর ভেসে আসছে। এরই মধ্যে শোনা গেল সুলতান আব্দুর রহমানের আওয়াজ। "সুলতানা কোথায়? ওদের আগামীকাল দেখা করতে বলো।"

ততোক্ষণে আব্দুর রহমানের খাস কক্ষে চলে গেলেন সেনাপতি উবায়দুল্লাহ। প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম তার পিছনে পিছনে। তাদের পিছনে পিছনে সুলতানাও কক্ষে প্রবেশ করল। আব্দুর রহমান অর্ধশায়িতাবস্থায় ঢুলু ঢুলু ঘুম জড়ানো আবেশে নেশাগ্রস্থের মত।

"কি ব্যাপার? এদের কি শাহী মহলে প্রবেশের নিয়ম-কানুন কিছুই শিক্ষা দেয়া হয়নি?" ঝাঝালো কণ্ঠে বলল সুলতানা।

"হয়ত কোন জরুরী কথা আছে সুলতানা!" আবেশ জড়ানো কণ্ঠে বলল সুলতান। এতো তাড়াতড়ি রাগ করলে চলবে? এসো, আমার কাছে বসো।"

"এমন কি কেয়ামত ঘটে গেছে যে, তোমরা আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে না? আগামীকাল সাক্ষাতের কথা তোমাদেরকে বলা হলো, এরপরও তোমরা আমার ঘরে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়লে, তোমরা কি তোমাদের অবস্থান ভুলে গেছো না-কি?" প্রধান সৈনাপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন আব্দুর রহমান।

"ঠিকই বলেছেন সুলতান। আমরা আমাদের পদ ও মর্যাদার কথা ভুলে গেছি। কারণ এই দেশ বিজয়ীরা কোন পদ ও মর্যাদার জন্যে জয় করেননি। যেসব জানবাজ মুজাহিদ জীবন বিলিয়ে দিয়ে এ যমীনকে কুফরমুক্ত করে ইসলামী শাসন চালু করার পথ প্রশস্থ করেছিলেন, তাদের আত্মত্যাগের এই কি প্রতিদান যে রাজ হারেমের এক রক্ষিতা প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতিকে প্রাসাদ থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিবে?"

"উবায়দুল্লাহ! গর্জে উঠলেন আব্দুর রহমান। কি হলো তোমার, কি বাজে বকছো?"

অর্ধশায়িত সুলতানের ঘুম ঘুম ভাব দূর হয়ে গেল। তিনি উঠে বসলেন। যারয়াব-এর সুর ও বাজনা থেমে গেল। সুলতানা একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগল। আব্দুর রহমানের চেহারা লাল হয়ে গেল। এই লালচে ভাব তার ক্ষোভের কারণে দেখা দেয়নি। তার চেহারার প্রকৃত রং-ই এমন লালচে। তার দৃষ্টি এখন উবায়দুল্লাহ, প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম, সুলতানা ও যারয়াবের উপরে ঘুরছিল। যেন ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে ঘুম থেকে উঠে তিনি পরিস্থিতি আঁচ করার জন্যে চতুর্দিকে দেখছেন। আসলেই তিনি যা দেখছেন তা কি বাস্তব না তিনি কোন স্বপ্ন দেখছেন। তাহলে এতোক্ষণ কোথায় ছিলেন তিনি, তার এই অবস্থা কেন হলো? অনেকটা যেন এমন স্বপ্নিল ভাব সুলতানের চোখে মুখে প্রকাশ পেল। তিনি কি আসলে পার্থিব দুনিয়ায় না কোন স্বপ্নলোকে এমন এক বিস্ময়কর মনোভাব ফুটে উঠল তার অবয়বে।

"তোমরা কি বসবে না? প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতির দিকে তাকিয়ে বললেন সুলতান। আর তোমরা একটু পাশের ঘরে বস, মনে হয় তারা কোন জরুরী কথা বলার জন্যে এসেছে।" সবার প্রতি আবেদনের সুর ফুটে উঠল সুলতানের কণ্ঠে।

যারয়াব ও সুলতানা চলে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি বসলেন। আব্দুর রহমান যেভাবে যারয়াব ও সুলতানার কাছে নিবেদনের সুরে কথা বলেছেন, তা শুনেই উবায়দুল্লাহ ও আব্দুল করীম পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময় করে

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, আজ পরিষ্কার করে নেবো সবকিছু। ঠিক সুলতানও তাদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন আজ কিছু একটা চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

"কোন কথা থাকলে বলো।" আগন্তুকদের উদ্দেশে বললেন সুলতান।

"আপনাকে বাগদাদের খলিফা স্পেনের আমীর নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু দরবারের তোষামোদকারী ও স্বার্থপর মোসাহেবরা আপনাকে স্পেনের বাদশা বলতে শুরু করেছে। দেখা যাচ্ছে, আপনিও স্পেনের বাদশারই রূপ ধারণ করেছেন।" হতাশা ও ক্ষোভ মেশানো কণ্ঠে বলল সেনাপতি উবায়দুল্লাহ্।

"কি বলতে চাও উবায়েদ? গর্জে উঠলেন আব্দুর রহমান। তুমি কি নিজেকে সব সময় যুদ্ধ ময়দানে মনে করে কথা বলো? যুদ্ধ ছাড়া তোমার অনুভূতিতে কি আর কিছু নেই? যা বলতে এসেছো, তা কি স্বাভাবিকভাবে বলা যায় না?"

"না, স্বাভাবিকভাবে বলার মতো পরিবেশ আর নেই আমীরে মুহ্তারাম! যেদিন আমার অনুভব থেকে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, সেদিন আপনার পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাবে, স্পেনের আকাশ থেকে চাঁদ তারা খচিত ইসলামী ঝাণ্ডা ও আযানের সুমধুর ধ্বনি হারিয়ে যাবে। সেনাপতি কখনও দরবারী লোক হয় না। সেনাপতি কখনও তাজ ও তখতের প্রতি লোভাতুর হয় না। সেনাপতির মর্যাদা নির্ভর করে যুদ্ধে ও যুদ্ধক্ষেত্রে। সে কুফরের বিরুদ্ধে লড়বে, বাতিলের বিরুদ্ধে লড়বে। আপনি নিজেও একজন যোদ্ধা ও সেনাপতি। আপনি এক সময় যুদ্ধ ময়দানের সিংহ ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আমাদেরকে এসে আপনাকে জাগাতে হচ্ছে। এই দুর্ভাগ্যের কারণ হলো, তরবারীকে আপনি তখতের নীচে ফেলে দিয়েছেন এবং নৃত্যগীত, গানবাজনা ও সুন্দরীদের স্বর্গে প্রবেশ করে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। আপনার মধ্যে এখনও সেই জ্ঞান আছে, মেধা আছে, প্রজ্ঞা আছে কিন্তু এক সুন্দরীর নিক্কন ও কণ্ঠের যাদুকরী মুগ্ধতায় আপনি সঁপে দিয়েছেন নিজেকে। এখন আপনার পক্ষে হয়তো বোঝাই কঠিন হবে, যে জান্নাতে আপনি প্রবেশ করেছেন এটি আসলে জাহান্নামের প্রবেশ পথ।"

"আসলে ঘটনা এমনই হয়ে থাকে উবায়দুল্লাহ্ যা বলেছে। কিন্তু এ ধরনের জাহান্নামের যাত্রী শাসক হলেও শাসক শুধু নিজে ডুবে না গোটা জাতিকে নিয়ে ডুবে।" বললেন প্রধানমন্ত্রী। শাসকের অপরাধের শাস্তি গোটা জাতিকেই পোহাতে হয়। শত্রু থেকে অসতর্ক শাসক ও সেই শাসকের জাতির ভাগ্যে গোলামী বিধিলিপি হয়ে দেখা দেয়।"

"আপনার দেমাগ থেকে ক্ষমতা ও রাজত্বের নেশা দূর করে ফেলুন আমীরে মুহতারাম্!" বললেন প্রধান সেনাপতি। এখন তো শুধু আপনার প্রজারা আপনার

বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন করছে; হয়তো ভবিষ্যতে আপনার সৈন্যরাই আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে।"

"বিদ্রোহ! কোন ধরনের বিদ্রোহ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কোন সেনা ইউনিট বিদ্রোহ করবে আমাকে বলো? আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না।" হতচকিয়ে গেলেন আব্দুর রহমান। তার চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটে উঠল, সতর্ক হয়ে উঠলেন তিনি।

"এ জন্যই আপনি জানতে পারেননি যে, আপনার কান ও চোখ আপনার দরবারীরা বন্ধ করে দিয়েছে।" বললেন প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম। আপনি সেটিই দেখতে পান যা আপনার পরামর্শদাতাগণ ও তোষামোদকারীরা দেখায়। এসব সুন্দরী সেবিকা, এই রূপসী রক্ষিতা, আপনার প্রিয়পাত্র। শিল্পী ও মোসাহেব দরবারীরা আপনার পৌরুষ ও বীরত্বকে চাপা দিয়ে রেখেছে, এরা আপনার মধ্যকার বীর বাহাদুরকে হত্যা করতে চায়। আপনার মনে রাখতে হবে আপনি সেই সব মর্দে মুজাহিদদের আযাদ করা যমীনের রক্ষক, আমানতদার; কোন রাজা বাদশা নন, পাহারাদার মাত্র।"

"না হাজিব! সুলতানা আমার সাথে কোন ধোঁকাবাজী করতে পারে না।" অনেকটা ভীতি মাখানো কণ্ঠে বললেন আব্দুর রহমান। আর যারয়াবও আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না হাজিব!"

"আমরা আপনার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে কথা বলছি না সম্মানিত আমীর! ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে কেউ ধোঁকা দিক বা আপনার সাথে কেউ গাদ্দারী করুক, তাতে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। আমরা এই ভূখণ্ড নিয়ে কথা বলছি, আমরা সেই পথভ্রষ্টদের কথা বলছি যারা স্পেনের শাসককে ধোঁকা দিচ্ছে। আর আল্লাহ্‌র এই পবিত্র শাসন ব্যবস্থার সাথে গাদ্দারী করছে...। একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনুন আমীরে মুহ্‌তারাম!" বললেন প্রধানমন্ত্রী।

উবায়দুল্লাহ ও প্রধানমন্ত্রী সেই দুই গোয়েন্দাকে ভিতরে ডাকলেন, যারা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের বিস্তারিত সংগৃহীত সংবাদ ও বিদ্রোহের কথা বিস্তারিত সুলতানকে জানানোর জন্যে নির্দেশ দিলেন। তারা স্পেনের শাসক দ্বিতীয় আব্দুর রহমানকে বিদ্রোহের আয়োজনের কথা বিস্তারিত জানাল। প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি মাঝেমধ্যে তাদের ঘাটতিগুলো পূরণ করতে তথ্য যোগ করে দিচ্ছিলেন।

সব শুনে আব্দুর রহমান পূর্ণ সতর্ক ও সচেতন হয়ে উঠলেন।

* * *

অপর কক্ষে জায়গীরদার কন্যা সুলতানা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। এক পর্যায়ে অস্থির হয়ে সুলতানা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আব্দুর রহমানের একান্ত কক্ষের দরজার পাশে কান পেতে শুনতে লাগল ভিতরের কথাবার্তা।

"এই দুর্ভাগারা আব্দুর রহমানকে সতর্ক করে দিয়েছে যারয়াব! এরা যদি একবার সুলতানকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতে পারে তবে আমাদের সব পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যাবে যারয়াব! আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবো। ইলুগাইস আমাকে বলেছিল, কয়েক জায়গায় বিদ্রোহের আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। ওদিকে ফরাসী সম্রাট লুই-এর পৃষ্ঠপোষকতায় বার্সিলোনা ও গোথকমার্চের শাসকরাও সীমান্ত আক্রমণের আয়োজন করে রেখেছে। মনে হয় এরা এসব বিদ্রোহ সম্পর্কে জেনে গেছে, এজন্যই সুলতানের কাছে নির্দেশ নিতে এসেছে।"

"ইলুগাইসকে সতর্ক করে দিতে হবে যে, সেনাবাহিনী যে কোন সময় এ্যাকশন শুরু করতে পারে।" বলল যারয়াব। যে দু'জন লোক এদের সাথে এসেছে মনে হয় এরা দু'জন গোয়েন্দা কর্মকর্তা।

"হ্যাঁ! এরা গোয়েন্দা। এদেরকে অবশ্যই শেষ করে দিতে হবে।"

যারয়াব সতর্ক ও সচেতন লোক। সে বলল, "এদের হত্যা করে তেমন কোন লাভ হবে না, এদের জায়গায় আরো দু'জন এসে যাবে। আমরা এদেরকে লোভ ও টোপ দিয়ে আদর্শিক পথ থেকে ফিরিয়ে নিতে পারি। তখন এরা দৃশ্যত সরকারে থেকেও ইলুগাইসের হয়ে কাজ করবে। এরা সেনাপতি ও প্রধানমন্ত্রীকেও ধোঁকা দিতে পারবে।"

"আমি প্রয়োজনে এদের জন্যে উপঢৌকন হিসেবে হারেমের দু'টি সুন্দরী বাদীকেউ দিতে পারব।" বলল সুলতানা। এই উপঢৌকন পেলে এরা আমাদের গোলামে পরিণত হবে।"

সুলতানা আবার গিয়ে সেই দরজার পাশে কান লাগিয়ে শুনতে লাগল। ভিতরের কথাবার্তা শুনে তার চেহারা পাণ্ডুর হয়ে গেল।

"পাম্পলোনায় ফরাসী সেনাপতির নেতৃত্বে কাউন্ট এবলোস্ ও কাউন্ট আলসিনারস্ ইউনিট আক্রমণ করেছে।" বললেন উবায়দুল্লাহ্! এদিকে সুলতানা কান পেতে দরজার এ পাশ থেকে শুনছে।

প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ আব্দুর রহমানকে আরো বললেন, 'আপনাকে এর আগেও বলা হয়েছিল যে, আমাদের সেনাবাহিনীর একটি দল সংকীর্ণ একটি পথ অতিক্রম করছিল এমন সময় খৃস্টান বাহিনী তাদের উপর হামলা করে। এই

আক্রমণে ওখানকার নওমুসলিমরাও অংশ নেয়। আমাদের সেনাবাহিনীর বহু সদস্য হতাহত হয় এবং বহু মুসলমানকে ওরা ধরে নিয়ে যায়। এখন বার্সিলোনার খৃস্টান শাসকদের পক্ষ থেকেও হামলার আশঙ্কা রয়েছে।"

"তোমরা এসব আক্রমণ প্রতিরোধে কি চিন্তা করেছো? প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন আমীর আব্দুর রহমান। আগে সংবাদ নাও, এ সংবাদটি সত্য কি-না? এমনও হতে পারে যে, খৃস্টানদের আক্রমণের ধারণা ঠিক নয়।"

"আমার এবং প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীমের তো নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা হচ্ছে আপনার নির্দেশ মত কাজ করা।" বললেন, সেনাপতি উবায়দুল্লাহ। ঠিক আছে দূত পাঠিয়ে আমরা সেনাপতি ও মন্ত্রী হয়ে প্রাসাদে বসে থাকি, আমাদের অধীনস্থরা আমাদের কুর্নিশ করতে থাকুক। কিন্তু একথা জেনে রাখুন আমীরে মুহ্তারাম! আমরা আমাদের কর্তব্যে সামান্যতম ত্রুটি করব না। আপনি যদি বরাবরের মত নির্বাকই থাকেন তাহলে প্রয়োজনে আমরা আপনার নির্দেশ ছাড়াই এ্যাকশন নিবো। স্পেনের নিরাপত্তা ও মুসলমানদের শান্তির প্রয়োজনে আমরা সম্ভাব্য সবকিছুই করব। দয়া করে আপনি আমাদেরকে আপনার মহলের পাহারাদারীর জন্য ব্যবহার করবেন না। দুশমন সর্বাবস্থায়ই দুশমন। এদের বন্ধুত্বের আড়ালেও শত্রুতা লুকিয়ে থাকে...। আমরা সীমান্ত এলাকায় সেনা অভিযান চালাব। এই অভিযানের কর্তৃত্ব আমার হাতে থাকবে। এর প্রয়োজনে আমরা আপনার কাছে যা প্রত্যাশা করব আশা করি আপনি তা দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না।"

"এখন যাও! আগামীকাল আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে জানাব।" বললেন আব্দুর রহমান। আমাকে একটু চিন্তা করার সুযোগ দাও।"

"সকালে আমরা অভিযানে বেরিয়ে পড়ব।" বললন উবায়দুল্লাহ্। অর্ধেক সেনা রাজধানী কর্ডোভায় থাকবে। এই বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ থাকবে হাজিব আব্দুল করীমের অধীনে। আপনি জানেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রীও একজন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। আমার অনুপস্থিতিতে যদি কোন ধরনের বিদ্রোহ হয়ে যায় তবে প্রধানমন্ত্রী সেই বিদ্রোহ দমনে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করবেন।"

"আমি আমীরে মুহতারামকে একথাও বলে দিতে চাই যে, আমার কাজকর্ম ভদ্রোচিত হবে না।" বললেন প্রধানমন্ত্রী। আমি বাতিলের শিকড় উপড়ে ফেলব, যারা দৃশ্যত মুসলমান সেজে অন্তরালে ইসলামের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করছে, এদের আমি নির্বংশ করে ফেলব। এদের আমি রক্তের নদীতে

ভাসিয়ে দেবো। এদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দেবো। এদের মৃত দেহগুলোকেও জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলব। কোন চিহ্ন রাখবো না।"

"এতোক্ষণ পর্যন্তই সুলতানা দরজায় কান লাগিয়ে ভিতরের কথাবার্তা শুনছিল। এমতাবস্থায় তার কানে আব্দুর রহমানের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "তোমরা দু'জন মিলে পরিকল্পনা তৈরী করে ফেল। যেখানে যা প্রয়োজন কর। যেখানে যে সংখ্যক সৈন্য দরকার নাও।"

সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ ও প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম আর কোন কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন।

"ওরা চলে গেছে।" সুলতানা দৌড়ে এসে যারয়াবকে বলল। সম্ভবত স্পেনের আমীর সেনাভিযানের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন।"

"আমরা তো আর তাকে বাধা দিতে পারব না সুলতানা! খেয়াল রাখবে, আমরা যে তার এই পদক্ষেপে নাখোশ, তা যেন তিনি মোটেও টের না পান। কথা আমাকে বলতে দাও...। আগামীকাল ইলুগাইসকে সংবাদটি পৌছে দিতে হবে। সে ভালভাবেই বুঝতে পারবে এই পরিস্থিতিতে তার করণীয় কি হবে?"

"আজকের পরিস্থিতি দ্বারা বুঝা গেল স্পেন অধিপতির উপর আমাদের পলিসি পুরোপুরি কার্যকর হয়নি।" বলল সুলতানা। তার ভিতরকার মুসলমানটি এখনও মরেনি।"

'আব্দুর রহমান ওদের ডেকে পাঠালেন। এরা উভয়েই দ্রুততার সাথে কক্ষে পৌছল। সুলতানা আমীরকে জিজ্ঞেস করল, প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি কিসের জন্যে এ রাতের বেলায় এসেছিলেন? আব্দুর রহমান তাদেরকে সব কথাই জানিয়ে দিলেন।

"জিন্দাবাদ স্পেনের অধিপতি!" বলল যারয়াব। সেনাভিযানের নির্দেশ দিয়ে আপনি বড়ই বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছেন। এসব বেঈমানদের ধ্বংস করে দেয়া দরকার। তাহলে ইতিহাসে আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।"

"সুলতানা আব্দুর রহমানকে জড়িয়ে ধরে তার গালে নিজের গাল রেখে বলল, স্পেনের শাসক একজন মর্দে মু'মেন, একজন মহান বীর। আপনার সাহসিকতা আমাকে আপনার বাদীতে পরিণত করেছে। আমিও আপনার মত একজন বাহাদুর পিতার কন্যা। আমারও ইচ্ছা হয় হাতে তরবারী নিয়ে একটি আরবী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করি।"

"তুমি যুদ্ধে যাবে কেন? আব্দুর রহমান তাকে কোলে নিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার জন্যে আমি গোটা সেনাবাহিনী কুরবান করতে পারি।" পুনরায় স্পেন অধিপতি বাস্তবতা থেকে হারিয়ে গেলেন বিলাসিতার রাজ্যে।

* * *

নিজের দেশ ও জাতিকে যারা ভালবাসে, জাতির প্রতি যাদের হৃদয়ের টান থাকে তারা নিজের সম্পর্কে যেমন স্বচ্ছ ধারণা রাখে তদ্রূপ নিজের ও জাতির শত্রুদেরও ভালভাবেই চিনতে চেষ্টা করে। তারা নিজেরাও সুখ-নিদ্রায় বিভোর হতে পারে না, শত্রুদেরও আরামে থাকার অবকাশ দেয় না। এমন একটি অবস্থাই তখন বিরাজ করছিল ইউরোপের এই এলাকায় যে স্থানটি বর্তমান স্পেন ও পর্তুগাল নামে পরিচিত। কারণ তখন ইউরোপের বুকের মধ্যে ইসলামের ঝাণ্ডা পুঁতে দেয়া হয়েছিল। খৃস্টানরা আশঙ্কা করছিল ইসলামের ঝাণ্ডা সারা ইউরোপকেই তার ছায়াতলে নিয়ে আসতে পারে। এই আশঙ্কার ফলে খৃস্টানরা আরামকে হারাম করে দিয়েছিল। শুরু থেকেই তারা স্পেনের সীমানায় আক্রমণ, প্রতিআক্রমণের ধারা শুরু করে রেখেছিল, যা সাতশ বছরের কোন সময়েই একেবারে থেমে থাকেনি। সব সময়ই তারা মুসলিম স্পেনের সীমান্ত এলাকার মুসলিম অধিবাসীদের জীবন সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করে তাদের ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। যদ্দরুন মুসলিম স্পেনের একটি উল্লেখযোগ্য সৈন্য সংখ্যা সব সময় সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষায় দৌড় ঝাঁপে লিপ্ত রাখতে হতো। ফলতঃ স্পেনের সৈন্য সংখ্যার ঘাটতি মেটাতে নতুন সৈন্য ভর্তির কাজ সব সময়ই চালু রাখতে হতো।

এদিকে স্পেনের মুসলিম শাসকরা সেনাবাহিনীর উপর দেশের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়ে নিজেরা আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকত। বস্তুত এই কারণে মুসলিম স্পেনের সীমানা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে সংকুচিত হতে শুরু করে। তদুপরি মাঝে মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা কিছু সংখ্যক মর্দে মুজাহিদ সেখানে পাঠিয়েছেন। যারা ইসলামের সম্মান রক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তাদের ত্যাগের কারণেই চতুর্দিকে শত্রু বেষ্টিত অবস্থায়ও সাতশ' বছর পর্যন্ত ইউরোপের বুকে মুসলিমদের শাসন টিকে ছিল। যেহেতু এইসব মর্দে মু'মিনদের কেউই রাজা, বাদশাহ, আমীর, খলিফাদের কেউ ছিল না। তাই দেখা গেল এক সময় তাদের আজাদী ও স্বাধীনতা প্রিয়তার মধ্যে ভাটার টান পড়ে, স্পেনের মাটি মুসলমানদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে উঠে।

সেইসব মর্দে মু'মিনদেরই দু'জন ছিলেন আমীর দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের প্রধান সেনাপতি প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম ও প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ। তাদের

সাথে আরো কিছু সংখ্যক ঈমানদার লোক ছিলেন। যারা শাসকদের নৈতিক অধঃপতন নিজ চোখে দেখেও কর্তব্য পালনে অবহেলা করেননি।

সেনাপতি উবায়দুল্লাহ্ সেই রাতেই তার অধীনস্ত সেনা কমান্ডার ও সেনাবাহিনীর সেই ইউনিটগুলোকে ঘুম থেকে জাগিয়ে একত্রিত করলেন। তিনি তাদের জানালেন, দেশে বিদ্রোহের আয়োজন শুরু হয়েছে। বিদ্রোহের আয়োজন থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে রাখার জন্যে সীমান্ত এলাকায় আক্রমণ ও দখলের পরিকল্পনা দিয়েছে শত্রুরা।

উবায়দুল্লাহ বললেন—বন্ধুরা! ভয়াবহ এক গ্রাস আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। এই ঝড় আমাদের উড়িয়ে নিতে চাইবে। সৈন্যদের কর্তব্য হলো—তাদেরকে যখন যে হুকুম করা হবে তাই পালনে তারা সচেষ্ট থাকবে। তাদেরকে যদি পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে বলা হয়, যদি সাগরে ঝাপ দিতে বলা হয় ,তাই করা হবে তাদের কাজ। জীবন দেয়া ও জীবন নেয়ার কাজে তাদের মধ্যে কোন ধরনের ভিন্নমত থাকা উচিত নয়। কিন্তু ভায়েরা! আল্লাহ্র পথের সৈনিকেরা একটু ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আমরা জাগতিক কোন স্বার্থে যুদ্ধ করি না। আমরা কারো ক্ষমতার মসনদ রক্ষার জন্যে যুদ্ধ করি না। আমরা মানুষের হৃদয় রাজ্যে আল্লাহ্র শাসন প্রতিফলনের জন্যে যুদ্ধ করি। আমরা কুরআনের সেই নির্দেশের আলোকে লড়াই করি যে, 'যতক্ষণ না পর্যন্ত কুফরীর ফেতনা শেষ হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত রাখবে।'

"সৈনিকদেরকে তুমি একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দাও যে, স্পেনের মুসলিম সৈনিকরা অতীতে যে ধারা এখানে চালু করেছিলেন, তা যে কোন মূল্যে আমাদের রক্ষা করতে হবে। তাদের বলো, এই যমীন সেইসব শহীদদের উত্তরাধিকার, যে শুহাদায়ে কেরামের ছোট্ট একটি দল এ দেশে পাড়ি জমিয়ে তাদের জাহাজগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিলেন ফিরে না যাওয়ার প্রত্যাশায়। আমাদের এখন সেই চেতনায় ফিরে যেতে হবে...।

যে কথা আমি তোমাদের বলছি, তা তোমরা তোমাদের অধীনস্থ সেনাদের বলো আর না বলো, তোমরা মনে রেখো যে, বেশ কিছুদিন যাবত বাগদাদের খলিফার পক্ষ থেকে স্পেনে এমন আমীর মনোনয়ন দেয়া হচ্ছে, যারা নিজেদের বাদশা মনে করে। এটা মোটেও ইসলাম সম্মত নয়। ইসলামী খেলাফতের মধ্যে কারো বাদশা হওয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু এটা আমাদের জন্যে ও স্পেনের মুসলমানদের জন্যে দুর্ভাগ্যের কারণ যে, এসব লোকই স্পেনের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে, যারা আল্লাহ্ রাসূলের নামে অনৈসলামিক রীতিতে দেশ চালাচ্ছে,

নিজেদের জীবন থেকেও বিদায় করে দিচ্ছে ইসলামী তাহযীব, তমদ্দুন, কৃষ্টি কালচার। তারা এখন হারেম আবাদ করছে। এই হারেমে সুন্দরী নাগিনীরা মুসলমানদের রক্ত শুষে বেড়ে উঠছে ...।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ক্ষমতাসীন আমীরের কায্যক্রমও ইসলাম বিবর্জিত। আমি জানি, তোমাদের অনেকের মধ্যে এই অভিযোগ আছে যে, তোমাদের অনেকেই এখন পর্যন্ত আমীরকে দেখতে পাওনি। সে নিজে এসেও কোনদিন তোমাদের খোঁজ নেয়নি যে, তোমরা কেমন আছো। তোমাদের অনেকের হয়ত এই অভিযোগ থাকতে পারে যে, আমাদের আমীর নাচগান আর সুন্দরীদের নিয়ে আমোদ স্ফূর্তিতে লিপ্ত থাকে, আমরা কেন তার জন্যে আমাদের মূল্যবান জীবন দেবো কিংবা পঙ্গুত্ব বরণ করব?"

"তোমাদের মনে এ ধরনের খেয়াল এলে তা দূর করে দাও। মনে রাখবে, এই দেশ আল্লাহ্‌র দেয়া নেয়ামত। আর তোমরা এই দেশের আমানতদার, পাহারাদার। জাতি তোমাদের উপর দেশের নিরাপত্তার ভার ছেড়ে দিয়েছে। তোমরা তোমাদের কবরে যাবে, আর বাদশা বাদশার কবরে যাবে। আমি আবারো বলছি, যে দেশ কুরআনের শাসনাধীনে চলে সেটি কোন রাজা বাদশার সম্পত্তি নয়। এই দেশ আমাদের সকলের। আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে, আমাদের জবাবদিহি বাদশা করবে না। মনে রেখো, মুসলমানরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে যুদ্ধ করে এবং মুসলমানরা যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য তরবারী হাতে নেয়। মুসলমানদের অভিধানে পরাজয় পরাভব নেই। পরাজয়ের চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল।"

প্রধান সেনাপতি তার সহকর্মী ও অধীনস্থ অফিসার ও কমান্ডারদের আগুনঝরা বক্তৃতা দিয়ে উত্তেজিত করে দিলেন এবং বেলা উঠার আগেই অভিযানে বেরিয়ে পরার নির্দেশ দিলেন।

* * *

সৈন্যদের অভিযাত্রা ছিল খুবই তীব্রগতিসম্পন্ন। বেলা উঠার আগেই সেনারা শহরের সীমানা ত্যাগ করে এগিয়ে গিয়েছিল। বেলা উঠার পর আব্দুর রহমানের চোখ খুলল। তখন তিনি চৌকিদারকে ডেকে বললেন, "সেনাপতি উবায়দুল্লাহকে বলো, সৈন্যদের বিদায় দিতে আমি আসব।"

"সৈন্যরা তো শহর ছেড়ে চলে গেছে স্পেনের অধিপতি! আপনার সাক্ষাতের অপেক্ষায় হাজিব আব্দুল করীম বাইরে অপেক্ষা করছেন।"

"তাকে ভিতরে আসতে বলো।"

প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম ভিতরে প্রবেশ করলে আব্দুর রহমান উষ্মা মাখানো কণ্ঠে বললেন, "উবায়দুল্লাহ কি এতটুকু অপেক্ষা করতে পারল না যে, সৈন্যরা আমাকে সালাম দিয়ে তারপর অভিযানে বের হবে?"

"না, আমীরে মুহ্তারাম! এতটুকু সময় তার হাতে ছিল না। শত্রুরা কখনও এটা দেখে না যে, যে বাহিনী তাদের বিপক্ষে আসছে, তারা তাদের শাসককে সালাম করে এসেছে কি-না। এখন দায়িত্ব পালনের জটিল সময়, সালামী দেয়া আর অনুষ্ঠানের সময় এটা নয় আমীরে মুহতারাম! কর্তব্যের ডাকে উবায়দুল্লাহকে বেলা উঠার আগেই শহর ত্যাগ করতে হয়েছে।"

এতে আব্দুর রহমান কিছু ক্ষোভ ও অসন্তুষ্ট চেপে রেখেই প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীমের সাথে খৃস্টানদের বিদ্রোহ সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন।

* * *

স্পেন সীমান্তের একটি এলাকার নাম ছিল ফাম্পলোনা। ফরাসী দু'টি সেনাদল এই এলাকায় হামলা করে বহু ক্ষয়ক্ষতি ও লুটতরাজ করে। ফরাসীরা বহু মুসলিম অধিবাসীকে বন্দী করে নিয়ে যায় এবং তাদের সাথে জীবজন্তুর মত ব্যবহার করতে থাকে।

সেনাপতি উবায়দুল্লাহ কয়েকদিনের মধ্যেই সীমান্তে উপনীত হলেন। তিনি সীমান্তের অধিবাসীদের কাছ থেকে সীমান্তের বাইরের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিলেন। তাকে বলা হলো, খৃস্টানরা সীমান্ত এলাকা জুড়ে তাদের ভূখণ্ডে অসংখ্য প্রাচীর ঘেরা মজবুত কেল্লা তৈরী করেছে। এসব কেল্লা ও দুর্গ তৈরীর কারণ হলো মুসলমানদের সম্ভাব্য আক্রমণে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সেনাপতি উবায়দুল্লাহ শাসক আব্দুর রহমানের কাছ থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে খৃস্টানদের ভূখণ্ডে গিয়ে ওদের আখড়াগুলো আক্রমণের অনুমতি নেননি। তিনি আব্দুর রহমানকে একথা বলারও প্রয়োজনবোধ করেননি যে, আমি প্রয়োজনে সীমান্ত অতিক্রম করে খৃস্টান ভূখণ্ডে প্রবেশ করে ওদের আস্তানাগুলো গুড়িয়ে দেবো।

অর্ধেক রাতের সময় উবায়দুল্লাহ তার সৈন্যদের নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে চলে গেলেন। তার সাথে ছিল স্থানীয় গাইড। গাইড তাকে এই অঞ্চলে অবস্থিত খৃস্টানদের সবচেয়ে বড় দুর্গের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। উবায়দুল্লাহর সহযোদ্ধাদের গতি ছিল খুবই ক্ষীপ্র। যার ফলে রাতের শেষ প্রহরে তারা খৃস্টানদুর্গ অবরোধ করে ফেলল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মিনজানিক দল বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বড় বড় পাথর দুর্গের ভিতরে নিক্ষেপ করতে শুরু করল। সেই সাথে জ্বলন্ত অগ্নি তীর

নিক্ষেপও শুরু করল তারা। এই দুইটি অস্ত্র ছিল আরবদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এগুলো শুধু শত্রুদের ক্ষতিই করত না, শত্রুদের মধ্যে ভয়ানক ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করত।

খৃস্টানরা অবরোধের শিকার হয়ে দুর্গ প্রাচীরের উপর থেকে তীরবৃষ্টি বর্ষাতে শুরু করল। উবায়দুল্লাহর যোদ্ধারা ছিল ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত ও শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড মারমুখো, উত্তেজনায় উদ্বেলিত। কমান্ডাররা রাগে ক্ষোভে অগ্নিরূপ ধারণ করেছিল খৃস্টানদের দ্বারা মুসলমানদের ধরে নিয়ে অপমান করার জন্যে। যোদ্ধারা তীরবৃষ্টি উপেক্ষা করে কেল্লার সদর দরজায় পৌছাতে মরিয়া হয়ে উঠল। তীরবৃষ্টির মধ্যেই হাতে কুড়াল নিয়ে একদল যোদ্ধা কেল্লার প্রধান ফটক ভাঙার জন্যে দৌড়াল আর শত্রুদের সরাঘাতে কয়েকজন পথিমধ্যে পড়ে গেল। কিন্তু বাকী কয়েকজন প্রধান ফটকের কাছে পৌছাতে সক্ষম হলো এবং কুড়াল দিয়ে প্রধান ফটক ভাঙার চেষ্টায় লেগে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে কুড়ালের আঘাতে ভেঙে গেল দরজা। ভাঙা দরজা দিয়ে বাধভাঙা স্রোতের মত মুসলিম যোদ্ধারা দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে লাগল। কিন্তু খৃস্টানরা এদের প্রতিরোধে রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করল না। খুবই ভয়াবহ যুদ্ধ। প্রথম ধাক্কায় মুসলিম যোদ্ধাদের যারা দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করল তাদের সবাই শত্রুবাহিনীর হাতে নিহত হলো। এরপর প্রবল স্রোতের মত বাকী যোদ্ধারা দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করল সহযোদ্ধাদের লাশ মারিয়ে। অতঃপর উবায়দুল্লাহর সৈন্যরা দুর্গের ভিতরে কেয়ামত ঘটিয়ে দিল। হাতের নাগালে পাওয়া কোন খৃস্টানকে আর তারা জীবিত রাখল না।

খৃস্টানদের হাতে গ্রেফতার হওয়া মুসলিম বন্দীরা এই দুর্গেই ছিল। তাদের পায়ে বেড়ী দিয়ে শিকলে বেধে রাখা হতো। তাদের সবাইকে মুক্ত করা হলো। এরপর অন্যান্য ছোট ছোট দুর্গগুলোকে অবরোধ করা হলো। একের পর এক দুর্গ বালির বাধের মত ধ্বংস স্তূপে পরিণত হল উবায়দুল্লাহর যোদ্ধাদের হাতে। উবায়দুল্লাহ সীমান্তবর্তী খৃস্টানদের দুর্গগুলোকে ধ্বংস করে যখন দেশের দিকে রওয়ানা হলেন তখন সীমান্তের সব খৃস্টান দুর্গ ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে।

* * *

এক সীমান্তে সফল অপারেশন চালালেও উবায়দুল্লাহর পক্ষে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়া সম্ভব হলো না। কারণ তখন স্পেনের যমীন চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের আখড়ায় পরিণত হয়ে গেছে। শাসকরা নিজের ও জাতির পতনের পথকে আরো তীব্র করে তুলছিল। একের পর এক এমন লোক শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছিল ইসলামী জীবনাচারের সাথে যাদের তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। স্পেনের শাসকরা ছিল বাগদাদ খলিফার মনোনীত প্রতিনিধি কিন্তু এখানে তারা নিজেদেরকে বাদশাহীর তখ্তে উন্নীত করল। তারা খেলাফতের প্রতিনিধিত্বে পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে গিয়েছিল, বিস্মৃত হয়েছিল স্পেনের অতীত ইতিহাস স্পেন বিজয়ীদের কীর্তিগাঁথা। যেসব শহীদের জীবনের বিনিময়ে স্পেন ইসলামী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল শাসকরা তাদের কথা বেমালুম ভুলে গেল। ক্ষমতার মসনদ ও রাজত্বের মোহে অন্ধ ছিল তারা। জাঁকজমক, ক্ষমতার দাপট ও আভিজাত্য প্রকাশের উন্মাদনায় তারা এমন সব তোষামোদকারীদের জমায়েত ঘটিয়েছিল দরবারে, যারা সব সময় শাসকদের মনোরঞ্জনের জন্যে মিথ্যার বেসাতী করত। কখনও শাসকদের কাছে নাগরিকদের বাস্তব অবস্থা ও দেশের প্রকৃত সংবাদ পৌঁছাতে পারত না।

বিদ্রোহের সূচনাকারী ও চক্রান্তের হোতারা ছিল খৃস্টান। স্পেনের আশেপাশের খৃস্টান রাজন্যবর্গ ও খৃস্টান শাসকরা বিদ্রোহীদের সর্বোত সাহায্য সহযোগিতা দিচ্ছিল। নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখলে খৃস্টানদের দোষ দেয়া যায় না। কারণ তারা স্পেনে মুসলমানদের ঝাণ্ডা উড্ডীন হওয়ার পরপরই ঘোষণা দিয়েছিল ইউরোপ থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত না করে তারা ক্ষান্ত হবে না। তাদের উদ্দেশ্য সাধনে খৃস্টানরা সেইদিন থেকেই চেষ্টা অব্যাহত রাখে। কোন একটি দিন তারা নিষ্কর্ম থাকেনি। তারা ইউরোপ থেকে মুসলিম বিতাড়নকে ধর্মের অনুসঙ্গা মনে করেছিল। যার কারণে স্পেন দৃশ্য অদৃশ্য যুদ্ধের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল।

স্পেনের মুসলিম শাসকদের প্রধান ও একমাত্র কর্তব্য ছিল তারা ইউরোপের বুকে ইসলামের সেবক হিসেবে নিজেদের উন্নীত করা এবং পশ্চিমা বিশ্বে

ইসলামের পয়গাম পৌছে দেয়ার প্রতি মনোযোগী হওয়া। কিন্তু তাদের অনেকেই তা করেননি। তারা আসল কর্তব্য ভুলে গিয়ে ক্ষমতার সেবা করতে শুরু করেন। যার ফলশ্রুতিতে কোন শাসক মরার সাথে সাথে কয়েকজন ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্যে দাবী করত। শেষমেষ একজন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও তার চলার পথ নিষ্কণ্টক হতো না। অন্যেরা ক্ষমতাসীনের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরিয়ে দেয়ার জন্যে আদাপানি খেয়ে চক্রান্তে মেতে উঠতো। এর পরিণতিতে দেশের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ দানা বেধে উঠত এবং সীমান্তে বহিঃশত্রুরা আক্রমণ করে করে সীমান্তরক্ষীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলত, তদুপরি শাসকরা মসনদে বসে তোষামোদকারীদের তোষামোদে বিগলিত স্বস্থির নিঃশ্বাসে আয়াসে মেতে থাকতেন। মোসাহেবরা তাদের বলত, সব ঠিকই চলছে হুজুর! কোথাও কোন গণ্ডগোল নেই।

সব যুগেই তোষামোমকারীরাই মুসলিম শাসকদের সবচেয়ে কাল হয়ে দেখা দিত। ইতিহাসের দিকে চোখ বুলালে দেখা যায়, বহু মুসলিম শাসক তোষামোদকারী ও মোসাহেবদেরকে রাজদরবার ও শাসনকার্যের গুরুদায়িত্বে বরণ করতেন। সাধারণত মোসাহেব ও তোষামোদকারী ব্যক্তিদের মুখের মধ্যে থাকে যাদু, তাদের কথাবার্তা হয় আকর্ষণীয় এবং এরা গল্প তৈরীরে হয় পারদর্শী। কিন্তু এদের কাজেকর্মে কোন নিষ্ঠা থাকে না। থাকে না এদের চিন্তা চেতনায় গভীরতা ও দূরদৃষ্টি। এসব লোকদের মধ্যে দ্বীনধর্মের প্রতি কোন মমত্ববোধ ও দরদ থাকে না। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। পক্ষান্তরে নিষ্ঠাবান ও সত্যের পথিকরা হয় কিছুটা রসহীন ও বস্তুনিষ্ঠ। বস্তুনিষ্ঠতার কারণে তাদের বলার মধ্যে তেমন যাদুময়তা থাকে না, আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে না। যদ্দরুন শাসকরা এদের এড়িয়ে থাকেন এবং মোসাহেবদের অনুসারীতে পরিণত হন। পতনের সূচনা এখান থেকেই ঘটে।

সব যুগেই এমনটি হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও এমনটি ঘটতে থাকবে। আমরা এমন এক জাতি যারা অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না। অতীতের ভুলভ্রান্তি থেকে নিজেদের শিক্ষা না নিয়ে বরং একদল তোষামোদীদের কণ্ঠে নিজেদের ভুল সিদ্ধান্তগুলোকেই মহাকর্ম ও সাফল্যের মোড়কে দেখতে পছন্দ করি।

আমাদের ইতিহাসবেত্তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনায়ও এমনটি করেছেন যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পূর্বসূরীদের কোন কাজকে মন্দ বলতে পারে এমন

কোন ব্যাপার বা ঘটনা তারা সংযোজন করেননি। ইতিহাস রচনায় শুধু সুকর্মগুলোকেই উল্লেখ করেছেন কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের কুকর্ম ও ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর প্রতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সতর্ক করার ব্যাপারটিকে পাশ কাটিয়ে গেছেন।

স্পেনের ইতিহাসের বেলায়ও তেমনটিই ঘটেছে। স্পেনের শাসকদের ত্রুটিগুলো পাওয়া যায় ইউরোপীয় কতিপয় অমুসলিম লেখকদের লেখায়। যারা স্পেনের পতনে খৃস্টানদের কীর্তিময় ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করেছে। খৃস্টানদের কীর্তি লেখার পাশপাশি এরা স্পেনের মুসলিম শাসকদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল পদক্ষেপ ও সেইসব বীরমুসলিমদের কথাও আলোচনা করেছে, যারা স্পেনের ইসলামী ঝাণ্ডাকে উড্ডীন রাখতে শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও চেষ্টার ত্রুটি করেননি। আসলে এরাই ছিলেন মুসলিম ইতিহাসের প্রাণপুরুষ।

বাগদাদের খলিফার মনোনীত স্পেনের আমীর যেদিন নিজেকে স্পেনের সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন কার্যত সেইদিনই স্পেনের মাটিতে মুসলমানদের কবর রচনার কাজটি সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। অবশ্য তখনও স্পেনের শাসনযন্ত্রে অসংখ্য নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। বিশেষ করে সেনাবাহিনী ও আমলাদের অধিকাংশ ছিল সত্যপথের পথিক, দেশ ও জাতির সেবক। তারা শাসকদের ভ্রষ্টচারিতা দেখার পরও নিজেরা ন্যায়-নিষ্ঠতাকে ত্যাগ করেননি বরং ইসলামের পতাকাকে ইউরোপের বুকে উড্ডীন রাখার জন্যে শেষ চেষ্টা করেছেন।

সেই প্রথম দিন থেকেই সূচিত হওয়া খৃস্টান চক্রান্ত স্পেনের শাসক দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের সময়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। চতুর্দিকে শুরু হল হাঙ্গামা। একদিকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও সীমান্তে অস্থিরতা।

আব্দুর রহমানের দরবারে তখন তোষামোদকারী ও মোসাহেবদের জয়জয়কার অবস্থা। আব্দুর রহমানের দরবারে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর যে ব্যক্তিটি ছিল তার নাম 'যারয়াব'। এই 'যারয়াব' সম্পর্কে অনেকেই উচ্চ ধারণা পোষণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পী এই যারয়াবই আব্দুর রহমানের শাসনামলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে। অত্যন্ত ধূর্ত, চালাক, দূরদর্শী ও কথার যাদুকর এই 'যারয়াব' তার সমালোচকদেরও প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।... নৃত্য ও কণ্ঠশিল্পে পারদর্শী এই মহাধূর্ত লোকটি ছিল অস্বাভাবিক কথক। যে কোন শত্রুকেও সে তার কথার যাদুবলে পক্ষে টেনে নিতে পারত। তাছাড়া ইতিহাস, ভূগোল, যুক্তি, ভাষা ও অলংকরণ শাস্ত্রেও তার বুৎপত্তি ছিল।

তার উদ্ভাবনী শক্তি শুধু কণ্ঠশিল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সে নিত্য নতুন পোষাকের ব্যবহার করে রাজদরবার ও সমাজে রেওয়াজ দিয়েছিল। মহিলাদের মধ্যে অতি পাতলা, সূক্ষ্ম ও শরীর প্রদর্শনীর আয়োজনটি সে খুবই দক্ষতার সাথে রেওয়াজ দিতে সফল হয়েছিল। খুবই দক্ষতার সাথে সে রাজদরবার থেকে ইসলামী পোষাকের বাধ্যবাধকতা দূর করে দেয় এবং দাড়ি ছেটে ফেলার প্রথা মুসলমানদের মধ্যে চালু করে ...।

এক পর্যায়ে স্পেনের সমাজ নৃত্য ও কণ্ঠশিল্পী 'যারয়াব' প্রভাবে দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তার চালু করা পোষাক নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করতে থাকে।

'যারয়াব' ছিল উদ্ভাবনী মানসিকতার অধিকারী এক বিস্ময়কর ব্যক্তি। প্রতি মুহূর্তে সে নতুন নতুন চিন্তা ও উদ্ভাবনের চেষ্টায় থাকত এবং দরবারের কঠিন যে কোন পরিস্থিতিতে তার যাদুকরী কথা বলে সহজ করে ফেলতে পারত। যার ফলে আব্দুর রহমান তার একান্ত ভক্তে পরিণত হয়। 'যারয়াব' এর প্রতি আমীরের ঝোক দেখে আমীর পর্যন্ত পৌছানোর জন্যে ক্ষমতার কাছাকাছি ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রী, সেনাপতি ও আমাত্যবর্গের অধিকাংশই 'যারয়াব' এর স্মরণাপন্ন হতো। এতে যারয়াব পরিণত হয় ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। কোনকিছু পাওয়ার জন্যে শাহজাদা, শাহজাদীরাও পর্যন্ত যারয়াব এর মধ্যস্থতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত। ফলশ্রুতিতে যারয়াব ক্ষমতার ভিতরে ও বাইরে সবারই কেন্দ্রবিন্দু ও বিশ্বস্থ ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

কিন্তু যারয়াবকে শিকারের পরিকল্পনা করল খৃস্টান চক্রান্তকারী ইলুগাইসের চর জায়গীরদার কন্যা সুলতানা। দেখা গেল এই মহা ধরিবাজ লোকটিকে টোপ দেয়ার আগে সে নিজেই বরশি গিলে বসে আছে, অর্থাৎ সে আগে থেকেই সুলতানার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে। আসলে এটা ছিল নিয়তির খেলা। সারা দরবার ও সমাজকে প্রভাবিত করার অধিকারী যারয়াব নিজে প্রভাবিত হয়ে গেল সুন্দরী সুলতানার। সুলতানার যাদুর কাছে সে মাথা নীচু করে ফেলে, আত্মসমর্পণ করে। এদিকে স্পর্শ ও বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ আব্দুর রহমান মোটেও আন্দাজ করতে পারেননি তার প্রেয়সী, রক্ষিতা জায়গীরদার কন্যা আসলে তাকে ভালোবাসে না, সে ভালোবাসে যারয়াবকে।

* * *

আব্দুর রহমানের প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ যখন সীমান্ত আক্রমণ রোধ করতে আক্রমণকারী খৃস্টানদের আস্তানা গুড়িয়ে দিতে ব্যস্ত ছিলেন যারা স্পেনের

ফাম্পলোনা অঞ্চলে আক্রমণ করে সেখানকার অধিবাসীদের জীবন সম্পদ নষ্ট করেছিল। অনেক স্পেনীয় মুসলিমকে খৃস্টানরা গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়ে জীব-জন্তুর মতো অমানবিক যাতনায় নিষ্পিষ্ট করছিল। উবায়দুল্লাহ আব্দুর রহমানের অনুমতি ছাড়াই আগ্রাসীদের আস্তানা তছনছ করে দিতে সীমানা অতিক্রম করে ফরাসী সীমান্তে ঢুকে ওদের দুর্গগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

সেনাপতি উবায়দুল্লাহ যখন জীবন বাজী রেখে স্পেনের সীমান্ত নিরাপত্তা বিঘ্নতা সৃষ্টিকারীদের দমনে ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ে স্পেনের শাসক আব্দুর রহমানের দরবারে চলছে ইসলামী কৃষ্টি কালচার বদল করে বেশভূষা আচার-আচরণ ও চালচলনে বিজাতীয়করণের তোড়জোড়। চলছে নিত্য নতুন ফ্যাসন ভূষণের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা।

সহযোদ্ধাদের নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসার কোন তাড়া ছিল না উবায়দুল্লাহর। ধীর সুস্থে আসলেও তিনি পারেন কিন্তু উবায়দুল্লাহ আরাম বিলাসের মানুষ নন। বিনা প্রয়োজনে কোথাও একটি মুহূর্ত ব্যয় করা ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ।

রাজধানীতে ফেরার পথে প্রধান সেনাপতি পথের দু'পাশের লোকালয়গুলোর খোঁজ খবর নিতে শুরু করলেন। পথের দু'পাশের অধিকাংশ এলাকা ছিল পাহাড়ী ও জঙ্গলাকীর্ণ। তিনি জানতেন, খৃস্টানরা জায়গায় জায়গায় আঁখড়া বানিয়ে রেখেছে। এ ব্যাপারে তার যেদিকে সন্দেহ হতো তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে সন্দেহজনক স্থাপনা গুড়িয়ে দিতেন। এসব কাজের কারণে তার রাজধানীতে ফিরতে কিছুটা বিলম্ব হলো।

প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহর ফেরা না ফেরার ব্যাপারে শাসক আব্দুর রহমানের মধ্যে কোন বিকার ছিল না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম ও ডিপুটি সেনাপ্রধান আব্দুর রউফ সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহর ফিরে আসার বিলম্বে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারা দূত পাঠিয়ে উবায়দুল্লাহর খোঁজ নিতে চেষ্টা করলেন।

"আমার তো মনে হচ্ছে, আমীর আব্দুর রহমান স্পেনকে ধ্বংস না করে ক্ষান্ত হবে না।" একদিন প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীমকে বলছিলেন ডিপুটি সেনাপ্রধান আব্দুর রউফ। আচ্ছা! এ ব্যাপারে আপনি কি কোন কিছু ভেবেছেন? সেনা প্রধানকে জিজ্ঞেস করলেন ডিপুটি সেনাপতি।

"আমরা আব্দুর রহমানকে হত্যা করাতে পারি। যারয়াব ও সুলতানাকেও গুম করে দিতে পারি। কিন্তু আব্দুর রহমানের পর তারই খান্দানের কেউ ক্ষমতায়

অধিষ্ঠিত হবে। এতে সমাজে এই রেওয়াজও চালু হতে পারে যে, হত্যা কর এবং ক্ষমতা দখল কর। ফলে ক্ষমতার শীর্ষ পদটি প্রভাবহীন হয়ে পড়বে। কাজেই আমাদের কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান হওয়াই আমাদের দায়িত্ব।"

"আমি স্পেনের আমীর দ্বিতীয় আব্দুর রহমানকে একটা কথা বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! ডিপুটি সেনাপতি আব্দুর রউফ বললেন, আমি আব্দুর রহমানকে বলব, শাসন করবেন করুন কিন্তু ইসলামের নাম নেবেন না। ইসলামের দোহাই দেয়া ছেড়ে দিন। আপনি আমাদের ধর্মের নাম করে ধোঁকা দিচ্ছেন। বড় বড় মসজিদ তৈরী করাচ্ছেন, কথায় কথায় ইসলাম ও কুরআনের উদ্ধৃতি দেন, অথচ নিজে ডুবে থাকেন হারাম ও পাপের সাগরে। এটা কি ধোঁকাবাজী ও প্রতারণা নয়? আরো বেশী পাপাচার নয়?"

"আমি দেখতে পাচ্ছি, অবনতি নয়, ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করা হয়েছে স্পেনকে।" বললেন প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম।

শাসনযন্ত্রের শীর্ষ ব্যক্তিরা যখন গপিস, নৃত্যগীত, সঙ্গীত ও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকে, তখন শাসনযন্ত্রের খুঁটিগুলোকে পোকায় কাটতে থাকে। শত্রুরা যুদ্ধ প্রস্তুতিতে শক্তি সঞ্চয় করছে, আর আমাদের শাসক আব্দুর রহমান প্রাণঘাতি দুশমনদের সাথে মৈত্রী স্থাপনের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। কারণ সে ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে গেছে। শত্রুদের সাথে সংঘাতে ক্ষমতা হাত ছাড়া হওয়ার আশংকা কিংবা আরাম-বিলাসিতা ও নারী সংশ্রব ত্যাগ করতে হবে বিধায় শত্রুদের সাথে মৈত্রী ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে আরাম আয়েশ ও বিনোদন ঠিক রাখার চিন্তা করছে শাসক।" আব্দুর রউফ...! তুমি নিজের কর্তব্য যথার্থভাবে আদায় কর। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তোমার কাজের জন্য তোমাকে স্মরণ করবে, তোমার কাজের মূল্য তুমি আল্লাহ্র কাছে পাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে তোমার কার্যক্রম যেন হয় পথের দিশা।

আজ যদি তুমিও শিল্পী যারয়াব এর আদর্শে ডুবে যাও, তবে তোমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি মারাত্মক অবিচার করবে তুমি। কারণ সে সময় ইসলাম একটি প্রভাবহীন অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মে পরিণত হবে। ইসলামকে লোকেরা তখন গুরুত্বহীন কিছু সংখ্যক লোকের ধর্মাচার বলে অভিহিত করবে। নামে মাত্র টিকে থাকবে তখন ইসলাম। আব্দুর রউফ! আমাদের রক্ত দিয়ে হলেও ইসলামের আলো প্রৌজ্জ্বল রাখতে হবে। কুফরের তুফান যতই তীব্র ও প্রচণ্ড হোক না কেন, আমরা ইসলামের প্রদীপ রক্ত দিয়ে হলেও জ্বালিয়ে রাখবো। হতে পারে ভবিষ্যতে এমন কোন প্রজন্ম আসবে যারা নিজেদের রক্ত ঢেলে দিয়ে তারেক মূসার

সহযোদ্ধাদের মত ইউরোপের বুকে টিমটিম করে জ্বলে থাকা ইসলামের আলোকে আলোকিত করে দিবে।"

প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীমের কথা শুনে ডিপুটি সেনাপ্রধান আব্দুর রউফ-এর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। আসলে সে আব্দুল করীমের মতোই আদর্শের সৈনিক। ক্ষমতা ও পদবীর প্রতি তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

* * *

যারয়াব এমনিতেই আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী ছিল। তদুপরি সে নিজেকে আকর্ষণীয় করে রাখার কৌশল খুব ভাল জানতো। সুলতানাকে দেখলে তার মধ্যে মাদকতা এসে যেতো। মাঝে মধ্যেই সে সুলতানার সাথে মিলিত হওয়ার জন্যে তার জায়গীর মহলে যেতো। প্রথম দিকে যারয়াবকে লুকিয়ে চাপিয়ে নিয়ে যেতো সুলতানা। কিন্তু কিছুদিন পর নিজের একান্ত সাথী হিসেবে আব্দুর রহমানের অনুমতি নিয়েই সুলতানা যারয়াবকে সাথে নিয়ে যেতে শুরু করল। সুলতানা নিজেও আব্দুর রহমানকে এই বলে জায়গীর বাড়িতে যেতো যে, শাহী মহলের চারদেয়ালের ভিতরে থেকে আমার মন অস্বস্তি বোধ করে; বাড়িতে গিয়ে কিছু খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসি, তাহলে শরীর ও মনটা একটু চাঙ্গা হবে। আব্দুর রহমানের মধ্যে সুলতানাকে বারণ করার ক্ষমতা ছিল না।

আজো যারয়াবকে নিয়ে জায়গীর বাড়িতে এলো সুলতানা। চাঁদনী রাতের জ্যোৎস্নার আলোয় সদ্য ফোটা ফুলের মৌ মৌ গন্ধের মধ্যে নরম মখমলের মতো গালিচা সদৃশ ঘাসের উপরে পাশাপাশি বসল যারয়াব ও সুলতানা। ছিমছাম পরিবেশ। নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশে যারয়াব তার বেহালায় সুর তুলল। বেহালার চারটি তারের সাথে আরো একটি যুক্ত করে যারয়াব তার শিল্প নৈপুণ্যের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছিল। যারয়াব এর এই বিশেষ বেহালার সুর এমনই আকর্ষণীয় ছিল যে, লোকেরা যারয়াব এর আবিষ্কৃত বেহালাকেই যারয়াব নাম দিয়েছিল।

তারের মূর্ছনায় নাগিনীদের মাতাল করার কৌশল দারুনভাবে রপ্ত করেছিল যারয়াব। তার আঙুল বেহালার তারে আঁচড় কাটছিল আর সুলতানা অনুভব করছিল সঙ্গীতের মূর্ছনা তার অস্তিত্বকে বিদ্ধ করে স্বপ্নলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সুলতানা নিজের মধ্যে এমন এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করছিল যে, বেহালার অক্টোপাস থেকে সে মুক্ত হয়ে গভীর সুখে হারিয়ে যেতে চায়।

"তুমি আমার পাশে থাকলে আমি নিজের অস্তিত্বের কথা ভুলে যাই সুলতানা! আমি তোমার অস্তিত্বে হারিয়ে যাই।" বলল যারয়াব। সে হাত বাড়িয়ে সুলতানার বাহু ধরে নিজের দিকে টানল। সুলতানা কাছে আসার পরিবর্তে আরো দূরে সরে গেল। যারয়াব অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সুলতানার সরে যাওয়ায়।

"তুমি জানো না, আমি কতো তৃষ্ণার্ত! দূরে সরে যেয়ো না, কাছে এসো।" বলল যারয়াব।

"আল্লাহ্ তোমাকে জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে ভরে দিয়েছে যারয়াব। কিন্তু প্রেমের ভেদ তুমি পাওনি যারয়াব! এই বিরহের মধ্যে কি তুমি সুখ অনুভব করো না?" যারয়াব এর উদ্দেশে বলল সুলতানা।

"তুমি কি বিরহের সুখ সম্পর্কে জ্ঞাত?" বলল যারয়াব।

"তা যাই হোক, তুমি হয়ত বিরহের সুখ সম্পর্কে জ্ঞাত নও।"

"বিরহ বেদনায় যে সুখ, সেই সুখ মিলনের মধ্যে নেই।" বলল সুলতানা। তুমি জান যারয়াব! স্পেনের বাদশা এক পলকের জন্যেও আমার বিরহ সহ্য করতে পারে না। সে আমাকে নয়, ভালবাসে আমার শরীরকে। আমার দৈহিক সৌন্দর্য যতদিন অটুট থাকবে ততোদিন তার ভালোবাসাও অটুট থাকবে। যেদিন তার মন আমার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে যাবে, সেদিন আমি হারেমের অন্য দশটি রক্ষিতার মতোই ফেলনা হয়ে যাবো। এজন্য আমি কখনও চাই না তুমি আমার শরীরের স্বাদ অনুভব কর। তাতে এক সময় তুমিও বিতৃষ্ণ হয়ে যাবে। আমি একটি রহস্য হয়ে থাকতে চাই যারয়াব! এই ভেদ যদি তোমার কাছে প্রকাশ পেয়ে যায় তবে প্রেমের মজা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তুমি যদি আমাকে স্ফূর্তির উপাদানে পরিণত কর, তাহলে আমিও তোমাকে আমার দেহের একজন খদ্দের মনে করতে থাকব। আমাকে আমার তপস্যা করতে দাও।"

"সুলতানার কথায় যারয়াব হাত গুটিয়ে নিল। অবশ্য সুলতানা এ ধরনের কথাবার্তা এর আগেও যারয়াবের সাথে বলেছে। সে জেনে শুনেই যারয়াবের মধ্যে দৈহিক তৃষ্ণা উস্কে দিয়েছিল। এই তৃষ্ণা সে আব্দুর রহমানের মধ্যেও উস্কে দিয়েছিল। আব্দুর রহমান যে তিন বাদীর প্রেমে মগ্ন ছিল, কৌশলে সুলতানা তাদেরকেই ব্যবহারে উজ্জীবিত করে নিজেকে দূরত্বে রাখতো।

* * *

অশ্বখুরের আওয়াজ শোনা গেল।

"হয়ত ইলুগাইস এসেছে।" বলল যারয়াব।

"হ্যাঁ, সেই হবে, বলল সুলতানা। তুমি এখানে বস, আমি ওকে নিয়ে আসছি।"

সুলতানা চলে গেল। সুলতানা ইলুগাইসের ঘোড়া তার এক কর্মচারীর হাতে দিয়ে বেধে রাখতে বলল। ইলুগাইসকে সুলতানা একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে

বলল, যারয়াব এসেছে। "আমি একটি মুশকিলে পড়ে গেলাম ইলুগাইস! তুমি তো জান যে, যারয়াব আমার প্রেমে পড়ে গেছে। আমি তাকে এই ধারণা দিয়ে রেখেছি যে, আমি তার চেয়েও বেশী তার প্রেমের পাগল। কিন্তু একটি ব্যাপার দেখো ইলুগাইস! আমি তোমার কথা মতো ওর মরিচীকা হয়ে রয়েছি, আর সে আমার প্রেমে দিনদিন উতলা হয়ে উঠছে। কিন্তু এই বাস্তবতাকেও আমি বেশী দিন চেপে রাখতে পারব না যে, আমার হৃদয়েও ওর প্রতি অনুরাগ জন্ম নিচ্ছে। আমার মনে হয়, সে নয় আমিই ওর প্রতি বেশী টান অনুভব করছি। আসলে ওর মধ্যে দারুন এক সম্মোহনী ক্ষমতা রয়েছে, যার কারণে আব্দুর রহমানের মত মেধাবী জ্ঞানী ও বাহাদুরকেও সে অন্ধভক্ত বানিয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, সে গোটা একটি জাতির কৃষ্টি কালচারকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে।"

আসলে ইলুগাইস কোন সাধারণ লোক ছিল না। সে ছিল খৃস্টীয় ও ইসলামী জ্ঞানের পরিপূর্ণ পণ্ডিত ব্যক্তি। সে সঙ্গীতজ্ঞ ছিল না বটে কিন্তু কথার যাদুকরী গুণ তার মধ্যেও ছিল। সে অতি সূক্ষ্মভাবে স্পেনের খৃস্টান অধিবাসীদের বিদ্রোহের জন্যে সংগঠিত করতে সফল হয়েছিল, যার কারণে স্পেনের খৃস্টান অধিবাসীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণার জন্যে তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

"ভালবাসা কোন অপরাধ নয় সুলতানা! বলল ইলুগাইস। যেসব লোক তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রাখে এবং তাদের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন থাকে তারা কখনও প্রেম ও ভালোবাসার জন্যে ভবিষ্যত বরবাদ করে না। আমরা তোমাকে সম্রাজ্ঞী বানিয়ে রাখতে চাই সুলতানা! তোমার মধ্যে সম্রাজ্ঞী হওয়ার মত যোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে তোমাকে অভিনয় করতে হবে। এই অভিনয়ের অংশ হিসেবে যারয়াবের সাথেও প্রেমের অভিনয় করে যেতে হবে। তাকে তোমার প্রেমের শিকলে বেঁধে রাখতে হবে। তাকে কখনও সজাগ হতে দিও না। প্রেমের মধ্যেই তাকে ডুবিয়ে রাখো। আমি জানতে পেরেছি ইতোমধ্যে যারয়াব আমাদের অনেক কাজ করেছে। আমি কয়েকজন আরবকে দেখেছি, তারা আরব মুসলমান হলেও চালচলন ও পোষাক পরিচ্ছদে আমাদের মতোই দৃশ্যমান হয়।"

"এ ব্যাপারটি তুমি কমই দেখেছো। বলল সুলতানা। তোমার চেয়ে আমি যারয়াব এর কার্যক্রমের সফলতা আরো বেশী দেখেছি।"

"চল, যারয়াব আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তাকে কোন অবস্থাতেই সংশয়ে ফেলা উচিত নয়। আমি তোমাকে আবারো বলছি সুলতানা! তুমি নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখো। যারয়াবকে তোমার ভাললাগা উচিত, কারণ তার মধ্যে

আকর্ষণ রয়েছে কিন্তু তাকে কখনও তৃপ্ত হতে দিও না, তৃষ্ণার্ত রাখবে।" কথা বলতে বলতে তারা যারয়াব যেখানে বসে ছিল সেখানে চলে এলো।

"আমার কাছে এতো সময় নেই যে, দীর্ঘ কথা বলব এবং অনেকক্ষণ ধরে তোমাদের কথা শুনব।" যারয়াবের উদ্দেশে বলল ইলুগাইস। আমি জানতে পেরেছি, যে দায়িত্ব আমরা তোমাদের দিয়েছি সফলতার সাথে তোমরা সেই কাজ করে যাচ্ছো। তোমরা আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছো। আসলে এ কাজ শুধু আমাদের নয় তোমাদেরও। মনে রেখো, আমি কখনও ক্ষমতার আশা করি না। আমি তোমাদের একথাও কখনও বলব না যে, তোমরা তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টান হয়ে যাও। আমার কাছে ধর্ম অর্থহীন। আমি মানবতার মুক্তি চাই। তোমরা উভয়েই তো একেকজন কৃতি ব্যক্তিত্ব। কিন্তু সুলতানা যদি সুন্দরী না হতো, আর তুমি যদি সঙ্গীতে অস্বাভাবিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী না হতে তাহলে কি বাদশার দরবারে যে কদর তোমরা পাচ্ছো, এই কদর ও সম্মানের অধিকারী কি তোমরা হতে পারতে? তোমরা কি আব্দুর রহমানকে এমন বিশাল একটি দেশের শাসক হওয়ার মতো যোগ্য ব্যক্তি মনে কর? আসলে শাসন করার যোগ্যতা আছে তোমাদের, তোমাদের সেই পদ ও অধিকার অর্জন করতে হবে।"

"আব্দুর রহমান সম্পর্কে তুমি যে ধারণার কথা বলেছো, তা ভুল।" বলল যারয়াব। তার যোগ্যতাকে আশেপাশের সব খৃস্টান শাসকরা সম্মান করে। তোমার কি জানা নেই, তার পিতা আল হাকাম যখন স্পেনের অধিপতি ছিল তখন শাসনযন্ত্রের পুরো কাজকর্ম আব্দুর রহমানের হাতে ন্যস্ত ছিল। সে সময় যদি আব্দুর রহমান শাসন ব্যবস্থা নিজের হাতে তুলে না নিতো, তাহলে তো আল হাকাম স্পেনকে ডুবিয়েই দিয়েছিল প্রায়। আব্দুর রহমানকে নিষ্ক্রীয় রাখার ব্যাপারে আমার ও সুলতানার সফলতাকে তোমাদের গণ্য করতে হবে। কারণ তার যোগ্যতা ও সক্ষমতাকে আমরা চাপা দিয়ে রেখেছি। এই ব্যক্তির মধ্যে যদি নারী লোভ, নৃত্য সঙ্গীতের আসক্তি না থাকতো, তাহলে স্পেনের মাটিতে কোন খৃস্টানের পক্ষে বিদ্রোহের কথা ভাবারও সাহস থাকতো না। এখনও যদি তাকে কেউ পূর্বের চেনতায় ফিরিয়ে নেয় তবে এই অঞ্চলের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাকে সফল বলতে পারো যে, আমি এই অঞ্চলের কৃষ্টি কালচার বদলে দিয়েছি। আমি শাহী খান্দান ও আমীর শ্রেণীর মধ্যে ইউরোপীয় কালচার চালু করে দিয়েছি। তুমি ধর্মের কথা বলেছো, ধর্মের প্রতি তোমার যেমন কোন আগ্রহ নেই, তদ্রূপ আমারও ধর্মের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই, ধর্মকে আমি অর্থহীন বিষয় মনে করি।"

যারয়াব আসলেই ছিল ধর্মের প্রতি বিরূপ। কিন্তু ইলুগাইস আগাগোড়া একজন কট্টরপন্থি খৃস্টান। যারয়াব মেধাবী ও পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও ধর্মের ব্যাপারে ইলুগাইসের লুকোচুরি সে অনুধাবন করতে পারেনি। আসলে কোন বিশেষ জিনিসের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি থাকলে মানুষের অনুভূতি দুর্বল হয়ে পড়ে। যারয়াব আব্দুর রহমানের অতি নারীলোভ ও দাসীদের প্রতি আসক্তির বদনাম করলেও নিজের অজান্তেই সে সুলতানার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্ত হয়ে পড়েছিল এবং এই আসক্তির কারণেই সে নিজ দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে চক্রান্তের ক্রিড়নক সেজে শত্রুদের ঘুটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করল।

সেই রাতের সিংহভাগ তাদের মধ্যে মত বিনিময়ে কেটে গেল। সেই একই চক্রান্ত ও পরিকল্পনার ছকে চলল কথাবার্তা। ইলুগাইস ছিল খুবই সতর্ক ও সচেতন লোক। সে অনেক কথা বললেও তার আসল উদ্দেশ্য ও গোপন রহস্য সুলতানা ও যারয়াবের কাছে ব্যক্ত করল না।

* * *

সেনাপতি উবায়দুল্লাহ ফাম্পলোনায় ফরাসী সৈন্যদের পরাজিত করে স্পেনের সীমান্তবাসীদের উপর অত্যাচারের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে ফিরে আসার সময় আশেপাশের এলাকাগুলোরও খোঁজ খবর নিয়ে আসতে শুরু করলেন। এ কাজের জন্য তিনি একটি বিশেষ সেনা ইউনিট গঠন করেছিলেন; যারা দু'পাশের বসতিগুলোয় গিয়ে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট দিতো।

একটি ময়দানে তাঁবু ফেললেন উবায়দুল্লাহ্। তাঁবুর দু'পাশে পাহাড়ী এলাকা এবং কিছুটা জঙ্গলাকীর্ণ জায়গাটি। সন্ধ্যায় আঁধার নেমে এসেছে চতুর্দিকে। ঠিক এমন সময় দু'জন অশ্বারোহী এল। তাদের দেখে সাধারণ পথিকের মতোই মনে হলো। চেহারায় দীর্ঘ সফরের ছাপ। কাপড় ও শরীরে ধুলোর আস্তরণ। তারা এসে বলল, "আমরা খৃস্টান ছিলাম, এখন ইসলাম গ্রহণ করেছি। তারা এও বলল, সেনাপ্রধানকে একান্তে কয়েকটি কথা বলার জন্য এসেছি। কথাগুলো এমন যে, তা শুধু সেনা প্রধানকেই বলা যাবে আর কাউকে নয়। তাদের দেহ তল্লাশী করে দেখা গেল সাথে কোন হাতিয়ার নেই। তখন উভয়কে সেনা প্রধানের তাঁবুতে নিয়ে গেল প্রহরীরা।

"সম্মানিত সেনাপতি! হতে পারে আমরা যা দেখেছি, তা সঠিক নয় কিন্তু আমরা দু'চেখে যা দেখেছি তাই আপনাকে বলা কর্তব্য মনে করেই এখানে এসেছি। আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, ইসলামের বস্তুনিষ্ঠতা ও মহিমান্বিত মহত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে। খৃস্টবাদের চেয়ে ইসলামের মধ্যে আকৃষ্ট হওয়ার বিশেষ গুণ দেখেই তো আমরা ইসলামে দীক্ষা নিয়েছি।"

দীর্ঘ ভূমিকা দেয়ার পর তারা বলল, "এই এলাকা দিয়ে অতিক্রম করার সময় একটি বাড়ির ভগ্নাবশেষের মধ্যে তারা চারপাঁচজন মহিলাকে প্রবেশ করতে দেখল। এতে তাদের মনে সন্দেহ হলো যে এই ধরনের পোষাকে তো মহিলা এই এলাকায় দেখা যায় না। তাছাড়া পুরুষ ছাড়া শুধু মহিলাদের এই অঞ্চলে সফর করারও কথা নয়। তাহলে এই মহিলারা কোত্থেকে আসল? ব্যাপারটি বোঝার জন্য তারা ধ্বংসস্তূপের দিকে চলে গেল, গিয়ে দেখল ধ্বংসস্তূপটি একটি পুরনো গির্জা। সেখানে গ্রাম্য পোষাকের চারপাঁচজন মহিলা। তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কারা? কোত্থেকে এসেছ, কোথায় যাবে?"

"তারা জানাল, নওমুসলিম তারা। মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে কিছুটা দূরে থেকে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি সফর করছে তারা। তারা বলল, আমরা সেনাপ্রধানের সাথে দেখা করতে চাই। কিন্তু নারী হওয়ার কারণে সেনাদের ভয় করি আমরা। কারণ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে যা শুধু সেনাপ্রধানকেই বলা যাবে। তার সাথে সাক্ষাৎ করতে না পারলে আমরা চলে যাব। আর তিনি যদি এখানে চলে আসেন তাহলে তাকে বিস্তারিত সবই বলব।"

মুচকি হাসলেন উবায়দুল্লাহ্!

"তোমরা কি আমাকে বোকা বানানোর জন্যে এসেছো?" বললেন সেনাপ্রধান।

"এই দুঃসাহস আমাদের নেই সম্মানিত সেনাপতি!" বলল একজন। ওরা নারী না হলে আমরা সাথে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু মহিলাদেরকে তো আর আমরা সাথে আসার জন্যে বাধ্য করতে পারি না। তবুও আমরা তাদের বলেছিলাম আমাদের সাথে আসতে। কিন্তু তারা আমাদের সাথে আসতে রাজী হলো না। তাদের দু'জনতো আমাদের প্রস্তাবে কান্নাই শুরু করে দিল। আল্লাহ্ই জানেন, কি কথা রয়েছে তাদের কাছে যে সেনাপ্রধানকে না জানিয়ে তারা স্বস্তি পাচ্ছে না।" মহিলাদের পক্ষ থেকে তো আর আপনার কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। আপনি না যেতে চাইলে আমাদের কিছু বলার নেই, সবটাই আপনার মর্জি। আমরা মুসাফির। আবার আমাদের পথে রওয়ানা হবো আমরা কিন্তু পথিমধ্যে মহিলাদের আবেদনে সাড়া দেয়া কর্তব্য মনে করেই আপনার কাছে আসা।"

ওদের কথায় সেনাপতি উবায়দুল্লাহ ওদের সাথেই রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি সাথে মাত্র দু'জন নিরাপত্তারক্ষী নিলেন। কারণ সেই অঞ্চলে তিনি এমনই ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন যে, কেউ তার উপর আঘাত হানার মত দুঃসাহস করবে এমনটি তাদের ধারণার বাইরে। প্রায় তিন মাইল দূরের পাহাড়ের ঢালে ছিল

গির্জার ধ্বংসস্তূপ। আগন্তুক দু'জন তাদের অগ্রভাগে এবং সেনাপতি উবায়দুল্লাহ তার দুই দেহরক্ষী নিয়ে ওদের পিছনে পিছনে যেতে লাগলেন। ভগ্নপ্রায় গির্জার কাছে পৌঁছালে সেখান থেকে মহিলাদের কান্নার আওয়াজ ভেসে এলো। আগন্তুক লোক দু'জন গির্জার পাশে এসে থেমে গেল।

"আর আগে যাবেন না।" একজন বলল সেনাপতি উবায়দুল্লাহকে। এদেরকে মানুষ মনে হয় না। হতে পারে এরা জিন ভূত হবে। কারণ এদের তো কান্না করার কথা নয়। তারা আমাদেরকে বলেছিল, তারা কোন মজলুম নয়।

"ঠিক সেই সময় ভগ্নগির্জার ভিতর থেকে চিৎকার শোনা গেল, বাঁচাও, বাঁচাও, এসব অত্যাচারীদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাও।"

মহিলাদের আর্তচিৎকারে উভয় পথিক ধ্বংসস্তূপের দিকে দৌড়াল। উবায়দুল্লাহ নিজেও ঘোড়া থেকে নেমে ধ্বংসস্তূপের দিকে দৌড়ালেন। তার দুই রক্ষীও ঘোড়া থেকে নেমে তাদের পিছনে দৌড়াল। ধ্বংসস্তূপের ভিতরে গিয়ে সেই দুই পথিক বাইরে বেরিয়ে এসে হাসতে লাগল, অপরদিকে ভিতরে নারীর আর্তচিৎকারও বন্ধ হয়ে গেল।

তারা সেনাপতি উবায়দুল্লাহ ও তার দুই দেহরক্ষীকে বাইরেই থামিয়ে দিয়ে বলল, না কিছুই নয়, এমনিতেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল এরা।

দেহরক্ষীদের বাইরে রাখুন। শুধু আপনি ভিতরে আসুন। কারণ ওরা শুধু আপনার সাথেই কথা বলতে চায়। দেহরক্ষী দু'জন বাইরে থেমে গেল, সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ একাকী ভগ্নপ্রায় গির্জার ভিতরে চলে গেলেন। কক্ষটি ছিল অতি পুরনো ও নীচু, অন্ধকার, অপরিচ্ছন্ন। কোন নারী কেন কাউকেই সেখানে দেখা গেল না। কক্ষের চারটি দরজার মধ্যে একটি মাত্র খোলা। সেনাপ্রধান তরবারী কোষমুক্ত করে ফেলেছিলেন। ঠিক এমন সময় তার পিছনে পায়ের শব্দ পেলেন তিনি। তাকালেন সেদিকে।

ছয়জন দীর্ঘ সবল লোক হাতে উন্মুক্ত বর্শা নিয়ে দাঁড়ানো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা খৃস্টান। ক্ষোভ ও ঘৃণায় রক্তিম তাদের চেহারা। তারা উবায়দুল্লাহর চেহারার দিকে দৃষ্টি রেখে যখন তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল তখন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন যে, দুই পথিকের কথার উপর এতো তাড়াতাড়ি বিশ্বাস স্থাপন করা তার ঠিক হয়নি।

"কি চাও তোমরা?"

"আমরা যা চাই, তা আমরা পেয়ে গেছি।" বলল ছয়জনের একজন।

"সেনাপতি! তোমার দুই দেহরক্ষীকে ইতোমধ্যে আমরা হত্যা করে ফেলেছি। খোলা দরজার দিক থেকে আওয়াজ এল। উবায়দুল্লাহ সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, যে দু'জন অশ্বারোহী পথিক উবায়দুল্লাহকে এখানে নিয়ে এসেছিল তারা দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে খোলা তরবারী। উভয়ের তরবারীই রক্তে মাখা।

"সেনাপতি! তুমি এখন আমাদের হাতে বন্দী। ঘাবড়ে যেয়ো না। তোমাকে আমরা হত্যা করব না। তোমার ভাগ্যের ফায়সালা করবেন ফরাসী সম্রাট লুই। অবশ্য একথা আমরা তোমাকে বলে দিতে পারি যে, খৃস্টানদের যে পরিমাণ রক্ত তুমি বইয়েছ এর মূল্য তোমাকে পরিশোধ করতেই হবে।"

অপর একজন বলল, "এর মূল্য কত তা বলবে সম্রাট লুই।"

"তরবারী আমাদের হাতে দিয়ে দাও।" একজন অগ্রসর হয়ে সেনাপ্রধানের উদ্দেশে বলল।

"সেনাপতি উবায়দুল্লাহ তরবারীর বাটে হাত রেখে বললেন, "জীবন দেবো কিন্তু তরবারী দেবো না। তোমরা আটজন আর আমি একা। আমার শরীরে তোমাদের বর্শা বিদ্ধ হওয়ার আগে তোমরা তরবারী ছিনিয়ে নিতে পারবে না। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে তরবারী আমার হাতেই থাকবে।"

"মাথা ঠিক রাখো উবায়দুল্লাহ্! বলল আরেকজন। আমরা তোমাকে হত্যা করতে চাই না। তোমাকে জীবিত ধরে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাদের। কিন্তু আমাদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে চাইলে তুমি মারা পড়বে।"

"মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত। আমার মৃতদেহ তোমার লুই-এর কাছে নিয়ে যেতে পারবে কিন্তু জীবন্ত নিতে পারবে না।"

"দেখ, আমরা তো ক্রুশের পূজারী। তুমি মুহাম্মদের অনুসারী। তোমার রাসূলকে ডাকো, সে আমাদের হাত থেকে তোমাকে ছাড়িয়ে নিক।" অবজ্ঞার সুরে বলল আরেক ঘাতক।

"আমরা কিন্তু তোমার তরবারী দিয়ে দেয়ার জন্য বলেছি। কিন্তু তুমি এখনও তরবারীট দিচ্ছো না।"

"তরবারী যদি দিতে হয় তাহলে আমার রাসূল (স) কেই দেবো। রাসূলের সঠিক অনুসারী শত্রুর হাতে কখনও তরবারী তুলে দেয় না।"

হঠাৎ বাইরে অনেকগুলো অশ্বখুরের আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজ থেকেই বুঝা গেল কয়েকটি ধাবমান ঘোড়া থেমে গেছে। ঘাকতদের একজন বলল, দেখো তো বাইরে কে?"

"তাদের একজন পা টিপে টিপে বাইরে গিয়ে আবার ভিতরে এসে বলল, ওকে হত্যা করে চলো পালাই।"

সেনাপতি উবায়দুল্লাহ বুঝতে পারলেন বাইরে তার লোকেরা এসে গেছে। আসলেই এরা ছিল উবায়দুল্লাহ্র লোক। বিশজনের একটি দল অনেক দূর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ শেষে তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় ভগ্নস্তূপের বাইরে চারটি ঘোড়াকে দাঁড়ানো দেখে কমান্ডার থেমে গেল। তারা দেখতে পেল সেনাবাহিনীর দুই সেনার মৃতদেহ। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে দেখলেন এরা সেনাপ্রধানের একান্ত দেহরক্ষী। তিনি অনুধাবন করলেন, তাহলে ঘোড়াগুলোর আরোহী ভগ্নস্তূপের ভিতরে থাকতে পারে।

যখন খৃস্টান সৈন্য বাইরে উঁকি দিয়ে মুসলিম সেনাদের দেখে এসে সাথীদের বলল—উবাদুল্লাহকে হত্যা করে পালাও, তখনই সেনাপতি উবায়দুল্লাহ তরবারী বের করে ফেললেন। ততোক্ষণে পর্যবেক্ষণ টিমের কমান্ডার কক্ষের ভিতের চলে এল। এ সময় হঠাৎ উবায়দুল্লাহ্ তার সবচেয়ে নিকটবর্তী খৃস্টানকে এভাবে আঘাত করলেন যে তার ঘাড় কেটে ঝুলতে লাগল। এরপর তিনি চিৎকার করে তার কমান্ডারকে বললেন, সবাইকে ভিতরে চলে আসতে বল।

কমান্ডার সাথে সাথে তার সহযোদ্ধাদের ভিতরে ডাকল। বিপদ আঁচ করতে পেরে খৃস্টান ঘাকতদের দু'জন উবায়দুল্লাহ্র উপর বর্শার আগাত হানল, আর বাকীরা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। যারা বাইরে বেরিয়ে গেল তাদের থামিয়ে দিল সিপাহীরা। ওরাও পালানোর তেমন চেষ্টা করল না বরং মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হল। এদিকে উবায়দুল্লাহ দু'জন বর্শাধারীর মোকাবেলা করছিলেন। বর্শা ছিল অনেক দীর্ঘ এজন্য উবায়দুল্লাহ্র তরবারী দিয়ে বর্শাধারীদের নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল না। এদিকে তার লোকেরা বাইরের খৃস্টানদের সাথে ভয়াবহ লড়াইয়ে লিপ্ত।

আচমকা এক আঘাতে একটি বর্শাকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হলেন উবায়দুল্লাহ্। এরই মধ্যে বাইরে থেকে দুই সৈনিক কক্ষে প্রবেশ করে দুই ঘাতকের একজনকে মেরে ফেলল। উবায়দুল্লাহ্র নির্দেশে অপরজনকে জীবিত গ্রেফতার করা হল।

বাইরে বেরিয়ে উবায়দুল্লাহ দেখলেন সকল খৃস্টান ঘাতক মারা পড়েছে। সেই সাথে তার তিন সৈন্যও শহীদ হয়েছে। খৃস্টানরা জীবনপণ যুদ্ধ করেছিল। ধৃত ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস করা হলো, ওরা আসলে কোন উদ্দেশে এখানে এই নাটক সাজিয়েছিল?

"আপনি যদি মনে করেন, জীবনের ভয়ে আমি আপনাকে বলে দেবো, তাহলে এই ভুল ধারণাটি আপনি মন থেকে দূর করে দিতে পারেন। আমার নাম সিলভাস্! আমরা সেনাপতি উবায়দুল্লাহকে অপহরণ করার জন্যে এসেছিলাম। আমাদেরকে বলা হয়েছিল, উবায়দুল্লাহর পক্ষ থেকে যদি কোন আঘাত বা হুমকি সৃষ্টি হয় তাহলে তাকে হত্যা করে ফেলো। আপনাকে আগেই বলা হয়েছে যে, আমাদের উপর নির্দেশ ছিল স্পেনের সেনাপ্রধানকে অপহরণ করে ফরাসী সম্রাট লুই-এর কাছে নিয়ে যাওয়ার। ব্যস্ এর বেশী কিছু আমি জানি না।"

"তোমাকে বলতে হবে তোমাদের দলের সদস্য আর কোথায় কোথায় রয়েছে" বললেন উবায়দুল্লাহ। আর এখানকার কোন কোন মুসলমান তোমাদের সাথে রয়েছে?

"না, আমি সে কথা বলতে পারব না। আমি অঙ্গীকার করে এসেছি, গোপন তথ্য কখনও প্রকাশ করব না। আমরা জীবনত্যাগী। জীবন চলে গেলেও অঙ্গীকার ভঙ্গ করি না। আমরা যীশুর সম্মানে জীবন দিয়ে দেয়ার শপথ করেছি।"

"পর্যবেক্ষণ টিমের কমান্ডার উন্মুক্ত তরবারী ওর শরীরে ঠেকিয়ে বললেন, সেনাপ্রধানের প্রশ্নের জবাব তোমাকে দিতেই হবে।"

"তরবারীর আঘাত যাতে আর না পড়ে সেনাপ্রধান কমান্ডার ও খৃস্টানের মাঝে আড়াল করে দিলেন এবং বললেন, "প্রশংসার উপযুক্ত এসব লোক, যারা নিজেদের ধর্মের জন্য জীবন কুরবান করতে অঙ্গীকার করেছে...। আমি তথ্য সংগ্রহের জন্য মোটেও ওর উপরে জুলুম করব না...।"

সালভাস! গোপন তথ্য গোপন রাখার অধিকার আমি দিচ্ছি, সেই সাথে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিচ্ছি। আমাদের এতো লোক মিলে তোমার মত একাকী লোককে হত্যা করার মধ্যে কোন বাহাদুরী দেখছি না। তুমি গিয়ে ফরাসী সম্রাট লুইকে বলো, আমাকে অপহরণ করার জন্যে সে নিজে যেন আসে।" তোমরা ধর্মের জন্যে আত্মত্যাগী বাহিনী তৈরী করেছো। আর আমাদের এখানে সেনাপ্রধান থেকে সাধারণ সিপাহী পর্যন্ত সবাই ধর্মের জন্যে জীবনোৎসর্গকারী...। যাও সালভাস! ফরাসী সম্রাটকে বলো, উবায়দুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ একাকী কোন লোকের উপর আঘাত করে না...। সালভাস! তোমার এক সাথী কটূক্তি করে আমাকে বলেছিল, তোমার রাসূলকে ডাকো। পারলে সে এসে তোমাকে আমাদের হাত থেকে মুক্ত করে নিক। দেখলে তো? আমার রাসূলের বরকতে আমি কি বিস্ময়করভাবে বেঁচে গেলাম! কথা বলতে বলতে ভগ্নস্তূপ থেকে বেরিয়ে বাইরে মৃতদেহগুলোর পাশে দাঁড়ালেন সেনাপ্রধান।

"আপনি যদি আমাকে ধোঁকা না দিয়ে থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে দু'টি একান্ত কথা বলতে পারি।" বলল সালভাস।

"না, আমি কাউকে কোন ধোঁকা দেই না, তোমাকেও ধোঁকা দিচ্ছি না... বললেন সেনাপ্রধান। তোমার যা বলার তা নির্ভয়ে বলতে পার। মন চাইলে তুমি আমাকে গালিও দিতে পার। কারণ তুমি স্বাধীন, মুক্ত।"

আমি নির্ভীক সেনাপতি! বলল সালভাস। কিন্তু গালি দেবো না। গালি দেয়া জানবাজদের কাজ নয়, কারণ তাদের জবানের চেয়ে তরবারী বেশী চলে...। আমি আপনার বদান্যতার প্রতিদান দিতে চাই সম্মানিত সেনাপতি! আপনি জানতে চেয়েছিলেন, কোন কোন মুসলমান আমাদের সাথে আছে। আমি এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য বলতে পারব না, কেননা বিস্তারিত তথ্য আমি জানি না, জানার কথাও নয়। তবে একথা বলে দিতে পারি যে, স্পেনের অভ্যন্তরে ঘুণ ধরেছে। এই ঘুণ পোকা আপনাদের মসনদকে কেটে সাবাড় করে দেবে। আপনি যতোই চেষ্টা করুন, স্পেনে মুসলিম শাসন টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। আপনাদের শাসন ব্যবস্থাকে মুসলমানরাই ধ্বংস করছে, এটা কোন রহস্যজনক ব্যাপার নয়, খোলা চোখে আপনি তাকালেও দেখতে পারবেন। ইচ্ছা করলেই আপনি এসব ধ্বংসাত্মক ঘুণ পোকাকে দমন করতে পারবেন না। অসংখ্য খৃষ্টান একদিকে ইসলাম গ্রহণ করছে, অপরদিকে মূল আরব বংশোদ্ভূত মুসলমানরা ইউরোপীয় কৃষ্টি কালচারে ডুবে যাচ্ছে, তারা মুসলমান নামে পরিচিত হলেও কাজে কর্মে খৃষ্টানী ভাবধারায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যে জাতি নিজের স্বতন্ত্র কৃষ্টি কালচারকে ধ্বংস করে দেয় তাদের তরবারীতে মরিচা ধরে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস থাকে না।

"আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই তুমি ভাড়াটে খুনী নও"—বললেন সেনাপতি উবায়দুল্লাহ। তোমার কথার মধ্যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা রয়েছে। ভাড়াটে খুনীরা এতো জ্ঞানের গভীরতা রাখে না। বিবেক বোধহীন সৈনিকরাই ভাড়াটে খুনখারাবী করে থাকে।

"সেই সিপাহীর বর্শা দুশমনের বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে পিঠ ফুটো করে, যে সৈনিকের মধ্যে থাকে নিজ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসা। মনে রাখতে হবে, সৈনিকের বাহুবলের চেয়ে তার ঈমানী বল বেশী শক্তিশালী। শুনে রাখুন, আমরা আপনাদের জাতির ঈমানী শক্তি ধ্বংসের কাজ অনেকাংশে সেরে ফেলেছি...।" বলল সালভাস।

"কিন্তু তোমরা সফল হতে পারবে না সালভাস!" বললেন সেনাপতি।

"আমাদের উস্তাদ বলেছেন—কোন জাতিকে একদিন, একমাস কিংবা এক বছরে ধ্বংস করা যায় না। তাতে একটু সময় তো লাগবেই সম্মানিত সেনাপতি! বলল সালভাস। কিন্তু আমাদের কাজ থেমে নেই। আপনার অস্বাভাবিক বদান্যতা ও মহানুভবতার কারণে একথাগুলো আমি বলতে বাধ্য হলাম...। কৌশল হলো, কেউ যদি বিজয় লাভ করতে চাও তাহলে শত্রু পক্ষকে পতনের পথে চালিয়ে দাও। তাতেই তোমার বিজয় অর্জিত হবে। সেই সাথে নিজের জাতি ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের বুঝিয়ে দাও, শত্রুদের বিরুদ্ধে আমরা যে মিশন চালু করেছি তাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিজের ধর্মের জন্যে আত্মোৎসর্গকারীদের গল্প, তাদের কীর্তি ও গৌরবগাঁথা শোনাও, তাহলে তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তোমাদের শুরু করা মিশন আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। এভাবে এমন একটি সময় আসবে যে শত্রু পক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সম্মানিত সেনাপতি! আপনার জাতির পতনের সব ধরনের ব্যবস্থা আমরা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করে ফেলেছি। আপনার কওম এখন ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হচ্ছে...।

"আমাদের সেনাবাহিনী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? আমাদের সেনাবাহিনীকেও কি তোমরা ধ্বংসের পথে চালাতে পারবে? তাদেরকে কি পরাজিত করতে পারবে?" জিজ্ঞেস করলেন সেনাপতি।

"যে জাতির শাসক নিজের শাসন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যে জাতিকে ধোঁকা দেয় এবং শত্রুকে বন্ধু ভাবতে থাকে, আর যে নট-নটীদেরকে তার বিবেক বুদ্ধির উপরে প্রাধান্য দিয়ে রাখে, সেই জাতির সেনাবাহিনী যতোই শক্তিশালী ও চৌকস হোক না কেন সফল হতে পারবে না। আপনার সেনাবাহিনীরও একই অবস্থা হবে। শাসক ও সৈন্যদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে যখন বিরোধ দেখা দেয় তখন আর কোন জাতি মাথা উঁচু করে থাকতে পারে না। তখনই সেই জাতির মৃত্যু অবধারিত হয়ে পড়ে, আর জীবিত থাকলেও গোলামীই হয়ে পড়ে তাদের ললাট লিখন।"

"সম্মানিত সেনাপতি! উবায়দুল্লাহর উদ্দেশে বলল কমান্ডার। আমার মনে হয় এই লোক ভাড়াটে খুনি নয়, যথেষ্ট জ্ঞানী ও গোয়েন্দাদলের অফিসার। তাকে ছেড়ে দেয়া কি ঠিক হবে?"

"থাম! সালভাসের চেহারার দিকে তাকিয়ে কমান্ডারকে থামালেন সেনাপতি উবায়দুল্লাহ। বললেন, এ ধরনের শত্রুকে হত্যা করা আমার উপর জরুরী নয় কমান্ডার। এমন জ্ঞানী ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন শত্রুকেও আমি সম্মান করি।"

"আমিও আপনার মত অধিনায়ককে শ্রদ্ধা করি।" বলল সালভাস। এরপর সে কমান্ডারকে লক্ষ্য করে বলল, হত্যাই যদি করতে চাও, তবে তোমাদের

শাসককে হত্যা করে ফেল দোস্ত! অতঃপর এমন কোন লোককে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করো যে নিজেকে নিয়ে ডুবে না থাকে।"

একটু পরে সালভাস আপন ঘোড়ায় আরোহণ করে নিজের গন্তব্যের দিকে রওয়ানা করল।

* * *

স্পেনের মুসলিম শাসনের অবসানকল্পে খৃষ্টানরা অনেক অগ্রসর হয়ে পড়েছে তখন। খৃস্টান পরিকল্পনাকারীরা খৃস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছিল। ইলুগাইস ও ইলয়ারোর মত খুব দূরদর্শী লোকেরা খৃস্টানদেরকে এভাবে সংগঠিত করছিল যে, তারা সৈনিকদের সাথে প্রকাশ্য বিরোধে লিপ্ত না হয়েও সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন পুরোদমে চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু তারা অতি কৌশলে শীর্ষ ব্যক্তি স্পেনের শাসক আব্দুর রহমান ও রাজমহলকেও ব্যবহার করতে শুরু করল।

এরা মুখোমুখি সংঘাতে না গিয়ে ইসলামের কৃষ্টি কালচারগুলোকে প্রথমে টার্গেট করে সেগুলোর মধ্যে বিকৃতি সাধন ও বিলুপ্তিকরণের কার্যক্রম শুরু করে। এরা ইসলামী চেতনাকে ধ্বংসের জন্য অবলম্বন করল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির দুর্বল দিকগুলোকে, মানুষের সহজাত মানবিকতা ও প্রেম ভালোবাসাকে। মুসলমানদের মন থেকে আখেরাতের চিন্তা দূর করে দিয়ে জাগতিক ভোগ বিলাসের বিস্তার ও অনুপ্রবেশ ঘটাতে সচেষ্ট ছিলো খৃস্টান চক্রান্তকারীরা। এই ভয়াবহ সূক্ষ্ম চক্রান্তের মধ্যে স্পেনের মূলশক্তি দু'দিকে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ উবায়দুল্লাহ ও তার অনুসারী সেনাবাহিনী ঘুম হারাম করে খৃস্টানদের চতুমুর্খী চক্রান্ত রোধে তৎপর, অপরদিকে স্পেনের শাসক আব্দুর রহমান শাহী মহলে সুন্দরী নারী ও রক্ষিতাদের নিয়ে নাচ গান ও আনন্দ স্ফূর্তিতে লিপ্ত এবং জাতিনাশী মোসাহেবদের বেষ্টনীর মধ্যে থেকে দেশের প্রকৃত অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বেখবর।

ইতিহাস একথা স্মরণ করে যে, আব্দুর রহমানও একসময় বীর বাহাদুর যোদ্ধা ছিলেন। তার খুবই যশ ও খ্যাতি ছিল। কিন্তু পর নারীর উষ্ণতা, নৃত্যগীত ও দরবারী মোসাহেবরা তার সেই ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে নষ্ট করে দিয়েছিল। তিনি কাব্য সাহিত্যেরও কদর করতেন কিন্তু তার দরবারে সেইসব কবি সাহিত্যিকরাই যেতে পারতো যেসব কবিদের পক্ষে তার দরবারী মোসাহেবরা সুপারিশ করত। মোসাহেব ও উপদেষ্টারা নিজ নিজ স্বার্থে আব্দুর রহমানকে ব্যবহার করতো।

এসব দরবারী কবি, সাহিত্যিকরাই স্পেনকে ডুবানোর কাজটি বেশী ত্বরান্বিত করেছে। তারা শাসকদের সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য করে সব সময় কথা বলত। যেসব বাস্তব ও সত্যকথা বললে শাসকরা রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হতে পারে তারা সব সময় তা থেকে এড়িয়ে থাকত। যার ফলে শাসকরা দিন দিন বাস্তবতা থেকে অবাস্তব ও কল্পনার জগতে বিরাজ করতো। এসব দরবারী কবিরা শাসকদেরকে শব্দের আফীম খাইয়ে বুঁদ করে রাখতো। ইতিহাস লিখে, বিশেষ করে বনী উমাইয়া শাসকরা উপদেষ্টা ও শাসনকার্যের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়োগের সময় ব্যক্তিগত পছন্দ ও ভক্তদের প্রাধান্য দিতেন। এরা মানুষকে যে একেবারে চিনতো না তা নয়, কিন্তু এই শক্তিকে তারা তেমন ব্যবহার করত না। সেইসব লোকেরাই মন্ত্রী, গভর্নর থাকতে পারত যারা শাসকদের পছন্দনীয় ব্যক্তি হতো। যাদের প্রতি তারা রুষ্ট হতো, তাদের মর্যাদা, সম্মান ও পদ পদবীকে ধুলায় মিশিয়ে দিতো শাসকরা। যার কারণে যথার্থ যোগ্য ও দূরদর্শী মেধাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বেকার ও অব্যবহৃত থেকে যেতো।

এসব শাসকদের মূলনীতিই ছিল প্রাসাদ শাসন। প্রাসাদ শাসন টিকিয়ে রাখতে গিয়ে তারা গোত্র, গোষ্ঠী ও বিভিন্ন এলাকার নিয়ন্ত্রণ যাতে সহজ হয় সেইসব জালেম, অত্যাচারী লোকদেরই বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নর, আমীর নিয়োগ করত। বিভিন্ন গোত্র ও কবিলাকে হাতে রাখার প্রয়োজনে তারা গোত্রপতিদের উপঢৌকন ও বাড়তি আর্থিক সুবিধা দেয়ার প্রথা চালু করে। এতে করে বাইতুল মাল রাষ্ট্রীয় ট্রেজারীর অপপ্রয়োগ শুরু হয়। বিভিন্ন গোত্রপতি, আমীর, উমারা ও দরবারী উপদেষ্টা এবং কবি মোসাহেবদেরকে ইচ্ছামত বাইতুল মাল থেকে সম্পদ দেয়ার রীতি তারা চালু করেন।

স্পেনের ইতিহাসের সিংহভাগ লিখেছেন ওইসব দরবারী লেখকগণ। যার কারণে তারা সমকালীন শাসকদেরকে আত্মতৃপ্তিতে রেখে দেশ শাসনে প্রলুব্ধ করেছেন। কালক্রমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাই ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। ফলে শুধু স্পেন নয়, গোটা ইসলামী সালতানাতেরই পতন ডেকে আনে এসব অপরিণামদর্শী পণ্ডিতেরা।

উন্নতি তো সেই জাতিই করতে পারে যে পূর্বসূরীদের কৃত ভুল থেকে ভবিষ্যতে চলার জন্যে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণে সতর্কতা অবলম্বন করে। কিন্তু দরবারী পণ্ডিতেরা শাসকের সন্তুষ্টি ও বাহাবাহ কুড়ানোর জন্যে পূর্বসূরীদের সাফল্যকেই শুধু পরবর্তীদের কাছে তুলে ধরেছে, তাদের ভুলক্রটি ও ঘাটতিগুলো মোটেও চিহ্নিত করে যথার্থ পরামর্শ দেয়নি।

বাজারে স্পেনের ইতিহাসে ফ্লোরার প্রেমের কাহিনী বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেখানে দেখানো হয়েছে ফ্লোরা মুসলমানের প্রতি আসক্ত ও মুসলমানদের প্রেমের পাগল। কিন্তু বাস্তবতা হলো মুসলমানের প্রতি ছিল খৃস্টান সুন্দরী ফ্লোরার হৃদয়ে প্রচণ্ড ঘৃণা। সেই সাথে তারোব জায়গীরদার কন্যা সুলতানা মুসলমান ছিল বটে কিন্তু তার হৃদয়েও ছিল ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল ইসলাম বিদ্বেষী মুলহিদ। এরা যে ইসলাম বিদ্বেষী ছিল চক্রান্তের এক পর্যায়ে ধরা পড়ার পর প্রধান বিচারকের কাছে সে কথা প্রকাশও করেছিল তারোব কন্যা।

স্পেন শাসক দ্বিতীয় আব্দুর রহমানের সময় স্পেনের মাটিতে বহু নিষ্ঠাবান সৈনিকের জন্ম হয়েছিল কিন্তু অপরদিকে খৃস্টানদের চতুর্মুখী চক্রান্তও তখন বেগবান হয়েছিল। খৃস্টান চক্রান্তকারীরা রাতের ঘুম দিনের আরাম হারাম করে ইসলামী স্পেনের ধ্বংসের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তদুপরি কতিপয় মর্দে মু'মিন তাদের তরবারীর দ্যুতি দেখিয়েছিলেন এবং কিছু সংখ্যক দ্বীনের দাঈ নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ইসলামের প্রচার প্রসারে। এর ফলে একদিকে খৃস্টানরা ইসলাম গ্রহণ করছিল বটে কিন্তু তাদের মধ্যে দু'টি শ্রেণীর জন্ম হলো—একটি অংশ মনে প্রাণে মুসলমান হয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে আত্মস্থ করতে শুরু করে আর একটি অংশ বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করলেও তাদের পরিচর্যা না হওয়ার কারণে মনের দিক থেকে তারা খৃস্টানই থেকে যায়, জাহেরী মুসলমান হিসেবে এরা জাতির ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে।

* * *

হঠাৎ করে রাজধানী কর্ডোভার আশেপাশে ও রাজধানীতে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, রাজধানী থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরবর্তী একটি জঙ্গলের একটি গাছে হযরত ঈসা (আঃ)-এর এক সহচর এর আবির্ভাব ঘটছে। সেখানকার একটি টিলার উপরে একটি গাছের ডালে রাতের বেলায় একটি তারকা চমকায়, এরপর ঈসা (আঃ)-এর সেই সহচরের কণ্ঠ শোনা যায়।

জায়গাটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। সেখানে ছিল একটি পুরনো গির্জার ধ্বংসাবশেষ। গির্জাটি উঁচু জায়গায় তৈরী করা হয়েছিল। বহুদিনের পুরনো গির্জাটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এখন পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছে এবং অনেকটাই ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। খৃস্টানরা বলতো এখন ওই গির্জায় প্রেতাত্মারা বাসা বেধেছে। এই পরিত্যক্ত গির্জা সম্পর্কে লোকমুখে আজব আজব ভয়ঙ্কর গল্প শোনা যেতো। অনেকেই বলত, এসব আসলে প্রেতাত্মা নয়, হযরত ঈসার যুগের নেক মানুষের

আত্মা। কিছুদিন যাবত খৃস্টানদের মধ্যে এই ভগ্নপ্রায় গির্জার আলোচনা ব্যাপক হতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এই খবর প্রচারিত হলো যে, সেখানে ঈসা (আঃ)-এর একজন সহচরের আবির্ভাব ঘটেছে। সাধারণত মানুষ ভয়ে সেদিকে পা বাড়াত না। কিন্তু যখন ঈসা (আঃ)-এর সহচর আবির্ভাবের কথাটি গির্জার পাদ্রীদের মুখেও আলোচিত হতে লাগল তখন দলে দলে মানুষ সেদিকে যেতে শুরু করল। এক পর্যায়ে মসজিদের মিম্বরেও এ খবর সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু হল, আর মানুষ বন্যার ঢলের মতো পতিত গির্জার দিকে সন্ধ্যা নামতেই যেতে শুরু করল।

পতিত গির্জার দিকে যখন মানুষের আনাগোনা বেড়ে গেল, তখন গির্জার কাছেই একটি গাছে তারা চমকাতে শুরু করল। গির্জার কিছু খৃস্টান সেবক দর্শনার্থীদের একটি টিলার ঢালে সারি বেধে বসিয়ে অপেক্ষা করতে বলত এবং রাত কিছুটা গভীর ও অন্ধকার হয়ে এলে গাছের ডালে আলো ঝলমল তারকা জ্বলে উঠতে দেখা যেতো। তারা বলত, তারা যেন ভয় না পায়, যখন তারা জ্বলে উঠে তখন তারা যেন ঈসা মসীহ্‌কে স্মরণ করে।

তখন চলছে কৃষ্ণপক্ষ। অর্ধেক রাতের পর চাঁদ উঁকি দেয়। সন্ধ্যা থেকেই অন্ধকার নেমে আসে। এরই মধ্যে একদিন শোনা গেল আগামীকাল ঈসার সহচরকে গির্জায় দেখা যাবে।

এই সংবাদে পঙ্গপালের মতো লোকজন সেদিকে যেতে শুরু করল। বিপুল মানুষের সমাগম দেখে খৃস্টান গির্জাপতিরা তাদেরকে একটি খোলা জায়গায় সারি বেধে দাঁড় করাল। লোকজনের সামনে কিছুটা জায়গা ময়দান। ময়দানের শেষ প্রান্তে একটি পাহাড়ের ঢালে একটি বড় গাছ। আর সেই গাছের আশপাশটাও পাহাড়ি ঘন গাছগাছালী ও লতাগুল্মে ভরা। বড় বৃক্ষের পিছনে টিলার উপরেই পুরনো ভগ্নপ্রায় গির্জা। গির্জায় যাওয়ার জন্যে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটি সরু পথ উপরে উঠে গেছে। কিন্তু মানুষের যাতায়াত না থাকার কারণে সেই সরু পথ লতাপাতায় ঝোঁপঝাড়ে বন্ধ হওয়ার উপক্রম। পাহাড়ের পাদদেশে একটি ঝরণা প্রবাহিত হচ্ছে, অদূরে একটি ঝিলের মতো জলাশয়ও রয়েছে। সেই ঝিলের মধ্যে কিছু বিষাক্ত শিং মাছ থাকে। এজন্যও লোকজন এদিকটা বেশী মাড়াতো না। একে তো অন্ধকার, এর উপরে পুরনো গির্জা সম্পর্কে ভীতিকর বর্ণনা আর ঝিলের বিষাক্ত শিং মাছের গল্প। কিন্তু ঈসা এর বিশেষ তাজাল্লী দেখার আগ্রহে মানুষের মধ্যে অন্য ধরনের একটা ভীতিকর পরিস্থিতির বিরাজ করছিল। সেই সাথে গির্জার সেবকরা যখন বলল আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, তখন তাদের মনে এক ধরনের আশা ও ভীতির মিশ্রণের সম্মিলনে অবর্ণনীয় এক

পরিবেশ। সবার মধ্যে পিনপতন নীরবতা। সকলের দৃষ্টি সেই বৃক্ষের দিকে। হঠাৎ তারা বৃক্ষ শাখায় একটি তারা চমকাতে দেখতে পেল। গির্জায় ও বাজারে সেই কথাই প্রচার করা হয়েছিল যে আজ রাতে ঈসা মসীহ্ বিশেষ তাজাল্লী দেখাতে পারেন। সেই বিশেষ তাজাল্লীই ছিল তারার এই চমক।

গির্জার দিক থেকে কয়েকজনের মিলিত খৃস্টীয় সঙ্গীত শোনা গেল। রাতের অন্ধকার ও নীরবতায় এই সঙ্গীত মানুষের মনে এক ধরনের ভাবালুতা সৃষ্টি করল। খৃস্টানদের এই শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল গাছপালা ও প্রকৃতিও যেন তাদের সাথে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গাইতে শুরু করেছে। এমতাবস্থায় উপস্থিত লোকজন ও ডানে বামে ঈসা মসীহ্ নাম নিয়ে আঙুল দিয়ে বুকের মধ্যে ক্রুশ এঁকে ঈসার নাম জপছিল। আর বৃক্ষ শাখায় তারার ঝলমল আলো প্রত্যক্ষ করছিল।

হঠাৎ ভেসে এলো—ক্রুশের পূর্বসূরীরা শোন! এক গুরুগম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো। ক্রুশ ও ঈসা মসীহ্র অনুসারীরা শুনে রেখো। আমি তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে বিশেষ পয়গাম নিয়ে এসেছি এবং এভাবে মাঝে মধ্যেই আসব। তোমাদের দিকে ধ্বংস ধেয়ে আসছে, মজবুতভাবে তা রোধ কর। এই ধ্বংস তোমরা ইচ্ছা করলেই রোধ করতে পার। ঈসা মসীহ্র আহত পায়ের ক্ষত স্থানে মুসলমানদের আযানের ধ্বনি লবণ ছিটানোর মতো যন্ত্রণা দিচ্ছে। হযরত ঈসা কুষ্ঠ রোগী ভালো করেছিলেন, তিনি ইচ্ছা করলে আবার কুষ্ঠ ব্যাধিও ছড়িয়ে যেতে পারেন। যেসব খৃস্টান খৃস্ট ধর্ম ত্যাগ করেছে, তারা যেন আবার খৃস্ট ধর্মে ফিরে আসে; না হয় তারা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হবে।"

একথা বলার পর তারা নিভে গেল। লোকজনের মধ্যে নীরবতা যেন আরো বেশী জেকে বসল। কেউ পলক ফেলতেও সাহস পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর লোকজনের মধ্যে আড়মোড়া ভাঙতে শোনা গেল। ফিস্ ফাস হতে হতে নীরবতা ভেঙে যখন কলরবে পরিণত হল তখন আওয়াজ ভেসে এলো-"আজ তোমরা সবাই চলে যাও। আগামীকাল আবার এসো। হয়ত আবারো বিশেষ তাজাল্লী দেখা দিতে পারে। তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্যের প্রতি খেয়াল রাখবে।" মানুষ মনের মধ্যে এক ধরনের শঙ্কা নিয়ে ঘরে ফিরে এল।

* * *

ঘটনাটি এমন ছিলনা যে, যারা দেখেছে তা শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তখনকার যুগ ছিল অলৌকিকতা ও অবৈজ্ঞানিতার যুগ। মানুষের মধ্যে কুসংস্কার ও অলৌকিক ঘটনা সত্য বলেই বিশ্বাসযোগ্য করা যেতো। কোন

স্পর্শকাতর ঘটনা কোথাও ঘটলে তা মুখে মুখে রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ত লোক থেকে লোকান্তরে।

এই ঘটনাও লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হতে শুরু করে যে, হযরত ঈসার এক সহচর ওমুক জায়গায় আবির্ভূত হয়ে বাণী শুনাচ্ছেন। লোক থেকে লোকের বর্ণনায় বিষয়টি আরো বেশী স্পর্শকাতর ও রোমাঞ্চকর হতে লাগল। ঘটনার বর্ণনা শুনে সবাই সেটিকে এই যুগের বিশেষ মু'জিজা মনে করে এক নজর দেখার আগ্রহ বোধ করছিল। খৃস্টান ও মুসলমান নির্বিশেষে সবার মধ্যে সৃষ্টি হলো সমান আগ্রহ। কিছু সংখ্যক মুসলমানও পরের রাতে যাওয়ার জন্যে তৈরী হতে শুরু করল।

মসজিদের মধ্যে এ ঘটনা আলোচিত হতে লাগল। সাধারণ মুসল্লীগণ ইমাম সাহেবদের জিজ্ঞেস করল এই ঘটনা সত্যি কি-না? ইমামগণ এটিকে বানোয়াট বলে ফতোয়া জারি করলেন। তারা বললেন—এটা দেখতে যাওয়া কোন মুসলমানের উচিত নয়। এটা খৃস্টানদের একটা চক্রান্ত। খৃস্টান পাদ্রীরা তাদের ধর্মের প্রভাব সৃষ্টির জন্যে এ অপপ্রচার শুরু করেছে।"

"এটা নিশ্চয়ই কোন চালাকী ধূর্তুমী হবে" এই অভিমত ব্যক্ত করলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ আলেম ও বুযুর্গ ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া। রাজদরবার ও প্রধান বিচারপতি কাজিউল কজ্জাতের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তিনি বললেন, এ ধরনের ঘটনাকে বিশ্বাস করা এবং আবারো তেমনটির কথা শোন গেছে সেটি দেখার জন্যে যাওয়া মুসলমানদের জন্যে শিরকের গোনাহর সমতুল্য, অপরাধ হবে। আব্দুর রহমানের দরবারে ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া আর যারয়াব ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি সমকালীন আলেম ও ফকীহদের মধ্যে মেধা প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। ইয়াহয়া আব্দুর রহমানের কানে যে কথাই উত্থাপন করতেন আব্দুর রহমান চোখ বন্ধ করে সে কথা পালন করতেন।

আলেম ফকীহ ইয়াহয়া ছিলেন মালেকী মাযহাবের অনুসারী। সেই যুগে আরব বিশ্বে মালেকী মাযহাবের অত্যধিক চর্চা ছিল। সেই সুবাদে ইয়াহয়া রাজদরবারে তার প্রভাব বিস্তারের আরো বেশী সুযোগ পেয়ে যান। এক পর্যায়ে তার মধ্যে রাজনীতি ও ক্ষমতার মোহ জন্ম নেয়। তিনি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে সাগ্রহে অংশ নিতে শুরু করেন এবং রাজনৈতিক স্বার্থ ভোগের প্রতিও ঝুকে পড়েন। তার মেধা ও যোগ্যতার কারণে আব্দুর রহমান তাকে বিশেষ মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করেন।

স্পেনের পতন ত্বরান্বিত করণে ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়ার ভবিষ্যৎ বংশধররাও কম কুকর্ম করেনি। তার বংশধরদের মধ্যে ক্ষমতার মোহ এতো প্রবল ছিল যে

স্পেনের পতন পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর উচ্চাভিলাষে ভাটা পড়েনি। গ্রানাডার পতনে ইয়াহয়া বংশও কম দায়ী নয়।

* * *

হযরত ঈসা (আঃ)-এর এক সহচর আবির্ভূত হয়ে হযরত ঈসার পয়গাম লোকজনকে শুনাচ্ছেন, একথা মুখে মুখে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। এটি আসলে কি কোন ধোঁকাবাজি, ধূর্তুমী কি-না তা গিয়ে দেখার ব্যাপারটি এখন জরুরী হয়ে পড়ল। এর অন্তরালে কোন চক্রান্ত রয়েছে কি-না, থাকলে কারা এর সাথে জড়িত তা জানা ছিল প্রশাসনের জন্যে জরুরী। কিন্তু ইয়াহয়ার মতো দরবারী আলেমগণ মুসলমানদের ওদিকে যাওয়া নিষেধ করে দিয়ে এটিকে গুরুত্বহীন করার চেষ্টা করলেন। অথচ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো যে কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনার ব্যাপারে উৎসাহবোধ করা এবং অলৌকিকত্ব দেখার প্রত্যাশা পূরণে চেষ্টা করা। ইয়াহয়ার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও মুসলমানদের কিছু লোক লুকিয়ে ছাপিয়ে যথারীতি তা দেখার জন্যে যেতে শুরু করল।

প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ তখনও রাজধানীতে ফিরে আসেননি। এমতাবস্থায় উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম ও ডিপুটি সেনাপতি আব্দুর রউফ পরামর্শ করলেন, আসলে এই কাহিনীর অন্তরালে কি আছে তা বোঝা দরকার। এমন তো নয় যে, খৃস্টানদেরকে উত্তেজিত এবং মুসলমানদের প্রভাবিত করার জন্যে কোন চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে খৃস্টানরা? তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, শাসক আব্দুর রহমানের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলার আগেই তারা নিজেদের মত করে এ ব্যাপারটি যাচাই করে নিবেন।

খৃস্টান চক্রান্তকারীরা সুকৌশলে এই ব্যবস্থা করে রেখেছিল যে,যে রাতে তারা তাদের কারসাজী দেখাবে এর আগের দিন সারা দেশে মুখে মুখে একথা প্রচার হয়ে যেতো যে আজ রাত আবার ঈসা মসীহ এর বিশেষ তাজাল্লী দেখা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম রহীম গাযালী ও হামীদ আরাবী নামের দু'জন অভিজ্ঞ ও দক্ষ গোয়েন্দাকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা আজ রাত ওখানে গিয়ে ঘটনার অন্তরালে কোন কারসাজী আছে কি-না তা অনুসন্ধান করে আসবে।"

রহীম গাযালী ও হামীদ আরাবী সন্ধ্যার পর তীর্থ যাত্রীদের সাথে গির্জার পাশে চলে গেল। ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়ার কুফরী ফতোয়ার কারণে মুসলমান তেমন কেউ সেদিন গির্জামুখী হয়েছে কি-না বলা মুশকিল। কোন মুসলমান সেদিন গেলেও লুকিয়ে গেছে, প্রকাশ্যে নিজেকে জাহের করেনি।

রাতের অন্ধকারে রাহীম গাযালী ও হামীদ আরাবী অন্যান্যদের সাথে ঘটনাস্থলে চলে গেল। গির্জার পাশটি লোকে লোকারণ্য। দু'টি পাহাড়ের পাদদেশের সমতল জায়গায় অন্ধকারটা আরো বেশী গাঢ়। সেখানে সারি বেঁধে বসানো হলো সমবেত লোকজনকে। মানুষ অলৌকিক দৃশ্য দেখার জন্যে অস্থির। ঠিক এমন সময় গির্জা থেকে প্রার্থনামূলক সঙ্গীতের সুর লহরী ভেসে এলো। সমবেত সবাই সেই সুরে সুর মিলিয়ে গুনগুনিয়ে প্রার্থনা সঙ্গীত আবৃত্তি করতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর উঁচু পাহাড়ের ঢালের বড় বৃক্ষটির ডালে তারকা চমকে উঠল। তখন সমবেত সবাই প্রার্থনা সঙ্গীতে যোগ দিল। সকলের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত প্রার্থনা সঙ্গীতের মূর্ছনা পাহাড়ী নীরব নিস্তব্ধ রাতের পরিবেশে অন্যরকম এক স্বপ্নিল দৃশ্যের অবতারণা করল। এদিকে তারকা অন্ধকারে ঝলমল করে জ্বলছে।

কিছুক্ষণ পর তারকা গায়েব হয়ে গেল কিন্তু এমন এক দৃশ্য ভেসে উঠল যে তা দেখে সবার দম বন্ধ হয়ে এল। ভগ্নপ্রায় গির্জার ঠিক উপরে যেখানটায় সাধারণত কাঠের মত ক্রুশ দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় ঠিক সেই জায়গায় আড়াই ফুট দীর্ঘ একটি আলোর ঝলক দেখা গেল এবং সেটির মধ্যে বিকশিত হলো ঈসা মসীহ এর মূর্তি।

তা দেখে সমাবেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। সবাই হাত জোড় করে উচ্চ কণ্ঠে প্রার্থনা সঙ্গীত গাইতে শুরু করল। রহীম গাযালী ও হামীদ আরাবীও দৃশ্য দেখে হতবাক। তাদের শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেল। খৃস্টানদের ধর্মীয় সঙ্গীত তাদের জানা ছিল না, তাই হাত জোড় করে এরা কলেমা পড়তে শুরু করল। তাদেরকে কোন এক অলৌকিক শক্তি যেন বসিয়ে দিয়েছে একান্ত প্রার্থনায় তেমনটি মনে হলো।

সমবেত কণ্ঠের প্রার্থনা সঙ্গীত একটু স্তিমিত হয়ে গেলে মূর্তিমান আলো দূর হয়ে গেল। এরপর জলদগম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো—"এই অস্থির কষ্টক্লিষ্ট আত্মা সতর্ক করছে তোমাদের! তোমরা কান পেতে শোন! হে ঈসা মসীহ এর অনুসারীরা! তোমরা ধর্মত্যাগ করো না। তোমরা বুঝতে পারো না, ধর্ম ত্যাগের গোনাহ কতো কঠিন! যে যমীনের গির্জা পতিত পড়ে যায় এই যমীন আবাদ থাকে না। তোমরা গির্জায় যাও, সেখানে তোমাদের বলা হবে, তোমাদের উপর কি কঠিন বিপদ আসন্ন। একতা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় রাখো। কারণ তোমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছে। তোমাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়ে গেছো, তারাও গির্জায় যাও। কৃত অপরাধের জন্যে ঈসা মসীহর কাছে ক্ষমা

প্রার্থনা কর। আর নিজের পিতৃভূমিতে ঈসা মসীহর আলো ছড়িয়ে দাও। যাও! সবাই বাড়িতে গিয়ে নিজের কর্তব্য কাজে মনোযোগী হও।"

* * *

রহীম গাযালী ও হামীদ আরাবী সেই রাতেই প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীমের বাড়িতে গিয়ে তাকে তাদের দেখা ঘটনার কথা জানালো। তারা উভয়েই জোর দিয়ে বলল, এটা কোন সুবিধাবাদী বা বানোয়াট ঘটনা হতেই পারে না। তাদের কথা শুনে আব্দুল করীম হাসলেন এবং বললেন, তোমরা কি এর আশেপাশে আর কোন কিছু দেখেছো? কোথাও কি কোন আগুন বা আলো দেখতে পেয়েছো কি? তারা বললো, চমক হারিয়ে যাওয়ার পর একটি পাহাড়ের ঢালুতে একটি আবছা আলো দেখেছি, কিন্তু একটু পরেই সেটিকে আর দেখা যায়নি।"

"তোমরা বুঝতে পারোনি, এটি চালাকী। এটি কোনক্রমেই কোন অলৌকিক কারামতি নয়। তদ্রূপ কোন যাদুটোনাও নয় বললেন প্রধানমন্ত্রী। খৃস্টানদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে আমাদের বিরুদ্ধে উস্কে দেয়া এবং মুসলমানদেরকে প্রভাবিত করার জন্যেই এই চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে খৃস্টান চক্রান্তকারীরা। ঠিক আছে, আমি এই চাতুরীর রহস্য উন্মোচন করার ব্যবস্থা করব, তোমরাই সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে। তোমরা সবাই যাবে, যে আওয়াজ তোমরা শুনেছো এটি ঊর্ধ্বলোকের কোন আওয়াজ নয়, এটি এই মর্তেরই কোন ধূর্ত খৃস্টানের আওয়াজ। এরা আজ গির্জায় কি বলে তা আমি সন্ধ্যা নাগাদ জানতে পারব। আজ বিকেলেই আমি বুঝতে পারব এ কথার রহস্য।"

পরদিন সন্ধ্যায় কয়েকজন এসে প্রধানমন্ত্রীকে জানাল, আজ গির্জায় তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। পাদ্রীরা ইসলাম ও হুকুমতের বিরুদ্ধে অগ্নিঝরা বক্তব্য দিয়েছে। যে বক্তব্যের মূলকথা হলো, এই প্রশাসনের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের উচিত বিদ্রোহ করা। পাদ্রীরা খৃস্টানদের বলল, ভগ্নপ্রায় গির্জায় হযরত ঈসার আবির্ভাব সত্য, তার কথা না মানলে ধ্বংস অনিবার্য। পাদ্রীদের এসব বক্তব্যের পর খৃস্টানরা যখন গির্জা থেকে প্রার্থনা শেষে বেরিয়ে আসে তখন সবাই ছিল নীরব নিস্তব্ধ এবং চিন্তামগ্ন।"

আব্দুল করীম পরদিন ডিপুটি সেনাপ্রধান আব্দুর রউফের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন আব্দুর রহমানকে না বলেই এই চাতুরীর স্বরূপ উন্মোচন করতে হবে। তিনি তখনই রহীম ও হামীদকে ডেকে পাঠালেন এবং আব্দুর রউফ শক্তিশালী চৌকস চারজন সিপাহীকে তলব করলেন।

সবাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে পৌছালে তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে একটা কঠিন পরীক্ষায় পাঠাচ্ছি। আমরা জানতে পেরেছি হযরত ঈসা (আঃ) এর প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারটি একটি চাতুর্যপূর্ণ ধোঁকাবাজী। এই ধোঁকাবাজী যখন চলতে থাকে লোকজন সেখানে উপস্থিত থাকে সে সময়ই এই চক্রান্তের শিকড় কেটে দিতে হবে। তোমরা খেয়াল রাখবে, যেদিন ঈসাকে আবার দেখা যাওয়ার কথা শোনা যাবে সেইদিন তোমাদেরকে সেখানে থাকতে হবে। তবে অন্য দর্শকদের সাথে নয়, ভাঙা গির্জার পিছনে পাহাড়ের ঢালে। সেখানে অবস্থান নিলেই তোমরা বুঝতে পারবে এই আলোর চমকের খেলা কোত্থেকে চালানো হচ্ছে...।

তোমরা খেয়াল করবে কোথাও না কোথাও আগুন জ্বলবেই এবং এমন জায়গায় আগুন জ্বলবে, লোকজন তা দেখতে পাবে না। সেখানে হয়ত দু'তিনজন লোক থাকবে। এদেরকে কব্জা করে তোমরা আগুন নিভিয়ে দিবে। তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন গির্জার কছে গিয়ে লুকিয়ে দেখবে সেখানে কেউ না কেউ কথা বলবে। কোন লোক থাকলে তাকে পাকড়াও করবে। তোমরা বর্শা ও খঞ্জর সাথে নিয়ে যেও। হতে পারে তোমাদের সাথে ওদের লড়াই বেঁধে যাবে, তাহলে ওদের কাউকে জীবিত ছাড়বে না। এরপর তোমাদের কেউ উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করো, এসবই ছিল ভণ্ডামী। এখানে কোন ঈসা মসীহর সহচর আসতো না। এরপর আমরা সকাল বেলায় লোকজনকে সেই বিরান গির্জায় তারকার চমক আর আলোর ঝলকের রহস্য দেখাতে নিয়ে যাবো।"

প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম ও ডিপুটি সেনা প্রধান আব্দুর রউফ তাদেরকে বিস্তারিত বলে দিলেন, কখন কিভাবে এরা সেখানে যাবে এবং এই চক্রান্তের স্বরূপ উন্মোচন করবে। সবশেষে প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম তাদের বললেন, যে মিশনে তোমাদের পাঠানো হচ্ছে, এই মিশন খুবই কঠিন। এর প্রতিদান তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা দেবেন। খৃস্টানরা এই ব্যবস্থা আটঘাট বেঁধেই করেছে। আমার তো মনে হয় তোমাদের সেখানে কাজ করা জীবনের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণ হবে। আমি তোমাদের পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, এই অপারেশনে যাওয়ার জন্যে আমি তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি না এবং কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। তোমরা সম্পূর্ণ স্বাধীন, ইচ্ছে করলে যেতে পার আর ইচ্ছা না হল মুলতবি করতে পার।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা এই মুসলিম দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত। এই দেশ শাহী খান্দারে মৌরুসী পাট্টা নয়। এই দেশ সকল মুসলমানের। ভেবে দেখো—তোমাদের ঘরে যদি ডাকাত পড়ে, আর তোমার

পিতা যদি ডাকাতকে না তাড়ায় তাহলে ডাকাতের লুটতরাজ ও নারীর সম্ভ্রম বাঁচাতে তোমরা কি এ্যাকশন নেয়া থেকে বিরত থাকবে?... এটা আমাদের দেশ, এই যমীন আমাদের সম্পদ।

"আমরা জীবন বাজী রাখতে প্রস্তুত মুহতারাম হাজিব! সমস্বরে বলল সবাই।

"আমরা কারো কাছে কোন প্রতিদান চাই না।"

"আল্লাহ্‌র কাছেও আমরা এর বিনিময় চাই না।"

শুধু চাই তার নুসরত ও মদদ। ছয়জন মর্দে মু'মিন খৃস্টানী চক্রান্ত উন্মোচন করতে জীবনপণ করল।

* * *

দুদিন পরই শোনা গেল, "আজ রাত গির্জায় আবার ঈসা মসীহকে দেখা যেতে পারে" এর প্রচারণা। সেই সাথে একথাও প্রচারিত হলো, যারা এখানে আসতে চায় তারা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন,পাক-সাফ হয়ে আসে। এদিকে মসজিদে মসজিদে বলা হলো আজ যেন কোন মুসলমান সেই গির্জার দিকে না যায়।

সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসতেই ছয়জন জানবাজ রওয়ানা হল। রহীম গাযালী ও হামিদ আরাবী ছাড়া অপর চারজন আব্দুর রউফ-এর বিশেষ গেরিলা ইউনিটের সদস্য। অন্ধকার একটু গভীর হওয়ার সাথে সাথেই হামিদ তাদের গন্তব্যে পৌঁছে গেল। দিনের বেলায়ই রহীম ও হামিদ মেষ চালকের বেশে এলাকাটি ভালভাবে যাচাই করে গিয়েছিল। পাহাড়ের উপরে গিয়েও তারা জায়গাটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিল।

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে ভিন্ন পথে এই জানবাজ যোদ্ধারা পাহাড়ের উপরে উঠে গেল। পাহাড়টি ছিল কিছু ঢালু এবং কিছুক্ষণ পর পর অনেকটা সমতল ও খাড়া। পাহাড়ের প্রথম ধাপের উপরে সমতল জায়গায় পুরনো গির্জার ভগ্নাবশেষ। পাহাড়টি ঘন ঝোপঝাড় ও বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ। এখানে দিনের বেলায়ও কারো পক্ষে লুকিয়ে থাকা কঠিন ব্যাপার নয়। পাহাড়ের ডানপাশে অনেকটা সমতল জায়গা। সমতলের পরে একটি ঝিলের মত। ঝিলে রয়েছে রাক্ষুসে মাগুর ও বিষাক্ত শিং মাছ।

ঝিলের পাশে একটি দেয়ালের মত খাড়া বড় পাথরের চটান। এমন চটানে ভরা এই এলাকা। রহীম গাযালী দু'জন গেরিলা যোদ্ধাকে নিজের সাথে রেখে

অপর দু'জনকে হামিদ আরাবীর সাথে দিলেন। তারা উভয়েই পৃথক হয়ে গেলেন। রহীম গাযালী তার দুই সাথীকে নিয়ে ভগ্নপ্রায় গির্জার কাছে চলে গেলেন। আর হামিদ আরাবী তার দুই সাথীকে নিয়ে তারা চমকানো গাছের কাছে চলে গেলেন।

অন্ধকার যখন গাঢ় হয়ে এলো, তখন রহীম গাযালী গির্জার কাছে মানুষের ফিসফাস শব্দ শুনতে পেলেন। এরপর তিনি দেখলেন গির্জার নিম্নদেশ আলোময়। গির্জার আলোটা ভাঙ্গা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল। এরপর গির্জার ভিতর থেকে কয়েকজনকে বের হতে দেখা গেল। তাদের একজনকে বলতে শোনা গেল, "সবকিছু ঠিক আছে কি-না তা আর একবার দেখে নাও।" অন্যজনকে বলতে শোনা গেল, "সবকিছু নেয়া হয়েছে, তুমি গাছে উঠে যাও। লোকজন আসা শুরু হয়ে গেছে।" অপর আরেকজনকে বলতে শোনা গেল, "লোকের চিন্তা করোনা, তারা তোমাকে দেখতে পাবে না।"

হামিদ আরাবী তারকা চমকানো গাছের কাছেই ছিল। সে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল। অন্ধকারের মধ্যে দু'টি ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়ানো মনে হলো। তাদের একজন গাছে চড়তে শুরু করল। অপরজন বলল, "ওই ডালটির কথা মনে আছে তো?" গাছে আরোহণকারী জবাব দিল, "মনে আছে, বিলকুল মনে আছে।"

এরপর আরো দুই তিনজন লোক হামিদ আরাবীর অতি কাছ দিয়ে চলে গেল। তারা পাহাড়ে উঠছে বলে মনে হল। এরপর তার সামনে ঢালুর মধ্যে ফিসফাস আওয়াজ শুনতে পেল সে। এদিকে দর্শনার্থী জমায়েত হতে শুরু করেছে। তাদের শোরগোল পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরই দেয়ালসদৃশ ঢালুর ওপাশে তীব্র আলো দেখা গেল। হামিদ আরাবী গভীরভাবে দেখলেন সেটি একটি বড় ধরনের ফানুস। কিন্তু এই ফানুসের আলো কেবল সামনের দিকেই যায়, ডানে-বামে, উপর কিংবা নীচের দিকে যায় না। হামিদ আরাবী দেখল, যে ব্যক্তি গাছে উঠেছিল সে নেমে আসছে এবং নীচের লোকটি গাছের তলা থেকে চলে গেছে। হামিদ আরাবী পা টিপে টিপে গাছের নীচে ওই লোকটির কাছে পৌছে বর্শার আগা তার পাঁজরে রেখে বলল, "আবার উপরে যাও এবং উপরে যা বেধে রেখে এসেছো, তা নিয়ে এসো।"

"তুমি কে?" জিজ্ঞেস করল লোকটি।

"আমি যা বলছি তা কর।" কঠিন কণ্ঠে বলল হামিদ আরাবী।

"বর্শা সরাও! আমি উপরে যাচ্ছি।" লোকটি উপরে উঠে গেল। অন্ধকারের কারণে হামিদ আরাবী দেখতে পেল না, লোকটি গাছের উপরে কি করছে।

লোকটি আগেই খঞ্জর বের করে ফেলেছিল। গাছের ওপাশে ঘুরে নীচে নেমে লোকটি হামিদ আরাবীকে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করল। খঞ্জর হামিদ আরাবীর কাঁধে বিদ্ধ হল। এমতাবস্থায় হামিদ আরাবী একটু সরে এসে আমূল বর্শা লোকটির পেটে বিদ্ধ করল। লোকটি বিকট আর্তচিৎকার করে কাকে যেন ডেকে মাটিতে পড়ে গেল।

হামিদ তার দুই সাথীকে ডাকল। ওদিকে যে আলো জ্বলেছিল সে আলো এদিকে চলে এলো। গির্জার দিক থেকে কয়েকজন লোক দৌড়ে এলো এদিকে। তাদের হাতে উন্মুক্ত তরবারী। হামিদ তার সাথীদেরকে লুকিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও লুকিয়ে পড়লেন। গির্জা থেকে আসা লোকেরা দেখল তাদের এক সাথী মৃত পড়ে রয়েছে। তারা সবাই ছড়িয়ে পড়ে হামলাকারী খুঁজতে শুরু করল। খুঁজতে খুঁজতে এক লোক হামিদ আরাবীর একেবারে কাছে চলে গেল। হামিদ আরাবী বর্শাটা ওর পেটে বসিয়ে দেয়ায় লোকটি চিৎকার দিয়ে পড়ে গেলে তার সাথীও এদিকে দৌড়ে এল। এমতাবস্থায় এক লোক চিৎকার দিয়ে বলল, "আলোটা এদিকেই রাখ।"

হামিদ আরাবী ছিল মারাত্মকভাবে আহত। এছাড়া তার সাথী মাত্র দু'জন। পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষে অনেক লোক। হামিদ আরাবী খৃস্টানদের মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হলো এবং রহীম গাযালীকেও ডাকল। খৃস্টানরা হামিদ আরাবীসহ তার দুই সহযোগিকে ঘিরে ফেলল, ঠিক সেই সময় রহীম গাযালীও সাথীদের নিয়ে পৌঁছে গেল।

ওদিকে লোকজন তারকার চমক দেখার জন্যে অপেক্ষা করছিল আর এদিকে তারকার চমক দেখানোর কুশলীরা জীবন মরণের যুদ্ধে লিপ্ত।

* * *

রাতের শেষ প্রহরে দরজায় কারো কড়াঘাতের শব্দে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম। দরজা খুলে তিনি দেখলেন তার দারোয়ান দাঁড়ানো। দারোয়ান তাকে বলল, বাইরে এক আহত লোক দাঁড়ানো। সে আপনার সাথে জরুরী সাক্ষাৎ করতে চায়। লোকটি মারাত্মক আহত, দাঁড়াতে পারছে না। দারোয়ানের কথা শুনে আব্দুল করীম দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আহত লোকটি ছিল রহীম গাযালী। তার কাপড় রক্তে রঙিন, সে জীবনের শেষ শ্বাস নিচ্ছিল। আব্দুল করীম দারোয়ানকে বললেন, দৌড়ে গিয়ে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো। কিন্তু রহীম গাযালী তাকে বারণ করলেন।

ডাক্তার আসা পর্যন্ত আমি বাঁচবো না হাজিব! গোঙাতে গোঙাতে বল্লেন গাযালী। আমার কথা শুনুন। এখন পর্যন্ত যদি কোন সাথী ফিরে না এসে থাকে তাহলে সবাই মারা পড়েছে। আসলেই এটি ছিল কারসাজী। কারসাজীর খেলুড়েদের কাউকেই আমরা জীবিত ছাড়িনি। আপনি এখনই পতিত গির্জায় গেলে সেখানে ওদের মৃতদেহ দেখতে পাবেন এবং সব রহস্যই সেখানে উন্মোচিত করে রেখেছি।"

রহীম গাযালী থমকে থমকে গোঙাতে গোঙাতে কথা বলছিল। সেই সাথে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। আব্দুল করীম আবারো দারোয়ানকে ডাক্তার নিয়ে আসার কথা বললে সে দৌড়ে গেল ডাক্তার আনতে। কিন্তু ডাক্তার পৌছার আগেই ক্ষতবিক্ষত দেহের পিঞ্জিরা থেকে রহীম গাযালীর প্রাণবায়ু উড়ে গেল।

আব্দুল করীমের রক্ত টগবগ করে উথলাতে লাগল। তিনি দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, "এই শহীদদের রক্ত আমি বৃথা যেতে দেবো না!"

তিনি তার একান্ত প্রহরীকে বললেন, "এক্ষুণি গিয়ে সেনাপতি আব্দুর রউফকে জাগিয়ে আমার কথা বলো—সে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই যেন চলে আসে।"

আব্দুর রউফ বেশী দূরে ছিলেন না। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি চলে এলেন। প্রধানমন্ত্রী ডিপুটি সেনাপতিকে বললেন, রহীম গাযালী মৃত্যুর আগে যে কথা তাকে বলে গেছে। আব্দুর রউফ তাৎক্ষণিকভাবে বিশ/পঁচিশজনের একটি সেনাদল ও কয়েকজন কমান্ডারকে রণসাজে প্রস্তুত করে আব্দুল করীমকে সাথে নিয়ে পতিত গির্জার দিকে রওয়ানা হলেন।

তখনও রাতের অন্ধকার ছিল তাই তারা মশাল সাথে নিয়ে গেলেন। এমন একজন লোককেও তিনি সাথে নিলেন যে, এই অঞ্চল সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত।

তারা যখন পতিত গির্জায় পৌছালেন তখনও গির্জার ভিতরে আলো জ্বলছে। দু'টি কুপি জ্বলছিল। কিন্তু কোন লোক ছিল না। গির্জার দেয়ালের সাথে একটি কাঠের তক্তা রাখা ছিল। এই তক্তার মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ছবি বড় করে আঁকা। এই ছবিতে ক্রুসের সাথে ঈসা (আঃ)-কে ঝুলন্ত দেখা যায়। ছবিটি ছিল এমন রঙে রঙিন, যাতে আলো পড়লে চমকাতে থাকে। এখান থেকে বেরিয়ে গাছের নীচে তারা গিয়ে দেখলেন ওখানে কয়েকটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

পড়ে থাকা মৃতদেহগুলোর মধ্যে ডিপুটির পাঠানো গেরিলাদের দেহও ছিল। তারা মৃতদেহগুলোকে যাচাই করছিলেন। এমন সময় একটি দেহ নড়ে উঠল। সেনাপতি আব্দুর রউফ তার মাথার কাছে বসে দেখলেন যে, সে তার পাঠানো

যোদ্ধা। তিনি তাকে বললেন, তোমাকে আমরা এখনই উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এবং তুমি ভালো হয়ে যাবে।

লোকটির পেট সম্পূর্ণ কেটে ভুড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল। সেনাপতিকে দেখে তার ঠোঁটে মুচকি হাসি দেখা গেল বটে কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না সে, শুধু গাছের দিকে ইশারা করে দেখাল। আব্দুর রউফ জিজ্ঞেস করলেন সেখানে কি? কিন্তু যোদ্ধা কিছু বলতে পারল না, অনেক কষ্টে হাতে আবারো গাছের দিকে ইঙ্গিত করল। সাথে সাথে তার উর্ধ্বে উঠা হাতটি ঝুলে পড়ল। আর যোদ্ধার মাথাটি একদিকে কাত হয়ে নিথর হয়ে গেল।

খোঁজ করা হল। আর কোন যোদ্ধাকে জীবিত পাওয়া গেল না।

হঠাৎ গির্জার দিকে কারো দৌড়ানোর আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজ কানে ভেসে আসতেই সিপাহীদের ওদিকে দৌড়াতো হল। সিপাহীরা গিয়ে দেখল, দু'জন লোক ঈসা মসীহের ছবি আঁকা তক্তাটি নিয়ে পালিয়ে যেতে দৌড়াচ্ছে। সিপাহীদের পশ্চাদ্বাবন করতে দেখে লোক দুজন তাড়াতাড়ি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতে চেষ্টা করতে গিয়ে পা পিছলে নিচে গড়িয়ে পড়ল। সিপাহিরা ওদের ধরে ফেলল। এদিকে গির্জা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা গেল আর আলোর ফানুসগুলোও জ্বলে উঠল। গির্জার ছাদ ছিল কাঠের তৈরী। সহসাই আগুনে ছেয়ে গেল গির্জা। প্রচণ্ড আগুন নেভানোর মত কারো কাছে কিছু ছিলো না এবং আগুন নেভানোর কোন প্রয়োজনীয়তাও ছিল না।

* * *

পলায়নপর লোক দু'টিকে ধরে জ্বলন্ত গির্জার কাছে নিয়ে আসল সিপাহীরা। দরজা ও জানালা দিয়ে আগুনের শিখা বাইরে বেরিয়ে আসছিল।

ধৃত ব্যক্তিদেরকে আগুনের কাছে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম বললেন— "এই চাতুরীর উদ্দেশ্য কি ছিল তা যদি বলে দাও, তাহলে তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে; না হয় এই জ্বলন্ত আগুনে তোমাদের নিক্ষেপ করা হবে। অবশ্য আমরা তোমাদের গ্রেফতার করতে চাই না। কারণ তোমাদের ধর্মপালন করার অধিকার তোমাদের রয়েছে কিন্তু এই চাতুর্যপনার কারণ আমাদের অবশ্যই বলতে হবে।"

"ধৃত উভয়জনকে টেনে হেঁচড়ে আগুনের শিখার কাছে ধরে রাখা হল। আগুনের তাপে ওদের চেহারা ঝলসে যাওয়ার উপক্রম হলো। আগুনের তাপে

উভয়েই গরুর মত চেঁচাতে লাগল এবং পিছনে সরে আসার চেষ্টা করতে লাগল। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ওদের আগুন থেকে সরিয়ে আনা হল।

"আমরা আপনাকে কিছুতেই একথা বলতে পারব না যে এর পিছনে কার হাত রয়েছে। একথা আমাদের কাছ থেকে জানতে চাইলে আপনি আমাদের আগুনে নিক্ষেপ করতে পারেন। অবশ্য এরও দরকার হবে না, আমরা নিজেরাই আগুনে ঝাপ দেবো। মানুষের জন্যে এরচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে যে, নিজ ধর্মের জন্য সে ধর্মালয়ে আত্মাহুতি দেবে!" বলল একজন।

"সেই ধর্ম জিন্দা থাকবে, যে ধর্মের অনুসারীরা ধর্মের মর্যাদা রক্ষার্থে অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করাকে সৌভাগ্য মনে করবে।" নির্ভীক কণ্ঠে বলল অপর খৃস্টান।

"ইসলাম মরছে, অতএব খৃস্টবাদ জীবিত থাকবে—এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।"

এ ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথায় তাদের কোন বাধা না দিয়ে বরং তাদের প্রশংসা করা হলো এই বলে যে, তারা তাদের ধর্মের প্রতি কতো নিষ্ঠাবান ও শ্রদ্ধাশীল যে, ধর্মের জন্যে জীবন্ত দগ্ধ হওয়াকে তারা সৌভাগ্য মনে করছে। তারা নির্দ্বিধায় বলে দিল যে, সামনের পাহাড়ের আড়াল থেকে ফানুসের আলো চতুর্দিক থেকে বন্ধ করে একটি ছিদ্র দিয়ে গাছের মধ্যে ফেলা হতো। আলো বিকিরণকারী একটি ঝুলিয়ে রাখা তারার মধ্যে ফেলা হলে তা ঝলমল করে চমকাতে থাকত। ঝুলন্ত এই তারাটি বাতাসে দুলতে থাকত সেইসাথে আলোও বিচ্ছুরিত হতে থাকত।

হযরত ঈসা সম্পর্কে এমন বর্ণনা রয়েছে যে, তার নূর গাছের মধ্যে তারকার মতো করে প্রকাশ পাবে। খৃস্টানরা সেই বর্ণনাকেই বাস্তব রূপ দিতে এ কারসাজীর আশ্রয় নিয়েছিল...। আর ক্রুশে ঝুলানো হযরত ঈসার ছবি যেহেতু তারা গির্জা থেকে বের করে নিয়ে এসেছিল তাই গির্জায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে এটা প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে, মুসলমান শাসকরা তাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে অপমান করেছে—তাদের ঐতিহাসিক ভগ্নপ্রায় গির্জাটাকে পর্যন্ত আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে।

"আমরা যা কিছু করেছি নিজ ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে করেছি। আমাদের ধর্মের লোকেরা যে ভাষা ও ইশারাকে বুঝে আমরা তাদেরকে সেই

ভাষা ও ইঙ্গিতেই বুঝাতে চাচ্ছিলাম।" ধৃত দুই খৃস্টানের একজন বলল, ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। এটি দুই ধর্মের বিরোধ। কারো ব্যক্তিগত বিরোধ নয়। ইসলাম সম্প্রসারিত হচ্ছে, এ প্রেক্ষিতে খৃস্টানরা ইসলামের সম্প্রসারণে বাধা দিচ্ছে। এজন্য খৃস্টানরা বৈধ-অবৈধ সব ধরনের পন্থাই অবলম্বন করছে। আমাদেরকে যদি আপনি আগুনে নিক্ষেপ করেন তাহলে আমাদের ছাইভস্ম থেকে দু'জন নয় দু'শ খৃস্টান জন্ম নেবে। যারা আমাদের পথে জীবন দেবে। এই গির্জার জ্বলন্ত আগুন ঠিকই তার কার্যকারিতা দেখাবে।"

* * *

প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম ও ডিপুটি সেনাপতি আব্দুর রউফ যখন শাহী মহলে পৌঁছালেন তখন সবেমাত্র পূর্বাকাশে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। তাদের সাথে তাদের পাঠানো গেরিলাদের ও মৃত খৃস্টানদের মরদেহ। তারা খৃস্টান চক্রান্তকারীদের ব্যবহার্য সকল আসবাবপত্রও সাথে নিয়ে এলেন এবং ধৃত দুই খৃস্টানও তাদের সাথেই রয়েছে। তাদের আসার খবর শাসক আব্দুর রহমানকে দেয়া হলো। আব্দুর রহমান তখন শয়ন কক্ষে। জায়গীরদার তারোব কন্যা সুলতানা তার সাথে। এমতাবস্থায়ই তিনি তাদের ডেকে পাঠালেন।

আব্দুল করীম ও আব্দুর রউফ শয়নকক্ষে না গিয়ে সাক্ষাতের কক্ষে বসলেন। কিছুক্ষণ পর আব্দুর রহমান সাক্ষাতের কক্ষে এলে সুলতানা এক সেবিকাকে দৌড়ে যারয়াব এর কাছে পাঠালো এই খবর দিয়ে যে, গিয়ে তাকে বলো, যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থাতেই এসে পড়তে। সুলতানের সাথে দেখা করতে প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি আব্দুর রউফ এসেছে।"

আব্দুর রহমানের পরপরই সুলতানাও সাক্ষাতের কক্ষে প্রবেশ করল। সে তখনও ঘুমের পোষাকেই ছিল। তার বাজু ও কাধ খোলা। রেশমের মত চুল এলোমেলো। তখন সে একেবারে আসল অবয়বে ছিল তার মধ্যে কোন কৃত্রিমতার প্রলেপ ছিল না। অকৃত্রিমতার মধ্যে তার রূপ ও সৌন্দর্যের মোহনীয়তা যেন আরো বেশী বিকশিত হয়ে উঠল। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী সুলতানাকে এই অবস্থায় সাক্ষাতের কক্ষে ঢুকতে দেখে দু'জন দৃষ্টি বিনিময় করলেন। এই রূপের জৌলুস দেখে তারা নিঃশব্দ ভাব বিনিময় করে নিলেন যা এক ও অভিন্ন ছিল। তাদের উভয়ের মনের অবস্থা তখন এমন যে, এই রূপসী সুন্দরীর স্পর্শে স্পেনের রাজা আব্দুর রহমানই টিকে থাকবে, স্পেনের সেই আব্দুর রহমান বাঁচতে পারে না, যে বাগদাদের মনোনীত আমীর এবং ইউরোপের বুকে ইসলামী ঝাণ্ডার আমানতদার, স্পেনের মুসলমানদের রাহবার—খাদেম।

কসুর ক্ষমা করবেন সম্মানিত আমীর! কথা শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী। এই মুহূর্তে আমরা আপনাকে কষ্ট দিতাম না, কিন্তু খৃস্টানরা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, আমাদের পক্ষে রাতে বিছানায় যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এরা

এমন সব ছলচাতুরী ও কারসাজী শুরু করেছে যে, তাতে শুধু খৃস্টানরাই বিদ্রোহের জন্যে উস্কানী পাচ্ছে না, মুসলমানদেরকেও শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে।

"বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেছে না-কি?" হাই তুলে জিজ্ঞেস করলেন আব্দুর রহমান। না আপনারা আপনাদের সংবাদবাহীদের সংবাদ আমাকে দিতে এসেছেন?"

"আমীরে উন্দলুস্! আজ রাতে বিশেষ এক ঘটনা ঘটে গেছে। গত কয়েক রাত ধরেই তা ঘটছিল। কিন্তু গত রাতে সেই কারসাজি অনুসন্ধানের জন্যে লোক পাঠিয়ে আমরা তা চিরতরে খতম করে দিয়েছি। বাইরে আমাদের কয়েকজন সৈন্যের লাশ ও চক্রান্তকারী খৃস্টানদের মরদেহ রয়েছে। ওদের দু'জনকে আমরা জীবিত ধরে এনেছি।"

"লাশ! হতচকিয়ে উঠলেন আব্দুর রহমান। বললেন—ব্যাপারটি কি এমন পর্যায়েই চলে গিয়েছিল যে, খুনখারাবী পর্যন্ত যেতে হয়েছে?" প্রধানমন্ত্রী ও ডিপুটি সেনাপতি তাকে পাহাড়ী গির্জার ঘটনা বিস্তারিত শোনাতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে যারয়াব পৌঁছে গেল এবং সে গভীর মনোযোগ দিয়ে রাতের ঘটনার বর্ণনা শুনতে লাগল। আব্দুর রহমান ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন তদুপরি প্রধানমন্ত্রী ও ডিপুটি পুরো ঘটনা বিস্তারিত তার সামনে ব্যক্ত করলেন।"

"আমরা আপনার হুকুমের প্রতীক্ষায় আমীরে মুহ্তারাম! বললেন ডিপুটি প্রধান সেনাপতি আব্দুর রউফ। গ্রেফতারকৃত দু'জনের কাছ থেকে জানতে হবে এই নাটকের অন্তরালে আসল কারিগর কারা?" এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে কয়েদখানায় বন্দী করে রাখা বা জল্লাদের তরবারীতে শিরচ্ছেদ করে দেয়া কোন যথার্থ ব্যবস্থা নয়। ওইসব ঘটনার অন্তরালের নেতাদেরকে ধরতে হবে, ওদের কারসাজী বেকার করে দিতে হবে।"

"গোস্তাকী মাফ করবেন শাহে উন্দলুস! নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল যারয়াব। সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি যে কাজটি করেছেন তা খৃস্টানদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপের নামান্তর। ওইসব লোকেরা যদি তাদের ধর্মের ব্যাপারে কারসাজী চাতুরীর আশ্রয় নেয় নিক, তাতে আমাদের ধর্মের কি ক্ষতি হবে! তাদেরকে এ ধরনের কারসাজী ও ঢং করতেই দেয়া হোক না, তাতে মানুষ বুঝতে পারবে খৃস্টবাদ ও ইসলামের মধ্যে ব্যবধান ও পার্থক্য কি?" অচিরেই মানুষজন বুঝতে পারবে ইসলাম এমন একটি ধর্ম যাকে চালাকী, চাতুরী ও কারসাজী করে শক্তিশালী করার প্রয়োজন হয় না।"

"যারয়াব! আমরা আমীরে উন্দোলুস-এর সাথে কথা বলছি, আপনার সাথে কথা বলতে আসিনি" গর্জে উঠলেন প্রধানমন্ত্রী। আমরা নির্দেশ নিতে এসেছি আমীরের কাছ থেকে, দরবারী গপিসের কাছ থেকে নয় ...। আমীরে মুহতারাম! এসব ঘটনা আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত চক্রান্ত হিসেবেই করা হয়েছে।"

"স্পেন শাসক জেগে উঠলেন। লোকটির মধ্যে প্রকৃত পক্ষে যে তীক্ষ্ণবোধ ও গভীর অনুধাবন শক্তি ছিল তা প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীমের গর্জনে ফিরে এলো। এতোক্ষণ তিনি নিদ্রাহীন আয়েশী রাতের ঘোরে ছিলেন। তিনি যারয়াবকে মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন। সুলতানা যারয়াবকে এই সাজ সকালেই ডেকে পাঠিয়েছিল এই আশঙ্কায় যে, প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি না আবার আব্দুর রহমানকে তাদের পথ থেকে ফিরিয়ে নেয়।"

"যারয়াব! চুপ কর তুমি। সে ঠিকই বলছে, সেতো হুকুম আমার কাছ থেকেই নেবে।"

"যারয়াব ছিল খুবই ধূর্ত ও সতর্ক। আব্দুর রহমানের চাউনী ও কণ্ঠ সে বুঝে সতর্ক হয়ে গেল। তার ঠোটের কোণে দেখা দিল ঈষৎ হাসির রেখা।"

"স্পেন শাসকের কাছে আমি করজোড় ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" সেই সাথে সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতির কাছেও আমি ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি। আমার ভুল হয়ে গেছে। আসলে আমি আপনাদের কাজের বিরুদ্ধে বলতে চাইনি। কারণ, আপনাদের দৃষ্টি ও আবেগের চাহিদা তাই ছিল যা আপনারা করেছেন। স্পেনের শাসক তাতে নিশ্চয়ই আপনাদের প্রতিদান দিবেন কিন্তু স্পেন শাসক হিসেবে তাঁকে প্রজাদের অধিকারের ব্যাপারটিও মাথায় রাখতে হবে। এই মসনদে যদি আপনাকে বসিয়ে দেয়া হয় তাহলে আপনার কাজকর্মেও পরিবর্তন দেখা দেবে, আর শাহে উন্দলুসকে যদি সালার বানিয়ে দেয়া হয় তাহলে এক্ষেত্রে তার ভূমিকা আরো বেশী ভয়াবহ হতো।"

"যারয়াব তার বিশেষ ভঙ্গিতে এভাবে কথা বলছিল যে, এ ভঙ্গিতে কথা বলে সে গোটা দরবারকে মুগ্ধ করে ফেলে। সেই সাথে সে আজকের কথায় যুক্তি ও প্রজ্ঞার এমন মিশ্রণ ঘটাচ্ছিল যে তার প্রতিটি কথা হয়ে উঠেছিল অকাট্য প্রামাণ্য দলিল। অপর দিকে যাদুকন্যা সুলতানার খোলা কাঁধ, নাঙা বাজু ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চুল নিয়ে গায়ে গা মিশিয়ে বসে থাকাটা ছিল আব্দুর রহমানের জন্যে নেশা ধরিয়ে রাখার মত। সুলতানা এভাবে আব্দুর রহমানের সাথে মিশে বসেছিল যে, তার শরীরের উত্থান, শ্বাস প্রশ্বাসও অনুভব করছিলেন আব্দুর

রহমান। আব্দুর রহমান যখন সুলতানার দিকে তাকাতেন তখন দু'জনের নিঃশ্বাস একত্রে মিলে নেশা জাগানোর মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিল। আধো ঘুম আধো জাগ্রতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতির বর্ণনা শুনে এবং যারয়াব এর মুখে প্রতিপক্ষের প্রবল যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের পরও আব্দুর রহমান বললেন, "তোমরা যা করেছো তা ঠিকই করেছো। এ ব্যাপারটিকে এখানেই শেষ করে দাও।"

"ধৃত দুই ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়া হয় না কেন?" বলল সুলতানা। যাতে অমুসলিম নাগরিকরা একথা বলতে না পারে যে, ইসলাম একটি অত্যাচারী ধর্ম।"

"হ্যাঁ, ঠিকই তো! তাদের ছেড়ে দেয়া হোক।" বললেন আব্দুর রহমান।

"চোখ রক্তবর্ণ হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীমের। তিনি ক্ষোভে উঠে পড়লেন। সাথে সাথে সেনাপতি আব্দুর রউফও দাঁড়িয়ে গেলেন। গম্ভীর কণ্ঠে তিনি আব্দুর রহমানের উদ্দেশে বললেন, সম্মানিত আমীর! আপনি আরাম করুন। আমরা এখন জীবিত আছি, ইন্‌শাআল্লাহ্ যতোদিন আমরা জীবিত থাকব স্পেনের মাটিতে ইসলামও জিন্দা থাকবে। ইসলামের পাহারাদারী এইসব শুহাদারের পবিত্র আত্মা করবে যেসব শহীদের শবদেহ আপনার দরজার সামনে রয়েছে, যাদেরকে ঐকপলক দেখার প্রয়োজনীয়তাও আপনি অনুভব করেননি।"

"আমীরে উন্দলুস! আপনি এদের না দেখলেও আল্লাহ্ তাআলা ঠিকই তাদের কার্যক্রম দেখেছেন।"

"আরে আপনারা বসুন! তার এই কথার মধ্যে কোন শাহী ফরমানের ভাব ছিল না। আমি তো আপনাদের কথা শুনছি, আমার কথাও আপনারা শুনুন।"

"স্পেন যদি আপনার জায়গীর হতো, তাহলে আপনার নির্দেশের বাইরে আমরা কোন নিঃশ্বাসও নিতাম না।" আবেগে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম বললেন। স্পেন আল্লাহ্‌র সিপাহীদের অধিকৃত যমীন। ইসলাম কোন ব্যক্তিকে ভয় করে না, পরোয়া করে না। আল্লাহ্‌র রহমতে স্পেনকে সব ধরনের ঝুঁকি ও বিপদ থেকে রক্ষা করার মতো সাহস ও শক্তি এখনও আমাদের আছে। সেই ঝুঁকি বা বিপদ যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে না আসে তাহলেই...।

"আফসোস! যে আমার কথায় ..." বলতে শুরু করল যারয়াব।

"আমাদের দৃষ্টিতে তোমার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই যারয়াব।" যারয়াবের কথার পিঠে বলে উঠলেন সেনাপতি আব্দুর রউফ।" খেলাফতের শাসনে তোমার মতো ব্যক্তিদের কোন দখলান্দাজির সুযোগ নেই। আসলে তো তোমার ও ঐ

তরুণীর এখানে হাজির থাকাই ঠিক হয়নি। শাসন কাজে তোমাদের কি অধিকার আছে কথা বলার?"

"আমরা যা ভালো মনে করেছি তাই করেছি" বললেন প্রধানমন্ত্রী।

"আমরা গেলাম সম্মানিত আমীর! আমরা যদি কোন অপরাধ করে থাকি, তাহলে আমাদের ডেকে শাস্তি দিতে পারেন।"

"উভয়েই আব্দুর রহমানের অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলো।

"আরে তোমরা দাঁড়াও। আমি নিশ্চয়ই শহীদদের সম্মান করব।"

"তারা উভয়েই নেমে গেলেন। আব্দুর রহমান দাঁড়িয়ে তাদের দিকে এগুলেন, তখন তার মাথা থেকে সকল ঘোর দূর হয়ে গেছে। তিনি এক হাত প্রধানমন্ত্রী ও অপর হাত সেনাপতির কাঁধে রেখে বললেন, আসলে আমি ঘুমের ঘোরে ছিলাম, সারারাত তো ঘুমানো হয়নি। এজন্য ব্যাপারটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে পারিনি।"

"জাগো আমীরে উন্দলুস! জাগো! দুশমন জেগেছে, বেঁচে থাকতে হলে তোমাকেও জাগতে হবে।" আফসোসের সুরে একথা বলে প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম ও সেনাপতি আব্দুর রউফ দু'দিকে সরে গিয়ে প্রাসাদ থেকে হন হন করে বেরিয়ে এলেন।

* * *

প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি বেরিয়ে যাওয়ার পর আব্দুর রহমান জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি শহীদদের শবদেহ উঠাতে লাগলেন।

"খৃস্টানদের লাশ ও এই দুই কয়েদী কি এখানেই থাকবে?" প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল শাহী মহলের রক্ষী।

"স্পেন শাসক যা হুকুম করেন তাই করো।" জবাব দিলেন সেনাপতি।

"আমাদের সাথে শুধু শহীদদের শবদেহগুলো যাবে।"

"আব্দুর রহমান দেখলেন শহীদদের শবদেহগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সৈন্যরা। প্রতিটি শবদেহ একটি তক্তার উপরে রাখা হয়েছে। প্রতিটি তক্তা চারজন করে সৈন্য বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শহীদদের এই শবযাত্রা খুব শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে এগুচ্ছে। আব্দুল করীম ও আব্দুর রউফ শবদেহের পিছনে পিছনে যাচ্ছেন। শহীদদের সম্মানে তারা তরবারী উন্মুক্ত করে সোজা বুকের সামনে খাড়া করে

ধীর পায়ে এগুচ্ছে। তাদের অশ্বগুলো সাথেই কিন্তু তারা যাচ্ছে পায়দল। তাদের পিছনে একদল সৈনিক তাদের বর্শাগুলো সোজা উপরে ধরে রেখে এগুচ্ছে ধীর পায়ে। তাদের গতি ছিল দ্রুত কিন্তু কদম দৃঢ়। তাদের চলার গতিতে শোকের বিহ্বলতা ছিল না, ছিল দৃঢ় সংকল্পের বহিঃপ্রকাশ। যারা শবদেহগুলো বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের চালেও রয়েছে দৃঢ়তার ছাপ।

আব্দুর রহমান শব মিছিল দেখতে লাগলেন। তার চোখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করছে শহীদদের শব মিছিল, যা শেষ হবার নয়। তার আবেগে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল শবমিছিলের দৃশ্য দেখে। রক্ত গরম হয়ে উথলে উঠল। পর্দা ছেড়ে দিয়ে চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন আব্দুর রহমান। তখন তার চেহারার মধ্যে কোন নেশা বা আয়াসের ঘোর নেই।

তার চেহারা দেখেই মেজাজের অবস্থা আন্দাজ করে ফেলল যারয়াব।

"তারা যা বলেছেন ঠিকই বলেছেন এবং যা করেছেন তাও ঠিক।" কিন্তু আপনার মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি তাদের খেয়াল রাখা উচিত ছিল সম্মানিত সুলতান—বলল যারয়াব। সম্মানিত সুলতান! আমি আমার ভুল স্বীকার করি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতির দম্ভোক্তি মেনে নেয়া যায় না।"

"কেন মানা যাবে না।" গম্ভীর কণ্ঠে বললেন আব্দুর রহমান।

"তারা কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ যে তারা কর্তব্য পালনে কোন ধরনের ত্রুটি করেনি। যদিও তারা এখানে বেআদবী করেছে। যারয়াব ও সুলতানা! তোমাদের আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, আগামীতে কোনদিন তোমাদেরকে আমি আমার কোন মন্ত্রী ও সেনাপতির সাথে এভাবে কথা বলতে দেবো না। এসব প্রশাসনিক বিষয়। প্রশাসনে যারা সম্পৃক্ত এবং এসব ব্যাপারে যারা অভিজ্ঞ তাদেরই শুধু এসবে কথা বলা উচিত।"

যারয়াব আব্দুর রহমানের সামনে এভাবে বিগলিত মনোভাব দেখিয়ে নত হয়ে পড়ল, যেন সে মাটিতে মিশে যাবে। তার অবনমিত ভাব দেখে সুলতানাও মাথা নীচু করে দিল।

"সুলতানা! গম্ভীর কণ্ঠে বললেন আব্দুর রহমান। আমার গোসলের ব্যবস্থা কর এবং গোসলের পরপরই আমাদের সামনে ওই দু'জন খৃস্টানকে আনার ব্যবস্থা কর। এদের বিচার প্রধান বিচারপতিই করবে কিন্তু এর আগে আমি তাদের কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করব কারসাজীর মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল?

সাক্ষাতের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল সুলতানা। আব্দুর রহমান শয়নকক্ষে চলে গেলেন আর যারয়াব দ্রুত পায়ে ঘর থেকে প্রাসাদের বাইরে চলে গেল। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সে প্রহরীদের বলল, উভয় কয়েদীকে তার কাছে দেয়া হোক। প্রহরীরা রাজদরবারে তার দাপট ও মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত। তাই তার কথায় তার সাথে যেতে দিল দুই প্রহরীকে। যারয়াব দুই খৃস্টানকে দূরে নিয়ে একাকী তাদের সাথে কথা বলতে শুরু করল।

* * *

গোসলের পর স্পেন শাসক তার বিশেষ সাক্ষাতের কক্ষে উপবিষ্ট। তার সামনে উভয় খৃস্টান কয়েদী দণ্ডায়মান। কক্ষে যারয়াব, ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়াও উপস্থিত।

"তোমরা যদি সত্য না বল তাহলে তোমাদের এমন শাস্তি দেবো যে জীবন্মৃত হয়ে থাকবে। মরেও মরবে না, বেঁচেও শান্তি পাবে না"—বললেন আব্দুর রহমান। তোমাদের এই ঢং এর পিছনে কার বুদ্ধি কাজ করেছে? আমি তার বুদ্ধির প্রশংসা করি কিন্তু সে শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারে না। তোমরা যদি আসল বুদ্ধিদাতার পরিচয় বলে দাও, তাহলে আমি তোমাদের ছেড়েও দিতে পারি।"

"আমাদের কি অপরাধ?" দুঃখ ও ক্ষোভ মেশানো কণ্ঠে অত্যাচারিতের মনোভঙ্গিতে বলল এক কয়েদী। আমরা আপনার প্রজা। প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতির মোকাবেলায় আপনি আমাদেরই মিথ্যুক বলবেন কিন্তু আসল সত্য কিন্তু ভিন্ন। আমাদের গির্জায় আপনার আমলারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এই গির্জাটি হযরত ঈসার সময়ে প্রতিষ্ঠিত। আপনি হয়তো এটাকে ভগ্নস্তূপ বলবেন কিন্তু আমাদের কাছে এটি আপনাদের কা'বা গৃহের মতই পবিত্র। কোন কোন দিন রাতের বেলায় আমরা সেখানে ইবাদত করতে যেতাম, কিন্তু আপনার সৈন্যরা ইবাদতরত অবস্থায় আমাদের উপর আক্রমণ করেছে। আমাদের সব লোককে হত্যা করা হয়েছে এবং আমাদের গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। যেহেতু এখন আমরা বন্দী তাই আপনি আমাদেরকেই অপরাধী মনে করছেন।"

"ইসলাম কি অন্য ধর্মের ধর্মালয় জ্বালিয়ে দিতে বলে? ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলল অপর কয়েদী। দেখুন! ঈসা মসীহ এর ছবি এখানে অমর্যাদাকর অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আপনার সেনাপতি সেটিকে ওখান থেকে তুলে এনে এখানে ফেলে রেখেছে। আপনি যদি মনে করে থাকেন যে, আমাদেরকে ভীতসন্ত্রস্থ করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবেন তাহলে আপনার সেই আশা কখনও পূর্ণ হবে না।"

"ইয়াহয়া! আমি কি একথা বিশ্বাস করব যে, আমার এক সেনাপতি ও প্রধানমন্ত্রী মিথ্যা বলেছে?" বললেন আব্দুর রহমান।

"ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া কি জবাব দিবেন ভাবছিলেন। এরই মধ্যে এক কয়েদী বলে উঠল, প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতি কোন ফেরেশতা নয়। তারা আমাদের উপর যে জুলুম করেছে তা তারা ধর্মীয় আবেগের বশীভূত হয়ে করেছে। কিন্তু তারা এটা বুঝতে পারেনি যে, একাজ করে তারা গোটা খৃস্টান নাগরিকদেরকেই ক্ষেপিয়ে তুলেছে। আমরা আপনার আস্থাভাজন প্রজা। ফরাসী সম্রাট লুই ও পার্শ্ববর্তী আলফাসো ও গোথকমার্চের শাসকরা খৃস্টান হলেও তাদের আমরা শত্রু বলে মনে করি। কারণ তারা আপনার দুশমন এবং স্পেনের দুশমন।"

"এদের বাইরে নিয়ে যাও! আমাকে একটু ভাবতে দাও।"

বাইরে সরিয়ে আনা হল বন্দীদের। যারয়াবের ঠোঁটে ঈষৎ হাসির আভা আর ইয়াহয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন। আব্দুর রহমান তার মাথায় হাত বুলাচ্ছিলেন। তাঁর ও ইয়াহয়ার মোটেও জানা ছিল না যে, আব্দুর রহমান যখন গোসল করতে গেছেন যারয়াব তখন বাইরে গিয়ে এই কয়েদীদের সাথে কথা বলেছে। এখন কয়েদীরা আব্দুর রহমানের সামনে যে বক্তব্য দিয়েছে তার সবই যারয়াব এর শেখানো।

"আমি কি প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতির বিরুদ্ধে এ্যাকশন নেবো?" ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়ার প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন আব্দুর রহমান। এরপর নিজেই জবাব দিলেন, না, আমি কিছুতেই তা করব না।"

"তাদের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা আপনার নেয়া ঠিক হবে না সম্মানিত সুলতান! কারণ দু'জন সেনাপতির বিরোধিতা আপনার টেনে আনা উচিত নয়। প্রধানমন্ত্রী নিজেও একজন সেনাপতি। তারা যদিও মারাত্মক একটি ভুল করেছে কিন্তু তা সামলানো যাবে। আমি খৃস্টানদের ক্ষোভ দমন করতে পারব, আপনি এই কয়েদী দু'জনকে ছেড়ে দিন।" নিজের ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্যে আব্দুর রহমানের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলল যারয়াব।

"আপনি এদের মুক্ত করে দিতে চাইলে মুক্ত করে দিতে পারেন, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিদ্রোহ দানা বাধছে।" বললেন ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া। আমি জানতে পেরেছি, যে পুরনো গির্জায় আগুন লাগানো হয়েছে সেই গির্জায় খৃস্টানরা কি যেন কারসাজী করে খৃস্টান নাগরিকদেরকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে উস্কানী দিচ্ছে। এই জিনিসটি জানা সহস কাজ নয় যে গির্জায় আগুন আসলে কে দিয়েছে? আমার পরামর্শ হলো, খৃস্টান বন্দীদের ছেড়ে দিতে

চাইলে ছেড়ে দিতে পারেন কিন্তু খৃস্টানদের গোপন তৎপরতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। গির্জায় আগুন লাগিয়ে বিদ্রোহ দমানো যাবে না। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে।"

দীর্ঘ সময় এ বিষয়ে কথাবার্তা চলল। ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া খৃস্টান এজেন্ট না হলেও খৃস্টানদের সাথে তার নানা স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার কারণে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে কঠোর পরামর্শ দিতে পারেননি। যারয়াব দৃশ্যত আব্দুর রহমানের বিশ্বস্থ লোক হলেও সে ছিল খৃস্টান চর। আব্দুর রহমান এই দু'জনের প্রতি বেশী আস্থাশীল। কাজেই এদের নানা কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়ে আব্দুর রহমান তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দুই খৃস্টান কয়েদীকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

এদিকে কর্ডোভার সকল গির্জার ঘন্টাগুলো এক নাগাড়ে বাজতে শুরু করল। কোন কোনটার আওয়াজ খুবই প্রচণ্ড আবার কোনটির আওয়াজ কিছুটা হালকা। সবগুলোর আওয়াজ তাল লয় একই ধরনের। এ সময়ে গির্জায় ঘন্টি বাজার সময় নয়। অসময়ে ঘন্টা বাজার অর্থ হলো যে, কোন ভয়াবহ বিপদ ধেয়ে আসছে।

"ওই লোকদের কি হলো যে, একটানা বিরক্তিকর ঘন্টা বাজাচ্ছে। বাজনা শুনে তো মনে হচ্ছে তাদের উপর কোন মহাবিপদ এসে গেছে।" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন আব্দুর রহমান।

"এই আপদ কি তাদের জন্যে কম যে, ঈসা (আঃ)-এর যুগের প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক একটি গির্জায় আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে।" বলল যারয়াব। এটা তাদের শোকাবহ ঘন্টাধ্বনি সুলতান! আমরা তো কাউকে তাদের দুঃখ ও শোক প্রকাশে বাধা দিতে পারি না। আপনি চিন্তা করবেন না, আমি এটা সামলাচ্ছি।"

* * *

পুরনো ভগ্নপ্রায় গির্জাটি ছিল পাহাড়ের উপরে। রাতের বেলায় সেটির জ্বলন্ত অগ্নিশিখা কর্ডোভা শহর থেকেও দেখা গিয়েছিল। যারা সেখানে ঈসার কারামত দেখতে গিয়েছিল তারা এর আগে শুনেছিল যে, হযরত ঈসা তাদেরকে ভয়াবহ দুর্যোগের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। রাতের বেলায় গির্জায় যখন আগুন জ্বলে উঠল তখন দর্শনার্থীদের মধ্যে এমন ভীতি ছড়িয়ে পড়ল যে, পলায়নপর মানুষের পদপিষ্ট হয়ে কয়েকজন মারা গেল। সকল দর্শনার্থী ছিল ভীত সন্ত্রস্থ। এরা শহরে ফিরে গোটা শহরে ভীতি ছড়িয়ে দিল। এই ভয়াবহ দুর্যোগের খবর সেদিন শহর ছাড়িয়ে গ্রামে, মাঠে ময়দানেও আলোচিত হতে শুরু করল। ঈসা তার পয়গামে বলেছিলেন, তোমরা গির্জায় যাও। সেখানে তোমাদের দিক-নির্দেশনা দেয়া হবে। গির্জার ঘন্টা ধ্বনি যখন একটানা বাজতে শুরু করল তখন সকল খৃস্টান হন্তদন্ত হয়ে গির্জার দিকে দৌড়াতে লাগল।

"... ... তোমরা তো ধর্ম কর্মই ছেড়ে দিয়েছ ...।" ধর্মের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে তোমাদের কোন চিন্তা ফিকির নেই। আজ মুসলমানরা তোমাদের প্রায় হাজার বছরের পুরনো গির্জা গুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। এই গির্জায় ঈশ্বরপুত্র যীশু অবতরণ করতেন। তিনি এই পুরনো গির্জাটাকে ভালবাসতেন। তিনি তোমাদের সতর্ক করেছিলেন, তোমরা তোমাদের শত্রুদের হাতে ধ্বংস হবে...।" প্রত্যেক গির্জাতেই শুরু হল এ ধরনের উস্কানীমূলক বক্তব্য। প্রত্যেক পাদ্রীই তার বক্তব্যে খৃস্টানদেরকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিল।

কোন কোন গির্জায় বলা হচ্ছিল, যে গির্জায় ঈসা মসীহ্ রাতের বেলায় এসে ইবাদত করতেন, তোমাদের অমনোযোগিতার কারণে তিনি সেই গির্জায় আগুন দিয়ে চলে গেছেন।"

"গির্জার ঘন্টা একটানা বাজতেই থাকল, যেন এটা আর কোনদিন থামবে না। আব্দুর রহমানের শাহী মহল যেন গির্জার ডনডনাডন্ শব্দে কাঁদতে শুরু করল। আব্দুর রহমান যখন তার দরবার হলে প্রবেশ করলেন, তখন তার কাছে মনে হলো যে, গির্জার ঘন্টা ধ্বনির আওয়াজ আরো তীব্রতর হচ্ছে।

"এসব বাজনা বন্ধ কর" গর্জে উঠলেন আব্দুর রহমান। আমি তো ফয়সালা ওদের পক্ষেই দিয়ে দিয়েছি। তবে আর এই মরণবাদ্য কেন?"

স্পেন শাসকের হুকুম পালনের জন্যে দরবারীদের মধ্যে দৌড় ঝাপ শুরু হয়ে গেল। বাইরে অশ্ব দৌড়ানোর আওয়াজ শোনা গেল। কিছুক্ষণ পড়েই বন্ধ হয়ে গেল গির্জার অবিরাম ঘন্টা বাজানো।

"ঘন্টা এখন বন্ধ হয়ে গেছে, মহামান্য সুলতান! কেউ দরবারে এ খবর জানাতে আওয়াজ দিল।"

"হ্যাঁ, শুনতে পেয়েছি আমি। আমার নিজেরও তো কান আছে।" কিন্তু আপনি এই আগুনকে কিভাবে নিভাবেন যে আগুন গির্জা থেকে জ্বলতে শুরু করেছে?" বললেন প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম। তিনি তখন তার মর্যাদা অনুযায়ী আব্দুর রহমানের সবচেয়ে কাছে বসা। আমীরে উন্দলুস! আমি এইমাত্র নিজ হাতে শহীদদের দাফন করে এসেছি...।"

শহীদ ... শহীদ ...। ঝাঝালো কণ্ঠে বললেন আব্দুর রহমান। আব্দুল করীম তোমার অন্য কোন কথা থাকলে বল। ... আমাকে একটু ভাবতে দাও ... আমাকে চিন্তা করতে দাও ...।

আব্দুর রহমান দাঁড়িয়ে গেলেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও দরবারীদের উদ্বিগ্ন রেখে অন্দর মহলে চলে গেলেন।

সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের মতই আব্দুর রহমানকে প্রাত্যহিক সংবাদ শোনানো শুরু হলো। সংবাদ পাঠকের জন্যে দু'জন লোক নিযুক্ত ছিল। কিন্তু তারা তাদের ইচ্ছামত সংবাদ শোনাতে পারত না। দরবারী এক হাকিম তাদের কাছ থেকে সংবাদ শুনে যেটিকে সুলতানের কানে দেয়া প্রয়োজন বোধ করতো সেটি রাখত আর বাকী সংবাদ ছেটে ফেলে দিত। এরপর যারয়াব যখন থেকে দরবারে নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করল তখন থেকে প্রাত্যহিক সংবাদগুলো আব্দুর রহমানের কানে যাওয়ার আগে সেও একবার শুনে নিত এবং যে সংবাদ তার কাছে উপযোগী মনে হতো শুধু সেই খবরগুলোই আব্দুর রহমানের সামনে পাঠ করা হতো। যাতে আব্দুর রহমানের মনে কোন দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার উদ্রেক না হয়। যে ধরনের সংবাদ শুনতে আত্মতৃপ্ত শাসকরা পছন্দ করে সেইগুলোই তার কাছে পরিবেশন করতে বলত যারয়াব।

"স্পেনের মানুষ কেন্দ্রীয় খলিফার নামও জানে না।" এখানকার মানুষ কেবল চিনে ও জানে শাহে উন্দলুসকে। এদিনের সংবাদের প্রথম সংব্যাদ ছিল এটি।

"কোথাও কি কোন ধরনের বিদ্রোহের আলামত পাওয়া গেছে?" জানতে চাইলেন আব্দুর রহমান।

"বিদ্রোহ!" সংবাদ পাঠকদ্বয় বিস্ময়াভিভূত হয়ে জবাব দিল। বিদ্রোহের কথা তো কেউ কল্পনাও করতে পারে না। কি মুসলমান, কি খৃস্টান সবাই আপনার নাম শুনলে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে।"

প্রতিদিন সন্ধ্যায় এ ধরনের সুসংবাদই শুধু শোনানো হতো আব্দুর রহমানকে। এসব সংবাদে আল্লাহ্র পরেই স্পেনের মধ্যে তাকে বেশী মান্য করে লোকজন, এমন ধারণাই দেয়া হতো। দরবারী মোসাহেবদের চোখেই নাগরিক প্রজাদের অবলোকন ও মোসাহেবদের কানেই দেশের খোঁজ খবর শুনতেন আব্দুর রহমান।

দরবারী মোসাহেবরা তাকে আমীরে উন্দলুস্ থেকে শাহে উন্দলুসে পরিণত করেছিল। একটি গির্জায় আগুন জ্বলার কারণে যেদিন সারা দেশের প্রতিটি গির্জায়ই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল, সেইদিনও তাকে এই সংবাদই শোনানো হলো যে, "সব ঠিকই আছে। স্পেনের মানুষ আব্দুর রহমানকে দেবতার মতো পূজা করে।"

"যে আব্দুর রহমান ছিলেন একজন জ্ঞানী, বিজ্ঞ ও সচেতন লোক, যে আব্দুর রহমানের জ্ঞান-গরিমা, বিদ্যা-বুদ্ধি, যাচাই বাছাই, যোগ্যতা, প্রজ্ঞা ও বাহাদুরীর

কারণে ফরাসী সম্রাট লুই, গোথকমার্চের রাজা ও আলফাসোর শাসকরা সম্মানের চোখে দেখতো, সেই আব্দুর রহমান দরবারী মোসাহেব ও তোষামোদকারীদের বেষ্টনীর মধ্যে থেকে এমন এক সংকীর্ণ বলয়ে আবদ্ধ করেছিলেন নিজেকে যেখানে তিনি কি চান, কি বলতে চান তা দরবারীরা শুনতো না, আর তাকে কি বলা হয় ও শোনানো হয় তা বুঝার প্রয়োজন বোধ করতেন না আব্দুর রহমান। তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে—আজ তিনি ডষ কাজটি করছেন, এটিই ভবিষ্যতে ইতিহাসের পাতায় সংযোজিত হবে এবং ইসলামী ইতিহাসকে সুকীর্তি ও সুকর্ম দিয়ে সমৃদ্ধ করা তার মতো শাসদের একান্ত কর্তব্য।

ইতিহাস মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় যেমন হয়ে থাকে তদ্রূপ ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনাও হয়ে থাকে। যে জাতির ইতিহাস প্রণেতারা মিথ্যার বেসাতি করে, তাদের ইতিহাস মিথ্যাশ্রয়ী হয়ে থাকে। যে জাতির ইতিহাস প্রণেতাদের মধ্যে তোষামোদী ও গাদ্দারদের দখল থাকে তাদের ইতিহাস থাকে আত্মপ্রশংসায় ভরপুর। মানুষ নিজেকে বাদশা বানাতে পারে বটে কিন্তু ইতিহাস খুবই নির্মম হয়ে থাকে।

হিন্দুস্থানে মোগল শাসকগণ এবং স্পেনে উমাইয়া শাসকগণ যে ইতিহাস দরবারী তোষামোদকারীদের দিয়ে রচনা করিয়েছেন এই ইতিহাস পড়ে আমরা গর্ব করি। আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর জামে মসজিদ এবং আল হামরা রাজপ্রাসাদ ও কর্ডোভার জামে মসজিদ দেখে আমরা নিজেদের মিথ্যাই অহংবোধ করি। কিন্তু চিন্তা করি না, এতো দাপট ও শান-শওকতওয়ালা শাসকদের কেন পতন ঘটেছিল, কেন আল-হামরা ও তাজমহল আজ আমাদের অতীত ইতিহাস?"

এসব স্থাপত্য আসলে তোষামোদকারী ও গাদ্দারদের কীর্তি। যেসব তোষামোদকারীরা শাসকদের চোখে ধূলি দিয়ে বাস্তবতাকে আড়াল করে জাতিকে ধোঁকা দিয়েছে এবং শাসকদের মৃত্যুর পর তাদের কবরে বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়ে তাদেরকে মহামানবের আসনে স্থান দিতে চেয়েছে।

স্পেনের ইতিহাসের অন্তরালে যে বাস্তবতা লুকিয়ে রয়েছে ইতিহাসের উল্টোপিঠের ঘটনা যদি আমরা খোঁজ করি তাহলে দেখতে পাব যে আমাদের বর্তমান শাসকদের অবস্থাও তদ্রূপ। বর্তমানে দেশের নাগরিকরা প্রজায় পরিণত হয়েছে, আর শাসকরা তোষামোদকারীদের পুরস্কার ও উপঢৌকনে ভূষিত করছেন এবং বাস্তবতার স্বরূপ না দেখে মরিচীকার উপর আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন।

* * *

সেই সন্ধ্যায় আব্দুর রহমানকে যে সংবাদ শুনানো হয়েছিল তাতে সেদিনের গির্জার ঘটনা এবং খৃস্টানদের মধ্যে ধূমায়িত ক্ষোভের কোন সংবাদ ছিল না। আব্দুর রহমান নিজেই যখন জিজ্ঞেস করলেন, "এ ব্যাপারে কোন সংবাদ নেই কি?"

"না, এ ব্যাপারে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি যা আপনাকে জানানোর মতো সংবাদ হতে পারে" বলা হলো তাকে। তখন আব্দুর রহমানের মনে পড়ল প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম ও সেনাপতি আব্দুর রউফের কথা। সেনাপতি তাকে সকাল বেলায় বলেছিল—"আপনি আরাম করুন! আমরা এখনও জীবিত রয়েছি, ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা ইসলামকে জিন্দা রাখব। ইসলামের পাহারাদারী ওইসব শুহাদায়ে কেরামের রূহ করবে, যাদের শবদেহ আপনার দরজার সামনে পড়ে রয়েছে ...।"

"যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নাই ঘটে থাকবে তাহলে গির্জার ঘন্টা অবিরাম বাজছিল কেন?" বললেন আব্দুর রহমান। তোমরা ঐসব শহীদদের কথা তো কিছু বললে না, যাদের আজ দাফন করা হয়েছে? লোকজন তো তাদের জানাযায় শরীক হয়েছে, তারা কথাবার্তা বলেছে এবং মতামত ব্যক্ত করেছে।"

"শাহে স্পেনের এতো সময় নেই যে তিনি সামান্য ঘটনার ব্যাপারে পেরেশান হবেন"—বলল যারয়াব। তাদের সম্পর্ক যে বিভাগের কাছে তাদের কাছে খবর পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে শাহে স্পেনের নিরুদ্বিগ্ন থাকা উচিত।"

যে রাতে স্পেনের আমীর আব্দুর রহমানকে আত্মস্থ করা হচ্ছিল যে কোনখানে কোন বিরূপ ঘটনা ঘটেনি, সেই রাতের আগের সন্ধ্যায় কর্ডোভা থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে খৃস্টানদের বিদ্রোহ ও নওমুসলিমদের বিদ্রোহ সংঘটনের প্রাণপুরুষ মূল চক্রান্তকারী ইলুগাইসের সাথে দুই অশ্বারোহী কথা বলছিল যে, তারা কর্ডোভার নিকটবর্তী পুরনো গির্জায় যে নাটক মঞ্চস্থ করছিল, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তবে এর পরিণতি যাই হোক তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তারা ইলুগাইসকে পূর্বাপর সব ঘটনা বিস্তারিত বলল। এরা ছিল ওই ধৃত ব্যক্তি যাদেরকে আব্দুর রহমান মুক্তি দিয়েছিলেন যারয়াব ও ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়ার কথায় প্রভাবিত হয়ে।

"যদি তোমাদের ছেড়ে দেয়া হয়ে থাকে, তবে একথার অর্থ হলো আব্দুর রহমানের কাছে ঘটনাটি তেমন গুরুত্ব পায়নি।" মন্তব্য করল ইলুগাইস। কিন্তু প্রশাসনের খবর কি?

"আপনি ঠিক বলেছেন! বাদশাহর সামনে নিয়ে যাওয়ার আগে আমাদেরকে যারয়াব এসে বলে দিয়েছিলেন বাদশার সামনে আমাদের কি বলতে হবে। যারয়াব ও সুলতানা শাহের মেজাজ অনুকূল করে রেখেছিল। আমরা অত্যাচারিতের মতো বললাম—"আপনার কর্মকর্তাদের নির্দেশে আমাদের গির্জায় আগুন দেয়া হয়েছে।"

"অবশ্য আব্দুর রহমানের হারেমের দুইজন সেবিকা আমাদের বলেছে আব্দুর রহমানের দেমাগ পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। এজন্য এই ঘটনাকে সে কোন গুরুত্ব দেয়নি।" বলল অপরজন।

"এদিকে গির্জায় মানুষের ভীড় লেগে গিয়েছিল। তাদেরকে গির্জায় আগুনের ঘটনায় খুবই ক্ষিপ্ত করছে।" অপরজন বলল, আমি মুসলমানদের মধ্যেও এই ঘটনার জন্যে বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করতে দেখেছি। অধিকাংশ মুসলমানই বিশ্বাস করেছে যে, এই আগুন ঈসা মসীহ এর বদ দুআর কারণেই লেগেছে। তারা বিশ্বাস করেছে ঈসা মসীহ'র বহিঃপ্রকাশ গির্জায় ঘটেছিল।

"এই আগুন আর আমরা নিভতে দেবো না"—বলল ইলুগাইস। "তোমরা কর্ডোভা চলে যাও। আমি মুরিদা যাচ্ছি।"

ইলুগাইস যে পাদ্রীর কাছে অবস্থান করছিল, সে তাকে জিজ্ঞেস করল কর্ডোভা না গিয়ে সে এই সময়ে মুরীদা যাচ্ছে কেন? যেহেতু আন্দোলনের প্রথম পর্বটি সফলভাবে শুরু হয়েছে তাই তাকে তো এখন কর্ডোভা গিয়ে আন্দোলনকে আরো তীব্রতর করা উচিত।"

"আমার দৃষ্টি শুধু কর্ডোভা নয় গোটা স্পেনে।" বলল ইলুগাইস। এ সময়ে মুরিদার অবস্থা এমন যে সেখানে একটি আগুনের স্ফূলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেয়া দরকার। একাজে আমার সহকর্মী ইলয়ারো সেখানে রয়েছে। সেখানে এমন একজন মুসলিম শাসক রয়েছে, যাকে আমরা বিদ্রোহের জন্যে ব্যবহার করতে পারি। আমার ইচ্ছা হলো বিদ্রোহের দায়িত্ব আমাদের কাঁধে না নিয়ে এর নেতৃত্ব কোন মুসলমানের কাঁধে দিয়ে দেবো।"

"আপনি কি এমন কোন মুসলমানকে পেয়েছেন, যে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে?" জিজ্ঞেস করল পাদ্রী।

"আমার তো মনে হয় কোন মুসলমান আপনার সঙ্গ দিয়ে আবার আপনাকে না কয়েদখানা পর্যন্ত পৌছে দেয়। আপনি না থাকলে এই আন্দোলন এখানেই থেমে যাবে।" কিছুটা উদ্বেগমাখা কণ্ঠে বলল পাদ্রী।

ইলুগাইস সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে যে, সেও ছিল যারয়াবের মত অস্বাভাবিক মেধা ও বহুমুখী প্রজ্ঞার অধিকারী। তার অনুভূতি সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব ছিল না। কুরআন ও ইঞ্জিল উভয় ধর্মের অনেক লোকই তখন ছিল তার মতো উভয় ধর্মের ব্যাপারে সমভাবে অভিজ্ঞ। ইলুগাইস শুধু নামে মাত্র খৃস্টান ছিল, কুরআনের গবেষণার ফলে সে ইসলামের প্রতিই ঝুঁকে পড়েছিল। কিন্তু একদিন ফাম্পলোনার একটি ভগ্নপ্রায় গির্জার ধ্বংসাবশেষ থেকে কে-বা কারা জানি একটি হাতে লেখা কিতাব এনে দিল তার হাতে। এই কিতাবে রাসূল সম্পর্কে দলিল প্রমাণ দিয়ে মিথ্যা বর্ণনা দিয়ে রাসূলের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছিল লেখক। লেখক ছিল এক খৃস্টান ও খৃস্টধর্মের বড় পণ্ডিত। এই পাণ্ডুলিপি পড়ে ইলুগাইসের মধ্যে খৃস্টবাদ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সে লেগে গেল এই কিতাবকে ব্যবহার করে ইসলামের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্রে।

ইলুগাইস প্রথমে তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ খৃস্টবাদের পণ্ডিত ব্যক্তি ও খৃস্টবাদের প্রচারক সেন্ট জুলিয়াসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এরপর তার কাছ থেকে গিয়ে সমকালীন ধর্মীয় শ্রেষ্ঠ গুরুজন ইবেট সিপ্রান্দাইড এর সংস্পর্শে গেল।

মানুষের শক্তি ও দুর্বলতা এবং ঘাটতি ও অর্জনগুলোকে ইলুগাইস খুব বুঝতে পারত। একটি লোকের দিকে তাকালে সে বলে দিতে পারত তার মধ্যকার মনোভাব ও চিন্তা-ভাবনা। তার কাজকে সহজ করার জন্যে যারয়াব-এর মতো মেধাবী লোককে সে ক্রিড়নকে পরিণত করতে পেরেছিল। ক্ষমতা লিপ্সু জায়গীরদার কন্যা সুলতানাকে হাত করতে তো তার এক বৈঠকের বেশী লাগেনি।

কর্ডোভার গির্জায় যে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তা ইলুগাইসেরই মাথার কারসাজি। যে কোন পরিস্থিতিকেও নিজের পক্ষে ব্যবহার করার মত কৌশল জানত সে।

এখন সে তার মঞ্চস্থিত নাটকের রিপোর্ট নিচ্ছিল। এমতাবস্থায় তার মেজবান পাদ্রী তাকে অনুরোধ করল, সে যেন কোন মুসলমানের উপর আস্থা না রাখে। কেননা, তাতে সে ধরা পড়তে পারে এবং কোন বিপদে আটকে যেতে পারে।

"নারী ও সম্পদের মধ্যে এমন শক্তি রয়েছে যে, এই শক্তি মানুষকে নিজের ধর্মালয়ে আগুন দিতে উৎসাহী করতে পারে।" বলল ইলুগাইস। আমি ইঞ্জিল যতটুকু পড়েছি তার চেয়ে বেশী পড়ালেখা করেছি কুরআন সম্পর্কে। এই উভয় কিতাবে প্রভু মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন সম্পদের মোহ থেকে দূরে থাকতে।

ধন-সম্পদের আকর্ষণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। সেই সাথে অনুসারীদের বলেছেন, যে নারী তোমার চোখে ভালো লাগে তাকে বিয়ে করে ফেল কিন্তু বিয়ে ছাড়া কোন নারীর পানি গ্রহণ করো না। বিয়ে ছাড়া কোন নারীর পানি গ্রহণ করার শাস্তি ইসলাম ধর্মে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। কুরআন বলেছে, "বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে।" ইঞ্জিলও প্রায় অনুরূপই নির্দেশ দিয়েছে ... এর কারণ কি জানেন? কারণ হলো একটি সুন্দরী নারী একটি দেশ-জাতির এতো ক্ষতি করতে পারে যে, গোটা সেনাবাহিনীও যদি দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে লেগে যায় তবুও এতোটা ক্ষতি করতে পারে না।

নারী মানব জীবনে মারাত্মক এক প্রহেলিকা, ভয়ংকর এক মাদক ও যাদু। এই নারী মহান বীর পুরুষদেরও সিংহাসন থেকে ধুলায় লুটিয়েছে। নারীর থেকে আরো বেশী ভয়ংকর নেশা জাগানোর জিনিস ধন-দৌলত ও ক্ষমতার নেশা। কোন মানুষকে যদি ক্ষমতার লোভে আকৃষ্ট করতে পার তাহলে তুমি দেখতে পারবে ক্ষমতার লোভে সেই লোক নিজ কন্যাদেরও নিলাম করে দেবে।" ক্ষমতালোভী ব্যক্তি নির্দ্বিধায় মিথ্যা বলতে শুরু করবে, নিজ ধর্ম ও প্রভুকে পর্যন্ত ধোঁকা দিতে চেষ্টা করবে। একদিকে সে খাজাঞ্চীখানার মুখ খুলে দেয়, অপরদিকে কয়েদখানারও মুখ খুলে দেয়। কাউকে উপহার উপঢৌকন, পুরস্কার দিয়ে পক্ষে টানে আবার কাউকে শাস্তি ও কয়েদখানায় নির্যাতন চালিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে"—বলল ইলুগাইস।

"তারপরও আমার কিন্তু ভয় হয় যে, আপনি না আবার কোথাও প্রতারিত হন" বলল পাদ্রী। কারণ অনেক সময় সূত্রের বাইরেও নিয়মকানুনের ব্যতিক্রম অনেক কিছুই ঘটে যায়।"

"আব্দুর রহমানের মতো জ্ঞানী, সক্ষম ও পাক্কা মু'মেন শাসকও যদি নারীর সংস্পর্শে দ্বীন-ধর্ম ভুলে গিয়ে নারীর প্রেমে কর্তব্যকর্ম সবই ছেড়ে দিতে পারে তাহলে স্পেনের মাটিতে আর এমন কোনো বীর বাহাদুর নেই, যাকে আমরা প্রভাবিত করে আমাদের কাজে ব্যবহার না করতে পারব" বলল ইলুগাইস। এখন হয়ত আপনি বলবেন যে, আমি যা করছি এবং যা বলছি তা অপরাধ কিন্তু আমি আপনার মুখে এমন কথা শুনতে মোটেও প্রস্তুত নই। কারণ আমার সার্বিক কাজকর্ম আমার ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করা ও আমার মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে আবর্তিত। নিজ ধর্ম, দেশ ও জাতির প্রয়োজনে মিথ্যা বলাকে আমি বৈধ মনে করি। আমি কখনও ক্ষমতার লোভ করিনি। ধর্মের ও জাতির প্রয়োজনে আমি নিজের সুখ-আহ্লাদ, আবেগ-আগ্রহ, কাম-ক্রোধ সবই গলাটিপে হত্যা

করেছি। আমি মুসলিম শাসক বংশের গুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছি, তারা যেন নিজেকে সতর্ক ও... সচেতন রাখে, কারণ ক্ষমতার মসনদ যোগ্যতার বিচারে তাদেরই পাওয়া উচিত ইত্যাদি। এতে করে বাহ্যত শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য থাকলেও মনের দিক থেকে তাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে এবং একে অন্যের দুশমনে পরিণত হচ্ছে। কোন জাতিকে যদি ধ্বংস করতে হয় তবে তার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও নাগরিকদের মধ্যে বিরোধ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দাও, তাহলে অল্পদিনের মধ্যেই সেই জাতি ধ্বংসের মুখোমুখি হবে ... ।

মুরিদার দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ও গভর্নর পর্যায়ের কর্মকর্তা মুহাম্মদ বিন আব্দুল জব্বার অনুরূপ ক্ষমতালোভী ব্যক্তিদের একজন। লোকটি আগে নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা থাকলেও এখন সে আব্দুর রহমানের বিরুদ্ধে নিজেকেও শাসক হিসেবে দেখতে আগ্রহী। আমি তাকে আমার হাতের মুঠিতে নিতে চাচ্ছি। দীর্ঘদিন যাবত আমাদের লোকেরা তার পিছনে সক্রিয় রয়েছে, তাকে আমাদের পরিকল্পনার ছাঁচে ফেলা হয়ে গেছে। এখন সে নিজেই আমাদের হয়ে কাজ করতে শুরু করেছে ...।

* * *

মুহাম্মদ বিন আব্দুল জব্বার স্পেন শাসক আব্দুর রহমান বিন হাকামের সময়ে একজন বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। অবশ্য যশ খ্যাতির সবটুকুই ছিল মন্দ, কুখ্যাতি ও বদনাম। আব্দুর রহমানের পিতা আল-হাকামের সময় সরকারী ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণে নাগরিকদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করা হয়েছিল। আব্দুর রহমানের সময়ে এসে ট্রেজারী খালি হয়ে যাচ্ছিল। বলা হচ্ছিল চতুর্দিকের বিদ্রোহ ও সেনাভিযানের খরচ নির্বাহ করতে গিয়ে খাজাঞ্চীখানায় টান পড়ছে। কিন্তু বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। রাজ প্রাসাদের ব্যয় মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছিল। যারয়াব, সুলতানা ও আব্দুর রহমানের একান্ত রক্ষিতা ও সেবিকারা একেকটি সাদা হাতিতে পরিণত হয়েছিল। আব্দুর রহমান নিজেও তোষামোদকারীদের নগণ্য কথায়ও পুরস্কার দিতে শুরু করেন। যারয়াব ও সুলতানা যাই চাইতো আব্দুর রহমানকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে ফেলতে পারতো। এসব বাড়তি ব্যয়ভার মেটানোর বড় চাপটি ফেলা হয়েছিল মুরিদার জনগণের উপর। মুরিদা ছিল একটি প্রদেশের মত। গভর্নর পদমর্যাদা সম্পন্ন এক ব্যক্তি সেখানকার ট্যাক্স উসুলকারী ছিলেন। মূলত তিনিই ছিলেন মুরিদার অর্থনৈতিক দণ্ডমুণ্ডের মালিক। সংগৃহীত ট্যাক্সের টাকা কেন্দ্রীয় কোষাগারে পাঠিয়ে দেয়া ছিল তার প্রধান কর্তব্য। তার অধীনে ছিল বহু কর্মচারী কর্মকর্তা।

মুরিদার সেই কর্তাব্যক্তির নাম ছিল মুহাম্মদ বিন আব্দুল জব্বার। আব্দুল জব্বারকে প্রশাসনিক কাজ তদারকির জন্যে প্রায় সময়ই দূরের পল্লী পর্যন্ত সফর করতে হতো। আব্দুল জব্বার ছিল নির্ভরযোগ্য আমানতদার শাসক এবং ট্যাক্স আদায়ে খুবই কঠোর। মানুষ তাকে যেমন ভয় করতো তদ্রূপ সততা ও নিষ্ঠার জন্যে সম্মানও করতো।

সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী ছাড়াও পল্লীর কিছু লাঠিয়াল সে কাজে লাগাত। এই লাঠিয়ালেরা মুরিদার গুণ্ডা ও অপরাধপ্রবণ লোক হিসেবে পরিচিত ছিল। এরা লোকজনের কাছ থেকে ট্যাক্স ও পাওনা আদায়ে মুহাম্মদ বিন আব্দুল জব্বারকে সহযোগিতা করতো। এজন্য তারা পুরস্কারের প্রত্যাশা করতো, কিন্তু মুহাম্মদ বিন আব্দুল জব্বার ট্যাক্সের টাকা থেকে তাদের পুরস্কার দিতে সক্ষম ছিলো না। ফলে লাঠিয়াল দলের দলনেতা একদিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল জব্বারকে প্রস্তাব করল, আমরা মাঝে মধ্যে ভ্রাম্যমাণ কাফেলায় ডাকাতি করব, যদি আপনার কাছে আমাদের ব্যাপারে কোন তথ্য এসেও যায় তবে আমাদের আপনি গ্রেফতার না করে আপনার সহযোগিতার পুরস্কার হিসেবে এড়িয়ে থাকবেন।

এইসব লাঠিয়াল ও গুণ্ডাদের ছাড়া মুহাম্মদ বিন আব্দুল জব্বারের ট্যাক্স আদায় সম্ভব ছিল না। ফলে ইবনে আব্দুল জব্বার একটি সীমা নির্ধারণ করে দিল, এরচেয়ে বেশী সহায় সম্পদ তোমরা লুটপাট করতে পারবে না। গুণ্ডাদল তার কথা মেনে নিয়ে চুক্তি চূড়ান্ত করে ফেলল।

কিছুদিন পরই ডাকাতদলের প্রধান ইবনে আব্দুল জব্বারকে একটি ভাঙা তরবারী উপহার দিল। তরবারীর হাতলের মধ্যে খুব উঁচু দামের মোতি ও হীরা বসানো ছিল। এর দেড় দু'মাস পর আবার ডাকাতদলের সর্দার ডাকাতির পর বহু মূল্যের দু'টি হীরা ইবনে আব্দুল জব্বারকে উপঢৌকন দিল।

এভাবে প্রত্যেকবার ডাকাতির পর ডাকাতদলের লোকেরা ইবনে আব্দুল জব্বারকে দামী দামী উপহার দিত এবং ইবনে আব্দুল জব্বারও বিনা বাক্য ব্যয়ে এই উপহার উপঢৌকন গ্রহণ করত।

* * *

এ ধারা একসময় রীতিতে পরিণত হল। কিন্তু আদায়কৃত ট্যাক্সের অংকে ইবনে আব্দুল জব্বার কখনও হাত লাগাত না। একবার ইবনে আব্দুল জব্বার মুরিদা শহরের বাইরে একটি পল্লীতে সরকারী সফরে গেল। ট্যাক্স আদায় সংক্রান্ত কাজে তাকে এখানে দু'চারদিন অবস্থান করতে হতো। এজন্য এখানে ইবনে আব্দুল জব্বার একটি ডাক বাংলোর মত বানিয়ে নিয়েছিল।

রাতের বেলায় ডাকাত দলের নেতা ইবনে আব্দুল জব্বারের সাথে তার বাংলোতে সাক্ষাৎ করতে এল। ডাকাত দলের সর্দার ইবনে আব্দুল জব্বারকে কিছু মণিমুক্তা দিল এবং তার সাথে নিয়ে গিয়েছিল অনিন্দ্য সুন্দরী দু'টি তরুণীকে। হাদিয়া পেশ করার পর বলল—"এই দুই তরুণী আপনার জন্যে উপহার স্বরূপ দেয়া হলো। আমার লোকেরা এদেরকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছে...।"

ইবনে আব্দুল জব্বার এই উপহার গ্রহণ করতে অস্বীকৃত জানাল।

"আপনি এই দু'জন থেকে একজনকে রেখে দিন। আর চাইলে উভয়কেই রাখতে পারেন।" বলল ডাকাত সর্দার।

"ডাকাতির মাল থেকে যা আমি নিচ্ছি সেটিই একটি গোনাহ্। কিন্তু এই কবিরা গোনাহ আমি করতে পারব না। তোমরা এদের নিয়ে যাও।" তীব্র অনাগ্রহ প্রকাশ করল ইবনে আব্দুল জব্বার।"

আব্দুল জব্বার অনাগ্রহ প্রকাশ করলে এক তরুণী তার পায়ে পড়ে গেল, আর অপরটি হেচকি দিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

"আপনি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে আপনার কাছে রাখুন, পায়ে পড়ে বলল এক তরুণী। অপরজন বলল—আমাদেরকে এই গুণ্ডা জানোয়ারগুলোর হাতে তুলে দেবেন না, ওদের হাত থেকে বাঁচান।"

"আমরা আপনার সেবিকা হয়ে থাকবো, আপনার সেবায় নিজেদের জীবনপাত করব কিন্তু ওদের হাতে আমাদের তুলে দেবেন না।" খুব বিনয় ও কাকুতি-মিনতি করতে করতে ইবনে আব্দুল জব্বারকে রাজী করিয়ে ফেলল তরুণীদ্বয়।

"ঠিক আছে—তোমার অনুরোধ ও ওদের কাকুতি-মিনতির কারণে আমি এই উপহার গ্রহণ করলাম কিন্তু আমি যদি এদেরকে তাদের পিতা-মাতার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করি তাহলে তাতে তোমাদের কোন আপত্তি থাকতে পারবে না কিন্তু।

"না, তা থাকবে না। কিন্তু কথা হলো এই মেয়েরা আবার আমাদের ধরিয়ে না দেয়।" বলল ডাকাত সর্দার।

"তোমাদের কেউ গ্রেফতার করবে না। তোমরা যাও। আর এদেরকে এখানেই রেখে যাও।"

ডাকাত সর্দার চলে যাওয়ার পর ইবনে আব্দুল জব্বার তরুণীদ্বয়কে বলল, "এখন তোমরা বিপদমুক্ত। রাতে তোমাদেরকে আলাদা ঘরেই রাখা হবে এবং

আমার নিজের দাফতরিক কাজ শেষ করে তোমাদের বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।"

তরুণী দু'টিকে ভিন্ন একটি কক্ষে পৌঁছে দিয়ে বলা হলো, "তোমরা ইচ্ছা করলে ভিতরের দিক থেকে দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে পারো। তরুণীদ্বয় এতোটাই সুন্দরী ছিল যে ইবনে আব্দুল জব্বার জীবনে এমন সুন্দরী মেয়ে দেখেনি। উর্বশী তরুণী দু'জনের বয়স তখন সতের আঠার। যে কোন মরা পুরুষকেও এদের ভাবভঙ্গি ও রূপ জৌলুস হায়েনায় পরিণত করতে পারে।" কিন্তু ইবনে আব্দুল জব্বারের যৌবনে ভাটার টান শুরু হলেও তার হৃদয়ে কেমন যেন একটা মোচড় অনুভূত হল। সে মনের মধ্যে মস্তবড় একটি পাথর চাপা দিয়ে পাশের কক্ষে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

ইবনে আব্দুল জব্বারের কক্ষের কোণে ক্ষীণ আলো জ্বলছে কুপিতে। আব্দুল জব্বার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। রাত প্রায় অর্ধেকের বেশী পেরিয়ে গেছে। এমন সময় শরীরে কার যেন হাতের ধাক্কা ধাক্কিতে ঘুম ভেঙে গেল ইবনে আব্দুল জব্বারের।

সে একলাফে ঘুম থেকে উঠে খঞ্জর বের করে ফেলল, কিন্তু ঘরের মৃদু আলোয় দেখতে পেল সেই দুই তরুণীর একজন তার পালঙ্কের এক কোণে দাঁড়ানো।

"তুমি এখানে কেন?"

"আপনার উপকারের সামান্য প্রতিদান দিতে!" আমাকে যদি আপনার উপযুক্ত মনে না হয় তবে বলুন, আপনার কৃতজ্ঞতা কিভাবে আদায় করব—বলতে বলতে তরুণী তার পালঙ্কের উপরে বসে পড়ল।

"আমি তো আর তোমাদের তেমন কোন উপকার করিনি" বলল ইবনে আব্দুল জব্বার। তোমরা তো আমাকে প্রতিদান দেয়ার কথা ভেবে আরো পেরেশান করছো। তোমরা তো দেখছি আমার পরকাল নষ্ট করে দেবে!

ইতিমধ্যে তরুণী তার একটি হাত হাতে নিয়ে তার চোখে লাগাল এবং চুমু খেয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। ইবনে আব্দুল জব্বারের তখন শরীরে ততোটা উত্তাপ নেই। কিন্তু তরুণীর ভাবভঙ্গি ও নিজেকে এভাবে গভীর রাতের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশে মেলে ধরায় ইবনে আব্দুল জব্বারের পৌরুষ জেগে উঠল। সে ভুলে গেল পরকালের পরিণতি। তরুণীর উপস্থাপন ও নিজেকে ইবনে জব্বারের কাছে নিবেদনের ভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়ে গেল ইবনে জব্বার। অনুভব

করল সেচ্ছায়, সাগ্রহে এভাবে কোন নারী পুরুষকে আত্মদান করলে এই ভাটির সময়েও তার পক্ষে রোজ রোজ নারী সঙ্গ দেয়া সম্ভব। মোটকথা নারীর স্বাদ ও জিনার লোভে পড়ে গেল ইবনে আব্দুল জব্বার। এমন এক অপরাধে সে জড়িয়ে গেল, যে অপরাধ সকল অপরাধের চেয়ে ভয়াবহ।

রাতের অন্ধকার চিড়ে যখন সূর্য উদিত হলো, তখন ইবনে আব্দুল জব্বার এক নতুন জগত ও নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে ঘুম থেকে জাগল। একজন আমানতদার, বিশ্বস্ত ও অনুগত পুতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী কর্মকর্তার জীবনে পাপপঙ্কিলতার রঙ্গ ও মজাদার জীবনের হাতছানি নিয়ে উদিত হলো আজকের সূর্য। এইদিন ইবনে আব্দুল জব্বারের কাছে জীবনের যে কোন দিনের তুলনায় বেশী ব্যঙ্গময় ও বর্ণাঢ্য স্বাদে ভরপুর।

ইবনে আব্দুল জব্বার তার এই বাংলোতে বড় জোড় তিনচার দিন যাপন করতো, কিন্তু এবার নতুন জীবনের স্বাদ নিতে সে দশ বারো দিন কাটিয়ে দিলো এখানে। অবশেষে বাধ্য হয়েই তাকে ফিরে যেতে হচ্ছিল কিন্তু মেয়ে দু'টোকে সাথে নেয়ার সাহস পাচ্ছিল না সে। অন্যথায় বাংলোতেই দু'জন পাহারাদার নিযুক্ত করে এদের থাকার ব্যবস্থা করে সে মুরিদায় ফিরে গেল। ডাকাতদলের সর্দারকে সে বলল, মেয়েরা যাতে আরাম ও নিরাপদে এখানে থাকতে পারে সেদিকে নজর রাখতে।

ইবনে আব্দুল জব্বার চলে যেতেই ডাকাতদলের সর্দার এসে বলল, 'মনে হয় তোমরা সফল।'

"তোমরা তো বলেছিলে এই লোক পাথর" বলল এক তরুণী। কিন্তু মোম হতে তার মোটেও বেশী সময় লাগল না।

"ইবনে আব্দুল জব্বার যখন অপরাধের একটি দরজা উন্মুক্ত করল, তখন তার দ্বারা একের পর এক অপরাধের পথ খুলতে লাগল। পরকালের ভয় ও আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি একজন পরহেযগারের জন্যে অপরাধ সংঘটনে বিরাট বড় বাধা। কিন্তু মানুষ যখন তার দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার সুযোগে এইসব বাধার পাহাড় ধ্বংস করে দেয়, তখন অপরাধকারী ব্যক্তি মনের মধ্যে এক ধরনের মজা ও বিকৃত স্বাদ অনুভব করে। ভাবে আরে এ আর কি বাধা? এ বাধা সহজেই ডিঙানো যায়।

যে ইবনে আব্দুল জব্বার এর দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল সংগৃহীত ট্যাক্স ও খাযানা দিয়ে স্পেন সালতানাতের কেন্দ্রীয় ট্রেজারীকে সচল রাখা, কিন্তু সেই ব্যক্তি স্পেনের মুসলিম শাসনের জাত শত্রুদের চক্রান্তের ফাঁদে আটকে গেল। সে

মুআল্লেদীনদের ফাঁদে পা দিল এমন একটি অনৈতিক অপরাধের মাধ্যমে, যে অপরাধে একবার অভ্যস্ত হয়ে পড়লে মানুষ সেটি অব্যাহত রাখার জন্যে হাজারো অপরাধের জন্ম দেয়।

এরপর থেকে ঘন ঘন সফর করতে শুরু করল ইবনে আব্দুল জব্বার এবং প্রতিটি সফরের শুরু ও শেষ হতো সেই বাংলো থেকে। তরুণীদ্বয় এখন আর প্রথমদিনের মতো নিজেদের সংকুচিত করে রাখে না, এখন তারা হাসে, মজা করে আর নানা অঙ্গভঙ্গি করে ইবনে আব্দুল জব্বারের সাথে।

যে তরুণীরা ছিল সেকেলে পোষাকে আবৃত, কিছুদিনের মধ্যে তাদের পোষাক পরিচ্ছদে এতোটাই বাহারী ছাপ পড়ল যে শাহজাদী মনে হতো তাদের। পুরনো বাংলোটিও বদলে যেতে লাগল। ধীরে ধীরে বাংলোতে আরাম-আয়েশের আসবাবপত্র আসতে শুরু করল। কিছুদিনের মধ্যেই বাংলোটি ধারণ করল প্রাসাদের রূপ এবং আরাম-আয়েশের উপকরণ বৃদ্ধির সাথে বাদ্য বাজনা ও নৃত্যগীতের জন্যে ভিন্ন নারী তরুণীদেরও আগমন ঘটল। বিনোদনের উপাদান হিসেবে যোগ হল মদ।

এসব আয়োজনে প্রয়োজন ছিল অঢেল ধন-দৌলতের। ইবনে আব্দুল জব্বার বিলাসী প্রয়োজন মেটাতে ট্যাক্সের মধ্যে আত্মসাৎ শুরু করল এবং ডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ডাকাতির অংশ নিয়মিত পরিশোধের তাকিদ দিল ইবনে আব্দুল জব্বার। পূর্বের সাধারণ বাংলোকে ঘিরে ইবনে আব্দুল জব্বার প্রতিষ্ঠা করল নিজের এক রাজত্ব।

* * *

অনেকদিন পর ইবনে আব্দুল জব্বার বুঝতে পারল, তার চারপাশে যত লোক আছে, যতো লোক তার অনুগত সবাই খৃস্টান। তন্মধ্যে সামান্য নওমুসলিম ছিল বটে কিন্তু এগুলো নামধামে মুসলমান হলেও কাজেকর্মে মন-মানসিকতায় ছিল নিষ্ঠাবান খৃস্টান। ধীরে ধীরে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো যে, খৃস্টানরা শুধু তার সেবাই করতো না, রীতিমত তাকে পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনাও দিতে শুরু করল। ইবনে আব্দুল জব্বারের সাথে মুরিদা থেকে যে দেহরক্ষীদের সেনাদল থাকতো, তাদেরকে নিজের পছন্দমত নির্বাচন করেছিল ইবনে আব্দুল জব্বার। ওদেরকে বিপুল পরিমাণ ধন-দৌলত ও উপহার-উপঢৌকন দিয়ে এমন ভক্তে পরিণত করেছিল যে, এরা শুধু তার নিরাপত্তা রক্ষা করত না, তার গোপন জীবনের রহস্য ও গোপনীয়তাকেও সংরক্ষণ করত।

হঠাৎ একদিন ইবনে আব্দুল জব্বার এর দেহরক্ষী দলের মধ্যে একজনকে বদল করে সেনাপ্রধান নতুন একজনকে অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন। তার সাথী দেহরক্ষীরা নতুন সদস্যকে বলল, সফরে গিয়ে যা দেখবে এবং শুনবে ও প্রত্যক্ষ করবে এ ব্যাপারে কারো কাছে কোন কথা বলতে পারবে না। যদি কারো কাছে এ ব্যাপারে কথা না বল, তাহলে তোমাকে অনেক উপহার উপঢৌকন দেয়া হবে।

সাথীদের সতর্কতায় নতুন সৈনিক আরো বেশী সতর্ক হয়ে উঠল এবং একটু বেশী ইবনে আব্দুল জব্বারের ব্যক্তিগত কার্যক্রম ও প্রশাসনিক বিষয়াদী অনুসন্ধানে আগ্রহী হল।

নতুন দেহরক্ষী ইবনে আব্দুল জব্বারের কার্যক্রম দেখে হতবাক হল। সে প্রত্যক্ষ করল সফরের প্রথম দিনেই বাংলোতে নাচগান ও মদ সূরার আয়োজন হল। পরদিন ইবনে আব্দুল জব্বার রীতিমত শাহী দরবারে উপবেশন করল। প্রজারা তার দরবারে হাজির হতো ট্যাক্স ও খাযনা সম্পর্কিত আর্জি নিয়ে। প্রজাদের বক্তব্য, ট্যাক্স ও খাযানা অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে, আমাদের হাতে এতো সম্পদ নেই, দিতে পারব না। তাই হ্রাস করে দিন; না হয় ক্ষমা করে দিন। ইবনে আব্দুল জব্বার হয়তো ক্ষমা করে দিচ্ছিল, না হয় কমানোর আবেদন মঞ্জুর করে দিচ্ছিল।

ইবনে আব্দুল জব্বার সফর শেষে যখন মুরিদা ফিরে গেল, তখন সেখানকার সেনাপ্রধানকে নতুন দেহরক্ষী সব ঘটনা বলে দিল। একথাও বলল যে, সে সেখানে রাজ্যহীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং হারেম প্রতিষ্ঠা করেছে।

সেনাপতি অনেক আগেই অনুভব করেছিলেন যে, ইবনে আব্দুল জব্বারের মধ্যে একটা নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। ট্যাক্স ও কর আদায় কাজে সামনের সম্ভাব্য সফরের আগেই ইবনে আব্দুল জব্বারের প্রতিষ্ঠিত রংমহলে গেরিলা অভিযান চালানো হল। তাকে গ্রেফতার না করে বরখাস্ত করা হল এবং তার জায়গা নতুন প্রশাসক নিয়োগ করা হল। বরখাস্ত হওয়ার পর ইবনে আব্দুল জব্বার মুরিদা প্রত্যাবর্তন না করে সেখানেই রয়ে গেল। এদিক ডাকাত দল রীতিমত একটি সেনা ইউনিটে রূপান্তরিত হল।

ইবনে আব্দুল জব্বার ডাকাত দলের সর্দারকে ডেকে বলল, তুমি পুরো এলাকায় এই নির্দেশ প্রচার করে দাও যে—"এখন থেকে ইবনে আব্দুল জব্বার মুরিদার পরিবর্তে এই অঞ্চলেই অবস্থান করবেন এবং সকল খাযনা, ট্যাক্স, কর ইত্যাদি এখানে এসে তার হাতে আদায় করতে হবে।" এই সময়টাতেই ইলুগাইস ইবনে আব্দুল জব্বারের সাথে মিলিত হতে মুরিদায় এল।

"আপনার একথা মনে রাখতে হবে যে, আপনি একা।" বলল ইলুগাইস। এখন আর আপনার কোন ক্ষমতা নেই। যে কোন সময় আপনাকে হত্যা করা হতে পারে। কিন্তু আমরা আপনাকে মুরিদা'র আমীর বানাতে চাই এবং মুরিদা যাতে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় আমরা তা চাই। এ কাজে আপনাকে সকল খৃস্টান ও নওমুসলিম সহযোগিতা করবে। তারাই আপনার সেনাবাহিনী হিসেবে কাজ করবে। আপনি যদি আপনার সরকারী অবস্থান পুনর্বহাল করার জন্যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়ার কোন চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যে, আপনার অবস্থা কতো সঙ্গীন হবে।"

ইলুগাইসের এই পরামর্শ ছিল ইবনে আব্দুল জব্বারের প্রত্যাশার প্রতিফলন। সে ইলুগাইসের সাথে একমত হয়ে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করল। খৃস্টানরা এমনিতেই তাকে রাজা বানিয়ে ফেলেছিল। তাদের প্রত্যাশা ছিল মুরিদায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব যাতে কোন মুসলমানের হাতে থাকে, তারা নেতৃত্ব দেয়ার কাঙ্ক্ষিত লোক পেয়ে গেল।

* * *

ইবনে আব্দুল জব্বারের কুকীর্তির কাহিনী শুনে সকল সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী তার উপর ঘৃণা ও অভিশাপ দিচ্ছিল। তার জায়গায় নতুন প্রশাসক নিয়োগ পাওয়ার পর একবার একটি অঞ্চল প্রত্যক্ষ করার জন্যে তিনি সফরে বের হলেন। তা বেশ কয়েক মাস পরের ঘটনা। এরই মধ্যে ইবনে আব্দুল জব্বারকে মুরিদা থেকে বহিষ্কার করা হলো। সে লাপাত্তা হয়ে গেল এবং খবর আসতে লাগল, সে যে এলাকায় আস্তানা গেড়েছে—সেই এলাকায় ডাকাত, সন্ত্রাসী ও গুণ্ডাদের রাজত্ব কায়েম হয়েছে কিন্তু একথা কেউ জানতো না যে ডাকাত দলের নেপথ্য নায়ক ইবনে আব্দুল জব্বার।

নতুন শাসক একটি এলাকা পর্যবেক্ষণের জন্যে কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা ও দশ বারোজন দেহরক্ষী নিয়ে বের হয়ে মুরিদা থেকে দশ বারো মাইল দূরবর্তী একটি পাহাড়ী এলাকায় পৌছালে তাদেরকে একটি সংকীর্ণ পথে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। পথটি ছিল পাহাড়ের ঢালে এবং পথের উভয় পথে উঁচু টিলা। তারা পাহাড়ের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ জায়গায় পৌছালে দুইদিক থেকে এভাবে তীরবৃষ্টি শুরু হলো যে, কারো পক্ষেই জীবন নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব হলো না। দু'একজন ঘোড়া ঘুরিয়ে পিছন দিকে পালিয়ে আসতে চেষ্টা করলেও তারা বেশীদূর এগুতে পারেনি। তাদের সবার মৃতদেহ একটি পাহাড়ের আড়ালে পাথর চাপা দিয়ে লুকিয়ে ফেলা হলো।

এমতাবস্থায় ট্যাক্স ও খাযনা ইবনে আব্দুল জব্বারই করল। সে ট্যাক্স ও খাযানার পরিমাণ খুবই কমিয়ে দিল। ট্যাক্স কমিয়ে দেয়ায় সবাই ইবনে আব্দুল জব্বারকে বাহ্বা দিতে লাগল। সে তার বাসস্থান বদল করল। কেউ বলতে পারত না এখন সে কোথায় থাকে। আসলে পাহাড়ী অরণ্যে চলে গিয়েছিল সে। খৃস্টান চক্রান্তকারীরা ওকে খুবই কৌশলে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

কর্ডোভার গির্জায় আগুন ধরিয়ে দেয়ার পর ইলুগাইস ইবনে আব্দুল জব্বারের সাথে দেখা করে তার অবস্থা ও সৈন্যদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে মুরিদা এল।

আর এদিকে সেইদিন সেনাপতি উবায়দুল্লাহ তার সেনাবাহিনী নিয়ে কর্ডোভায় প্রবেশ পথের কয়েক মাইল দূরে ছাউনি ফেললেন। তাদের ছাউনীর কিছু দূরেই ছিল এক পল্লী। সেনাপতি উবায়দুল্লাহ ফেরার পথে আশেপাশের এলাকায় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এই পর্যবেক্ষণের সুবাদে তাকে হত্যার জন্যেও আঘাত হানা হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে তার একটি পর্যবেক্ষণ ইউনিট এই সময় অকুস্থলে পৌছে যাওয়ার কারণে তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন।

শেষ ছাউনী ফেলার পরও রীতিমত তার পর্যবেক্ষণ টিম আশেপাশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য বেরিয়ে গেল। পর্যবেক্ষকদের মধ্য থেকে দু'জন ফিরে এসে বলল, 'আমাদের সবচেয়ে কাছের পল্লীতে আমরা যে মসজিদে নামায পড়লাম সেখানকার ইমাম মুসল্লীদের অন্য ধরনের বিষয়ে কথা বলে। যার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।'

এশার নামায পড়ার উদ্দেশে নিজের পোষাক বদল করে উবায়দুল্লাহ নিজে দু'জন কমান্ডারকে সাথে নিয়ে সেই পল্লীতে চলে গেলেন। নামাযের পর নামাযীরা ঘরে ফেরার পরিবর্তে সবাই ঠায় বসে রইল। এরপর তারা জানতে পারলেন, এশার পর ইমাম সাহেস বিশেষ দরস দেন।"

"আজ আমি আপনাদের বলব জিহাদ কি? এই বলে ইমাম তার দরস শুরু করল। মুসলমানদের জীবনের সার্থকতা হলো সে আখেরাতের জন্যে ইবাদত করবে। জেহাদের ময়দানে যুদ্ধ করুক আর মুসলমান মসজিদে বসে ইবাদত করুক সওয়াব একই এবং আখরাতে একই প্রতিদান পাবে। তাহলে মুসলমান কেন নিজের বা অন্যের শিশুদের এতীম করবে বা স্ত্রীদের বিধবা করবে? নামাযই হলো সবচেয়ে বড় জিহাদ এবং মসজিদই সবচেয়ে বড় যুদ্ধ ক্ষেত্র।"

এ কথার পর ইমাম একটি আয়াত পাঠ করে কয়েকটি ভিত্তিহীন জাল হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলল, রাসূল (স.)-এর জীবনেও কয়েকবার এমন হয়েছে যে, তিনি জিহাদ প্রত্যাখ্যান করে টানা কয়েক দিন ইবাদতে লিপ্ত থেকেছেন।

স্পেনের যে বাদশা নিজেকে স্পেনের সুলতান বলে ঘোষনা করেছে এবং নিজেকে ইসলামের খাদেম বলে প্রচার করে সে নিজে বড় গোনাহের কাজে লিপ্ত। সে শরাব পান করে এবং শাহী মহলে উলঙ্গ নারীদের নাচায়। মুসলমান কোন বিশেষ ব্যক্তির গোলাম নয়, আপনাদের কাছ থেকে যে ট্যাক্স ও খাযনা নেয়া হয় এইসব সম্পদ ওই বাদশার বিলাস ব্যসনে খরচ হচ্ছে।" এ ধরনের ভাষণ দিয়ে এবং মিথ্যা হাদীস ও কুরআনের অপব্যাখ্যা করে ইমাম প্রশাসনের বিরুদ্ধে নাগরিকদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলছিল।

ইমামের দরস শেষ হলে নামাযীরা এক এক করে চলে গেল। উবায়দুল্লাহও তাঁর দুই সাথী কমান্ডার বসে রইলেন। ইমাম তাদের জিজ্ঞেস করল, "আপনারা বসে কেন?"

"আপনার দরস আমাকে এতোটাই মুগ্ধ করেছে যে, আমি আরো কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই।" বললেন সেনাপতি উবায়দুল্লাহ।

"জিজ্ঞেস করুন, তাতে কোন অসুবিধা নেই। আপনারা কোত্থেকে এসেছেন? এ আগে তো কখনও আপনাদের দেখিনি।"

"আমরা মুসাফির। আমরা কর্ডোভা যাচ্ছি—বললেন সেনাপ্রধান। আমি জানতে চাই বর্তমান শাসকের বিরুদ্ধে তাহলে আমরা কি করতে পারি? আপনি বলেছেন, বাদশা আমাদের ট্যাক্স ও খাযানা নিয়ে গোনাহর মেলা জমিয়েছে, আমাদের পেট কেটে সে আরাম-আয়েস করছে। আমার তো মনে হয় এ ধরনের শাসককে ক্ষমতার মসনদ থেকে টেনে নামানো আমাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে। তাহলে আল্লাহ্র বান্দারা তার জুলুম থেকে নাজাত পাবে।"

"অন্য কোন দিন আসুন। তাহলে ধীরস্থিরভাবে আপনাদের কথার জবাব দেবো। আজ আমি এক জায়গায় যাবো, এজন্য তাড়া আছে।" এই বলে ইমাম উঠে দাঁড়াল।

ইমাম মসজিদ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল। সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ ও তার দুই সাথী ইমামকে অনুসরণ করে এগুতে লাগলেন। ইমাম যখন কোন মোড়ে বাঁক নিতো তারাও তাকে অনুসরণ করে এগুতে থাকলেন। এক পর্যায়ে ইমাম তাদের উদ্দেশে বলল, "তোমরা আমার পিছনে পিছনে আসছো কেন?" উবায়দুল্লাহ বললেন, আমরা আপনার পথ অনুসরণ করতে চাই। ইমাম এগুতে

লাগল, উবায়দুল্লাহও তাকে অনুসরণ করে অগ্রসর হতে লাগলেন। ইমাম হাঁটতে হাঁটতে পল্লীর বসতি ছাড়িয়ে যেতে লাগল। এমতাবস্থায় উবায়দুল্লাহ অগ্রসর হয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "ইমাম সাহেব! আপনি থাকেন কোথায়?"

"আমি এই বস্তিতেই থাকি। আমি আপনাদের বলিনি যে, আমি এক জায়গায় যাবো?"

"তাহলে চলুন, আমরাও আপনার সাথে যাবো।" কিন্তু ইমাম তাদের এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে শুরু করলে সেনাপতি দুই সাথীকে ইঙ্গিত করলেন, দুই কমান্ডার খঞ্জর বের করে দুই পাশের পাঁজরে দু'জনের খঞ্জরের ডগা চেপে ধরল।

"না, তুমি একাকী যেতে পারবে না, হয় আমাদেরকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও, না হয় আমাদের সাথে চল" বললেন সেনাপতি। যদি এর অন্যথা করো, তাহলে পল্লীর প্রতিটি ঘরে ঘরে তল্লাশী করব। আমাদের সাথে সেনাবাহিনী রয়েছে। তখন কিন্তু তোমাকে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে ঘোড়া দৌড়িয়ে দেয়া হবে...।"

* * *

কথিত ইমাম থাকতো পল্লীর কোণে একটি বিচ্ছিন্ন ঘরে। পরবর্তীতে তল্লাশী নিয়ে জানা যায়, এই ঘরে আর কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। বলা হতো ইমাম সাহেবের কাছে কিছু জিন পরী পড়ালেখা করতে আসে। সেনাপতি ও দু' কমান্ডার ইমামকে তার ঘরে নিয়ে যেতে বাধ্য করলেন। ইমামের ঘরে গিয়ে প্রথমেই তারা দেখতে পেলেন দুই সুন্দরী যুবতীকে। এরপর ঘর তল্লাশী নিয়ে দেখা গেল, ঘরের একটি কক্ষ গির্জার মতো করে সাজানো। যেখানে নিয়মিত খৃস্টীয় প্রার্থনা করা হতো। সেই কক্ষে ঈসা ও মেরীর ছবি ছিল। ছিল ক্রুশ ও অন্যান্য খৃস্ট ধর্মীয় সরঞ্জাম। উবায়দুল্লাহর জিজ্ঞাসায় ইমাম জানাল যে, সে ছয় সাত মাস যাবত এই মসজিদে এই ধরনের দরস দেয়ার কাজ করছে।

সেনাপ্রধান তার খৃস্টীয় ইবাদত-বন্দেগীর আসবাবপত্র ও দুই তরুণীসহ ইমামকে সেনা ছাউনীতে নিয়ে এলেন। আসার পথে কথিত ইমাম সেনাপ্রধানকে প্রস্তাব করল, তিনি প্রয়োজনে এই দুই তরুণীকে নিয়ে যেতে পারেন এবং তিনি যে পরিমাণ সম্পদ চাইবেন তাই তাকে আগামীকাল পৌঁছে দেয়া হবে যদি তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। তারা তিনজন যদি চায় তবে তাদের খেদমতে এই দুই তরুণীর চেয়েও আরো বেশী সুন্দরী নারী পৌঁছে দেয়া হবে।

অন্ধকার পথে দুই তরুণী উবায়দুল্লাহ ও দুই কমান্ডারের গায়ে ঢলে পড়ছিল। এরা নারীত্বের সর্বময় ছলাকলা ও কৌশল প্রয়োগ করে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করছিল। কিন্তু উবায়দুল্লাহ ও দুই কমান্ডার কাঠ হয়ে রইলেন এবং দ্রুত পা চালিয়ে ছাউনিতে পৌছে এদেরকে তার তাঁবুতে ডেকে পাঠালেন।

"তোমরা দু'জন শোন! দুই তরুণীর উদ্দেশে বললেন সেনাপতি। তোমরা এখন সেনা শিবিরে রয়েছ। তোমাদের কাছে যা জিজ্ঞেস করা হবে এ সম্পর্কে যদি মিথ্যা বলার চেষ্টা কর তাহলে তোমাদেরকে সেনা শিবিরে ছেড়ে দেয়া হবে। সেনারা ক্ষুধার্ত জন্তুর মতো তোমাদের ছিড়ে ফেলবে। বুঝতেই পারছো, তখন তোমরা না বেঁচে থাকতে পারবে, না মৃত্যুবরণ করবে।"

"আমার প্রস্তাব কি আপনি কবুল করবেন না?" অনেকটা হুশিয়ারী দেয়ার কণ্ঠে বলল কথিত ইমাম।

"না হে হতভাগা! এখন আমি তোমাকে জীবন বাঁচানোর প্রস্তাব করছি। যদি সত্য বল তাহলে জীবন রক্ষা পাবে তোমার।"

"আপনি কি সত্য কথা শুনতে চান?" বলল ইমামরূপী খৃস্টান। আপনাদের শাসনের পতন ঘন্টা বেজে গেছে। আপনারা হয়ত আমাদেরকে কাপুরুষ বলবেন যে, আমরা আমাদের নারীদের সম্ভ্রমকে আমাদের কাজে ব্যবহার করছি। যা বলার বলুন। তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। এই মেয়েদেরকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন না? এদেরকে আমরা জোর করে একাজে এনেছি, না এরা নিজেরা এসেছে। আমরা আমাদের ধর্মের জন্যে আমাদের সবকিছুই উৎসর্গ করেছি। আমরা যে কোন মূল্যে স্পেন থেকে মুসলমান ও ইসলামকে বিতাড়িত করব। আমরা সফলতার মুখ না দেখলেও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেই সাফল্য দেখবে। আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যে ঝড় সৃষ্টি করে দিয়েছি, এই ঝড় তোমরা কিছুতেই থামাতে পারবে না। আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে দৈহিক আক্রমণ করব না, আমরা তোমাদের দ্বীন ধর্ম বিকৃত করে দিচ্ছি, তোমাদের ধ্যান-ধারণা বদলে দিচ্ছি।"

"তুমি কি তোমার দল সম্পর্কে আমাদের কোন তথ্য দেবে না?"

"আমাদের দলের খবর নিয়ে তুমি কি করবে, তোমার নিজের দলের খোঁজ খবর নাও না। তোমাদের বহু ইমাম মসজিদে ভুল তফসির শোনাচ্ছে। এরা নিজেরা বুঝতেও পারেনি, যারা তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, তারা তাদের দুশমন খৃস্টান। এখন অধিকাংশ মসজিদে এ ধরনের তফসিরই তোমরা শুনতে পাবে।

তোমাদের ধর্মের বিকৃতি সাধনের প্রাথমিক কাজ কিছু ইহুদী করেছে; আর বাকী কাজ আমাদের মত লোকেরা করছে।... আমি তোমাকে এ কথাও নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, তুমি সেনাপতি, তোমার জীবন কেটেছে সেনা শিবির ও যুদ্ধক্ষেত্রে। তুমি পবিত্র কিতাব পাঠ করেছো ঠিকই কিন্তু কিতাবের মর্ম তুমি বুঝতে পারনি। সেই মর্ম আমরা বুঝি। কুরআন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মুসলমানরা যদি কুরআনের মর্ম অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী চলত, তাহলে এই সাগর উপকূল থেকে ঐ সাগরের কুল পর্যন্ত স্পেনের সীমানা বৃদ্ধি পেতো। কিন্তু ইহুদী ও খৃস্টান পণ্ডিতদের সফলতা এই যে, তারা কুরআনকে যাদু ও তাবিজের উপাদান বানিয়ে দিয়েছে এবং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে শত পার্থক্য সৃষ্টি করে একেক আয়াতের বহু ব্যাখ্যা দাড় করিয়ে দিয়েছে।"

সেনাপতি উবায়দুল্লাহ্ নীরবে ইমামরূপী খৃস্টান চক্রান্তকারীর কথা শুনছিলেন। তিনি এখন আর নতুন কোন কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি যথেষ্ট সতর্ক ও সচেতন ছিলেন। এরই মধ্যে তিনি দুই তরুণীকে তার এক সহকর্মীর কাছে হস্তান্তর করে বললেন, এদেরকে কড়া প্রহরাধীন রাখবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রাখবে। তিনি নিজে ইমামরূপী খৃস্টানের কাছ থেকে আরো কিছু তথ্য জানার জন্য চেষ্টা করলেন কিন্তু ধূর্ত খৃস্টান আর তেমন কিছু বলতে রাজী হলো না। রাতের শেষ প্রহরে সেনাপতি সৈন্যদের রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিয়ে দিলেন এবং কড়া প্রহরাধীন এই খৃস্টান ও দুই মেয়েকে কর্ডোভা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

* * *

পরদিন দিন শেষে রাতের বেলায় প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ্ রাজধানী কর্ডোভায় প্রবেশ করলেন। কয়েদীদেরকে এই বলে কয়েদখানায় পাঠাতে বললেন, "যে আগামীকাল সকালে এদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে।"

রাজধানীর প্রবেশদ্বারে তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম, ডিপুটি প্রধান সেনাপতি আব্দুর রউফ, সেনাপতি মূসা বিন মূসা ও সেনাপতি ফরতুন। সেনাবাহিনী ফিরে আসার সংবাদ একদিন আগেই রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দেয়া হয়েছিল। আমীর আব্দুর রহমান সেনাবাহিনী ফিরে আসায় তাদের স্বাগত বাণী পাঠালেন।

উবায়দুল্লাহ্ ছিলেন খুবই ক্লান্ত। তদুপরি তিনি প্রধানমন্ত্রী সেনাপতিদের তিনি তার সাথেই বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তাদের তিনি গোটা সফরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করলেন। একথাও বললেন, তাকে হত্যার জন্য কিভাবে

আক্রমণ করা হয়েছিল এবং কিভাবে তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন। তাদের এ কথাও বললেন যে, এক খৃস্টান চক্রান্তকারী ও দুইটি মেয়েকে তিনি গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছেন। সবশেষে বললেন, "আমার মনে হচ্ছে খৃস্টানরা সামরিক মোকাবেলার সংঘাত এড়িয়ে যাচ্ছে।" এরা আমাদের উপর আক্রমণ করছে ভিন্নভাবে, যমীনের নীচ থেকে। ফেরার পথে আমি বহু জায়গায় থেমেছি এবং উভয় পাশের দূর দরজ পর্যন্ত খোঁজ খবর নিয়েছি। উভয় দিক থেকে আমি অব্যাহত যে সংবাদ ও তথ্য পেয়েছি, তা থেকে বলা যায় যে, গোপনে গোপনে সারা দেশব্যাপী একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চলছে। সীমান্তের যুদ্ধ থেকে আমি যাদের গ্রেফতার করেছি, এদের অনেকেই অনেক উঁচু পদের লোক। আমি ওদের কাছ থেকে যে রহস্য বের করেছি তা হলো, ফরাসী সম্রাট লুই স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে হাওয়া দিচ্ছে এবং তার সেনাবাহিনীর গেরিলারা এখানকার খৃস্টানদের সাথে মিশে আছে! তিন জায়গায় আমি দু'টি লোকের নাম শুনেছি। এদের নাম ইলুগাইস ও ইলয়ারো। এরা উভয়েই খৃস্টান, খুব মেধাবী, উভয় ধর্মে শিক্ষিত। এই দুই লোক এখানকার চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মূল হোতা। সারা দেশব্যাপী আমাদের গোয়েন্দা কার্যক্রম আরো ব্যাপক করতে হবে এবং তথ্য সংগ্রহের দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। সেনাবাহিনীর পরিধি বাড়াতে হবে এবং প্রতিটি গ্রামেই সম্ভব হলে সেনা চৌকি বসাতে হবে।"

"উবায়দুল্লাহ্! একটু ফিকে হেসে বললেন প্রধানমন্ত্রী। দেখার এখনও অনেক বাকী। তোমাকে আরো কতকিছু দেখতে হবে! তোমাদের অনুপস্থিতিতে এখানে ঈসা-এর আবির্ভাবের নাটক মঞ্চস্থ হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী গির্জার আদি অন্ত সকল ঘটনা বললেন। আমাদের শাহেনশাহ শহীদদের এক নজর দেখারও প্রয়োজন বোধ করেননি বরং ধৃত অপরাধীদের ছেড়ে দিলেন। আমরা তার এই নির্বিকার চিত্ত দেখে অবাক ও হতবাক হলাম!"

"একটু কাষ্ঠহাসি হাসি হেসে বললেন, প্রধানমন্ত্রী! আমি ও আব্দুর রউফ তাকে অনেক কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছি, তাকে অনেক অপমান করেছি, অবশেষে ক্ষুব্ধ হয়ে মহল থেকে বেরিয়ে এসেছি।" তার উপর যারয়াব ও সুলতানা চড়ে রয়েছে সে তাদের দেমাগেই এখন চিন্তা করে।"

"এর একটাই প্রতিকার! বললেন, সেনাপতি ফরতুন, আর তাহলো—ওদের কাউকেই জীবিত রাখা যাবে না। এ না হলে স্পেন থেকে আমাদের গাটুরী পেটরা গোল করতে হবে।"

না, না, এভাবে এখনই ভাবার সময় হয়নি। খুনোখুনি ও মসনদ বদলের ঘটনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর পরিণতি বয়ে আনে। গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

এখানে যদি গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাহলে শত্রুরা এর পুরোপুরি সুযোগ নেবে। গৃহযুদ্ধকে হাওয়া দিয়ে আরো দীর্ঘ করবে। পরস্পর মারামারি করে আমরা দুর্বল হয়ে যাবো আর ওদিকে শত্রুরা সীমানা সংকুচিত করে আনতে থাকবে। তখন আর আমাদের পক্ষে তাদের মোকাবেলা করার যোগ্যতা থাকবে না। আমরা যদি এখন আমীরকে হত্যা করি, তাহলে এটা একটা রীতি হয়ে যেতে পারে যে, "হত্যা কর এবং ক্ষমতা দখল কর।"

"এসবের তো একটা প্রতিকার হওয়া উচিত!" বললেন এক সেনাপতি।

"স্পেন শাসককে তার আসল চেতনায় ফিরিয়ে আনা ছাড়া আর কোন ভালো প্রতিকার ব্যবস্থা আমি দেখছি না"—বললেন সেনাপ্রধান। তোমরা তো জানো, সে কোন সাধারণ মানের লোক নয়। তার পিতার সময়ে প্রশাসনের সকল কাজই তো সে করেছে। তখন সে লড়াই করেছে, অন্যকেও লড়িয়েছে। আমার দৃষ্টি স্পেনের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার তার মতো যোগ্য লোক দ্বিতীয়টি আর কেউ নেই।...

"কিন্তু আমরা আর সেইদিনের জন্য কতো অপেক্ষা করব?" বললেন আব্দুল করীম। আমরা তো আর আব্দুর রহমানের চরিত্রে নিজেদের রঙ্গীন করতে পারি না। আমাদের তো নিজেদের ঈমান ও স্বাধীন স্বত্তাকে জীবিত রাখতে হবে। ইসলাম তো অনুমতি দিয়েছে শাসকও যদি ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তাকে বাধা দিতে হবে, খলীফা বা আমীর যদি বিপথে চলে তাহলে তাকে বাধা দিতে হবে। আমাদের আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির দিকে খেয়াল রাখতে হবে, আমীর আব্দুর রহমানের সন্তুষ্টির দিকে নয়।"

"আগামীকাল সকালেই আমি তার সাথে দেখা করতে যাবো।"... বললেন প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ্। আমি এই প্রতারক খৃস্টান ইমাম ও মেয়ে দুটোকেও সাথে নিয়ে যাবো—সে যদি আমার কথায় কান না দিতে চায় তাহলে আমি আপনাদের সবার সাথে কথা বলবো এবং সবাই মিলে একটা পথ অবশ্যই বের করবো। ফ্রান্সের দিক থেকেই আমার বেশী বিপদের আশঙ্কা হচ্ছে। আমি স্পেন শাসককে একথায় রাজি করাবো যে, ফরাসী আক্রমণ আমাদের উপর হওয়ার আগেই আমরা ওদের উপর আক্রমণ করবো। আপনি তো জানেন, যুদ্ধনীতি হচ্ছে—শত্রুবাহিনী যদি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে থাকে তাহলে প্রস্তুতি নেয়াকালীন অবস্থার মধ্যে ওদের আক্রমণ করো।" এই আক্রমণ আমাদের জন্যে কঠিন হবে জানি কিন্তু স্পেনকে আমাদের রক্ষা করতে হবে, ইসলামের এই দুর্গকে শক্তিশালী করতে হবে।"

* * *

সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ্ স্পেন শাসকের বিশেষ সাক্ষাৎকার কক্ষে বসে তার সাথে কথা বলছেন। তিনি যে রোয়েদাদ প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতিবৃন্দকে শুনিয়েছিলেন তাই আব্দুর রহমানের কাছে পুনরাবৃত্তি করলেন। সে সময় গির্জায় আগুন ধরিয়ে দেয়ার ঘটনার কয়েক মাস চলে গেছে।

"আমীরে স্পেন! আপনাকে কি কেউ বলেনি যে গির্জায় স্পেনের বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চক্রান্ত হচ্ছে। মসজিদে পর্যন্ত এই বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। আমি এক খৃস্টান ও তার দুই সহযোগী মেয়েকে গ্রেফতার করে এনেছি। এই লোক বিগত কয়েক মাস ধরে একটি মসজিদে ইমামতি করছিল। এই লোক কুরআনের অপব্যাখ্যা দিয়ে কুরআনের অবমাননা করছিল এবং রসূল (স.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করছিল। সেই সাথে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে হুকুমের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিল। আমি ওর ঘর তল্লাশী নিলে দেখতে পাই, তার ঘরের একটি কক্ষ ঠিক গির্জার মতো করে সাজানো। সেখানে গির্জার সকল ইবাদত সরঞ্জাম ছিল। ক্রুশ, ঈসা (আঃ) ও বিবি মরিয়ামের ছবি এবং বাইবেল ইঞ্জিল ইত্যাদি। তাছাড়া ওর মনোরঞ্জনের জন্যে ছিল এই দুই তরুণী। আমি ওকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে সে স্বীকার করে যে, সে খৃস্টান এবং ইমামের বেশ ধরে সে ইসলামের বিকৃতি সাধন করছে এবং মুসলমানদের ঈমানহারা করে হুকুমতের বিরুদ্ধে ক্ষেপানোর মিশনের সদস্য হিসেবে কাজ করছে ...।"

"ওকে আমি কঠিন শাস্তি দেবো—উবায়দুল্লাহ্! তোমার এতোটা সতর্ক ও চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। এই এক লোক আমাদের কি-ই বা আর ক্ষতি করতে পারবে? ওর সাথের ওই দুই মেয়ে স্পেন শাসনের কি আর ক্ষতি করতে পারবে?"

"সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ্ স্পেন শাসকের কথা শুনে এই ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে, আব্দুর রহমানের মোটেও খবর নেই যে, স্পেনের প্রতিটি কোণে কোণে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কি মারাত্মক ঝড়ের আয়োজন চলছে। অথচ তিনি বলছেন, এই একটি মাত্র ব্যক্তি আর তার দুই সহযোগী মেয়ে আমাদের কি ক্ষতি করতে পারবে? সেনা প্রধান যখন তাকে গির্জার আগুন লাগার ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন আব্দুর রহমান বললেন, আব্দুল করীম ও আব্দুর রউফ গির্জায় আগুন লাগিয়ে মারাত্মক একটা ভুল কাজ করেছে।"

"আমীরে স্পেন! আশ্চার্যান্বিত কণ্ঠে বললেন সেনাপ্রধান। মনে হচ্ছে আমার অনুপস্থিতিতে আপনাকে এসব কর্মকাণ্ড থেকে বেখবর রাখা হয় যে, আপনার চারপাশে আপনার বিরুদ্ধে কি ঘটছে!"

"আমিও তো একজন মানুষ।" খুবই নরম সুরে বললেন আব্দুর রহমান। তার এই বলার মধ্যে শাহী মেজাজ ছিল না। "সারা দেশের খবর রাখাতো আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমাকে যা বলা হয় তাকেই আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি।" আব্দুর রহমানের সামনে এক প্রস্ত কাগজ পড়ে ছিল। এই কাগজে দীর্ঘ একটি প্রশংসামূলক কবিতা লেখা। কথার ফাঁকে ফাঁকে উবায়দুল্লাহ্ এই কবিতাও দেখছিলেন। কথার ফাঁকে এক পর্যায়ে উবায়দুল্লাহ্ বললেন, আমীরে উন্দলুস্! স্পেন যদি আপনার ব্যক্তিগত জায়গীর হতো আর আমি আপনার ব্যক্তিগত কর্মচারী হতাম, তাহলে আপনার দরবারে এসে প্রথমেই আমি আপনাকে কুর্নিশ করে তারপর এ ধরনের প্রশংসামূলক শব্দ দিয়েই কথা বলতাম। যে ধরনের কথা এই কবি লিখেছে। আপনার কানে কানে যাই বলা হয় এবং আপনাকে যাই শোনানো হয় সবই আপনি সত্য বলে মেনে নেন কেন?" আমীরে উন্দলুস! মেহেরবানী করে আমাকে বলবেন কি আজকাল কেন এমনটি হচ্ছে?"

"উবায়দুল্লাহ্! তোমাদের কি হয়েছে যে সবাই আমার প্রতি বিরাগ ভাব দেখাচ্ছো? আব্দুল করীম ও আব্দুর রউফকেও মনে হচ্ছে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি বুঝতে পারছিলাম তারা কি বলছে কিন্তু তোমরা কি আমার দরবারের মান-মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখবে না? তোমরা দেখছি দরবারের আদব কায়দা সবই ভুলে যাচ্ছো।"

"হ্যাঁ, এটিই সেই মারণ বিষ, যে বিষ আপনি নিজ হাতে স্পেনের প্রশাসনে ঢুকাচ্ছেন—বললেন সেনপ্রধান। প্রথমত, আপনি তোষামোদ প্রেমী হয়ে গেছেন। তোষামোদকারী কবি ও সাহিত্যিকদেরকে আপনি আপনার হৃদয় রাজ্যে প্রাধান্য দিয়ে দিয়েছেন। এখন আর আপনার কান আপনার কোন বিরূপতা শুনতে প্রস্তুত নয়। দ্বিতীয় মরণ বিষ হলো, আপনার দফতরকে এখন আপনি আপনার দরবার ভাবতে শুরু করেছেন। ইসলামে আল্লাহ্‌র দরবার ছাড়া আর কোন দরবার নেই, অথচ আপনি নিজেকে পূজনীয় ভাবতে শুরু করেছেন। আমীরে উন্দলুস! নিজেকে খোদার আসনে আসীন করবেন না।"

"কি সব বলছো উবায়দুল্লাহ্! তুমি কি আমাকে ফেরাউন বানিয়ে ফেলছো?"

* * *

উবায়দুল্লাহ্ কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করল যারয়াব। প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহকে দেখে সে হকচকিয়ে গেল। এরপর নিজেকে সামলে নিয়ে দু'হাত দরাজ করে উবায়দুল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হল।

"আমাদের নেতা...বিজয়ী মহাবীর সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ্!" যারয়াব অগ্রসর হয়ে সেনাপ্রধানের সাথে কোলাকুলি করতে চাচ্ছিল, কিন্তু সেনাপ্রধান তার প্রতি হাত বাড়িয়ে শুধু করমর্দন করলেন। এতেই যারয়াব প্রচণ্ড সন্তুষ্টচিত্তে বলতে লাগল, "সুলতানে উন্দলুস! আমরা প্রধান সেনাপতির আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠান করব। আমার শিল্পীরা এ উপলক্ষে এমন নাচ নাচবে, যে নাচ দেখে আসমানের তারকারাও মুগ্ধ বিমোহিত হয়ে যাবে। আমি এমন একটি সঙ্গীত শোনাবো যা এ পর্যন্ত কখনও শুনাইনি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যারয়াব! আমার এই কবিতাটি..." আব্দুর রহমান যারয়াবের কথায় এমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন, যেন তিনি অনেকক্ষণ ধরে কঠিন যাতনায় ছিলেন এখন সম্পূর্ণ প্রাণ ফিরে পেয়েছেন।

উবায়দুল্লাহকে এই কাণ্ড অধৈর্য করে দিল। এমনিতেই দীর্ঘ সফরের পর ঘরে ফিরে তিনি মোটেও বিশ্রাম নিতে পারেননি। রাতের বেশির ভাগ সময় চলে গেছে প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতিদের সাথে মত বিনিময় করে। এরপর পরিবার পরিজনদের খোঁজ-খবর নিয়ে খেয়ে দেয়ে সামান্য সময় বিশ্রাম করতেই ভোর হয়ে গেল। ভোরের পর সকালের প্রাত্যহিক কাজকর্ম সেরে তিনি শাহী মহলে চলে এলেন। এর মধ্যে এমন বিরূপতা তাকে চরম ক্ষুব্ধ ও হতাশ করে ফেলল।

"কোন্ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে যারয়াব? জিজ্ঞেস করলেন সেনাপ্রধান। সেই শহীদদের জন্যে অনুষ্ঠান করবে, যাদের মৃত্যুর কারণ এই মহলের কেউ-ই জানার প্রয়োজন বোধ করেনি?"

ইত্যবসরে কক্ষে প্রবেশে করল সুলতানা। সেও যারয়াবের মতো সেনাপ্রধানকে দেখে সীমাহীন সন্তুষ্টি প্রকাশ করল এবং সেও ব্যাপক আকারে আনন্দ অনুষ্ঠান আয়োজনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করল। সুলতানা এসে আব্দুর রহমানের গা ঘেঁষে বসল। সেনাপ্রধান লক্ষ্য করলেন, তার কথায় আব্দুর রহমানের মধ্যে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, সুলতানার স্পর্শে তা দূর হয়ে গেল এবং প্রফুল্লতা ফিরে এল। এই দৃশ্য দেখে উবায়দুল্লাহ্র রক্তে আগুন ধরে যাওয়ার উপক্রম হলো কিন্তু তিনি অতি কষ্টে ক্ষোভ চেপে রেখে বললেন—

"যুদ্ধে মৃতদের জন্যে আনন্দ অনুষ্ঠান করার আগে আমি আপনার সাথে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই।"

"উবায়দুল্লাহ্র দেমাগ ঠিক মতোই কাজ করছিল। তিনি সুলতানা ও যারয়াব এর কৌশল সম্পর্কে পূর্বেই কিছুটা ধারণা পেয়েছিলেন এবং আসার পর তাদের ভাবভঙ্গি ও আব্দুর রহমানের প্রতিক্রিয়া থেকেও তিনি তাদের কৌশল

বুঝে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এজন্য তাদের প্রতিরোধ কৌশল হিসেবে তিনি প্রথম তীরটি আব্দুর রহমানের দিকে ছুড়ে দিলেন—একাকীত্বে কথা বলার প্রস্তাব করে।

"উবায়দুল্লাহ্‌র প্রস্তাবে আব্দুর রহমানের চেহারা আবারো ফিকে হয়ে গেল। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উবায়দুল্লাহকে কটু কথা শুনিয়ে দিলেন কয়েকটি। ক্ষুব্ধতার প্রেক্ষিতে উবায়দুল্লাহ্‌ও বললেন, "তাহলে আমাকে বলুন আপনার দরবার থেকে চলে যেতে। তবে চলে যাওয়ার আগে আমি আপনাকে বলে যেতে চাই, আমি আপনার দরবার থেকে চলে গেলেও স্পেন তো আর ছেড়ে যাবো না। আমি আপনাকে বলে যাচ্ছি, স্পেন আপনার মৌরুসী পাট্টা নয়, স্পেন আপনার শাসনাধীন ততোদিন থাকবে যতোদিন আমার ও আমার সেনাবাহিনীর কব্জায় শক্তি থাকবে, আর ততোদিন স্পেনকে কারো ব্যক্তিগত জায়গীরে পরিণত হতে দেয়া হবে না।"

"আরে! আমি তো তোমার কথা শুনছি উবায়দুল্লাহ্‌! যারয়াব ও সুলতানার সামনে কথা বলতে কোন অসুবিধা নেই"—বললেন আব্দুর রহমান।

"ওদের সামনেই আমি বলে দিচ্ছি যে, একজন দরবারী কথক আর হারেমের এক সুন্দরী রক্ষিতাকেও যদি আপনি প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে শরীক করতে শুরু করেন, তাহলে না আপনার রাজত্ব থাকবে, না এই স্পেনের অস্তিত্ব থাকবে।

আপনি শাসক না হলে এরা আপনার চেহারা কখনও দেখতো না। এই লোক যদি নৃত্যপটিয়শী না হতো; আর এই তরুণী যদি সুন্দরী না হতো, তাহলে এদের প্রতি তাকানোর প্রয়োজন বোধ করতেন না আপনি। এদের তো এটাই যন্ত্র ... এটাই বড় যাদু ...। এই দুই যাদুর কারণে আপনি এদেরকে রাষ্ট্রীয় কাজেও যোগ্যতম ভাবতে শুরু করেছেন।"

"যারয়াব ও সুলতানা একে অন্যের প্রতি তাকিয়ে চোখে চোখে কথা বলল এবং এমনভাবে বেরিয়ে গেল যে, তারা খুবই অপমানবোধ করেছে এবং তারা এতে খুবই ক্ষুব্ধ। এদিকে আব্দুর রহমান ওদের উঠে যাওয়ার দৃশ্য দেখে হাফিয়ে উঠলেন, তিনি উবায়দুল্লাহর প্রতি রূঢ় দৃষ্টিতে তাকালেন। অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললেন তিনি—

"উবায়দুল্লাহ্‌! কি চাচ্ছো তোমরা? তোমরা কি ভুলে যাচ্ছো যে, আমি আমীরে উন্দলুস! ইতিহাস আমাকে স্পেনের শাসক হিসেবেই স্মরণ করবে। আমার তো একটা ব্যক্তিগত জীবন থাকবে, এতে তোমরা দখল আন্দাজি করছো কেন?"

"দখল আন্দাজী নয় আমীরে উন্দলুস! আপনি ইসলামী সালতানাতের একটি অংশের আমীর! বললেন সেনাপ্রধান। আমীরের কোন ব্যক্তিগত জীবন থাকে না। যে মসনদে আপনি সমাসীন এই মসনদে বসে কোন আমীরের পক্ষে বিলাস-ব্যসনে গা ডুবিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। দেশের রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স ও খাযানার সম্পদ দিয়ে আমীর কিছুতেই দরবারী কথক ও হারেমে সুন্দরী পুষতে পারে না। সে শহীদদের জন্যে আনন্দ উৎসব করতে পারে না। তারপরও যদি কেউ এমনটি করতে চায়, তাহলে তার উচিত হবে এই পবিত্র দায়িত্ব ত্যাগ করে চলে যাওয়া।"

"উবায়দুল্লাহ্! কি বলতে চাও তুমি সেটি বল।"

"যে মানসিক অবস্থা আপনি তৈরী করেছেন, এই অবস্থাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা হতে পারে না। কারণ আমি তো যুদ্ধের কথা বলবো। এই অবস্থায় কি আপনি ফ্রান্সে আক্রমণের কথা শুনবেন? আপনি কি সেইসব বিদ্রোহের কথা শুনবেন, আপনার চার পাশেই যেগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে? আপনি কি সেই রক্ত বন্যার কথা শুনতে প্রস্তুত, যে রক্ত বন্যা এখন স্পেনের মাটির একান্ত চাহিদা?"

"স্পেন শাসকের মেজাজ সেনাপ্রধানের কথায় বিগড়ে গেল। তার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল অহংবোধ। দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—"সেনাবাহিনীকে কোথায় কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেই ফয়সালা আমি করব। কোন সেনাপতি সেনাবাহিনীকে তার ইচ্ছে মতো ব্যবহার করার অধিকার রাখে না। তুমি তোমার সব অধীনস্থ সেনাপতিদের বলে দিও, যে কোনদিন আমি তাদের সবাইকে ডেকে কথা বলে সার্বিক খোঁজ খবর নেবো।"

"পরিস্থিতি এমন যে, সময় ক্ষেপণের সুযোগ আপনার নেই, আপনাকে এক্ষুণি ফায়সালা করতে হবে। সেনাপ্রধান আমি। আমি আমার অধীনস্থদের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলব এবং এক্ষুণি আমরা এ্যাকশনে যাবো।"

"আমার হুকুম ছাড়া সেনাবাহিনী কোথাও যেতে পারবে না।" নিদের্শের কণ্ঠে বললেন আব্দুর রহমান।

"আমীরে উন্দলুস! অত্যন্ত দৃঢ় ও গম্ভীর কণ্ঠে বললেন উবায়দুল্লাহ্। আপনি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাচ্ছেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম হিন্দুস্থানে আল্লাহ্ ও রাসূলের পয়গাম প্রচার করছিল এবং ইসলামী সালতানাতের সীমানা বাড়িয়ে চলছিল কিন্তু তখনকার খলিফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক তার সাফল্যে জ্বলে উঠলেন যে, লোকেরা খলিফাকে উপেক্ষা করে একজন সেনাপতির প্রশংসায়

পঞ্চমুখ হয়ে পড়ছে, আর খলিফা বাদ পড়ে যাচ্ছেন। তিনি রুখে দিলেন অভিযান। মুহাম্মদ বিন কাসিমকে ডেকে নিয়ে বরখাস্ত করলেন এবং জিন্দানখানায় তাকে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণে বাধ্য করলেন।"

"আমার অন্তরে এমন কোন প্রতিহিংসা নেই।" বললেন আব্দুর রহমান।

"স্পেনের ইতিহাসও তো আপনার অজানা নয়, আব্দুর রহমানের কথার জবাবে বললেন সেনাপ্রধান। স্পেনের উপকূলে অবতরণ করে জাহাজগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে মরণপণ যুদ্ধ করে তারেক বিন যিয়াদ যখন স্পেন জয় করলেন, তখন প্রধান সেনাপতি মূসার হৃদয়ে এমনই এক প্রতিহিংসার জন্ম নিয়েছিল, তিনি তারেককে রুখে দিলেন আর সামনে অগ্রসর হতে দিলেন না। শুধু তাই নয় বরং এই অভিযোগ আনলেন যে, তার নির্দেশের বাইরে সে কেন সামনে অগ্রসর হয়েছিল। তিনি তারেকের কাছ থেকে কমান্ড ছিনিয়ে নিলেন। কিন্তু তারেক সেনাপ্রধান মূসাকে আশ্বস্ত করলেন যে, ঠিক আছে এখন থেকে আপনার নির্দেশ পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে পালন করা হবে। শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে সমঝোতা হলো এবং দু'জনের মিলিত অভিযানে ফ্রান্সের সীমানা পর্যন্ত বিজিত হলো।"

"এসব কথা আমার মনে আছে উবায়দুল্লাহ্। এসব তো আমাদের পূর্বসূরীদের কীর্তি, সবই মনে আছে আমার।"

"না, আপনার কিছুই স্মরণ নেই। আপনি সবই ভুলে গেছেন। আমি আপনাকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি যে, আপনার পিতৃপুরুষরা কি কি ভুল করেছিলেন... মূসা ও তারেক যখন ফ্রান্সের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, তখন খলিফা ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালেকের পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো, তারা উভয়েই যেন ফিরে আসে আর সামনে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ মূসা ও তারেকের সাফল্যে ওয়ালীদের নিজের খেলাফতই দুলে উঠেছিল। নির্দেশ পেয়ে মূসা বললেন, তিনি ফিরে যাবেন না, কিন্তু তারেক বললেন, "আমি খলীফার নির্দেশ অমান্য করার গোনাহ করতে পারব না।"

তারেক ফিরে চলে গেলেন। অতঃপর মূসাকেও ফিরে যেতে হলো।

"অতঃপর তাদের কি হয়েছিল তাও আমি জানি উবায়দুল্লাহ্। ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন আব্দুর রহমান। খলিফা মূসার সাথে খুবই খারাপ আচরণ করেছিলেন, আর তারেককে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল।"

স্পেন শাসকের অবস্থা তখন এমন হয়ে পড়েছিল যে, তিনি সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ্র সামনে হাতিয়ার ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ্ স্পেন শাসকের সামনে স্পেন ও ইসলামী

ইতিহাসের চাঞ্চল্যকর মোড়গুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, তার শোনানোর ভাষা ছিল আবেগঘন, মায়াভরা কিন্তু ঘটনাগুলো ছিল রূঢ় বাস্তব। তার বলার ভঙ্গিতে ক্ষোভ ছিল বটে কিন্তু সেই ক্ষোভের মধ্যেও ছিল আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার ছাপ। উবায়দুল্লাহ্ তাকে হেয় প্রতিপন্ন করছিলেন না, তার বলার ভঙ্গিটাই এমন ছিল যে, আমীরে স্পেন যদি ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ দমনে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন, তাহলে তিনি নিজেই বিদ্রোহ দমনের পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবেন।

আব্দুর রহমান সেনাপ্রধানকে থামাতে বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু সেনাপ্রধান আবেগ উত্তেজনায় উদ্বেলিত হয়ে বলেই যাচ্ছিলেন। উবায়দুল্লাহ্র দেশপ্রেম ও আবেগের কাছে আব্দুর রহমানের অহংকার, দেমাগ ও আত্মমর্যাদা সবই লীন হতে লাগল। উবায়দুল্লাহ্ তাকে বনী উমাইয়াদের শাসন ও তাদের বিভিন্ন ত্রুটি ও বিচ্যুতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি আব্দুর রহমানকে কোন কল্পকাহিনী শোনাননি, সেই শতাব্দীরই রূঢ় বাস্তবতাগুলো চোখের সামনে মেলে ধরছিলেন। তুলে ধরছিলেন বনী উমাইয়ার ইতিহাসের সিঁড়ি বেয়ে স্পেনের বর্তমান পরিস্থিতিতে উপনীত হওয়ার কারণগুলো।

আমীরে উন্দলুস! আপনি বললেন, মূসার সাথে খলিফা খুব খারাপ আচরণ করেছিলেন, আসলে এটি তখনকার প্রকৃত চিত্র নয়। মূসা এবং তারেক যখন দামেস্ক থেকে মাত্র অল্প দূরে তখন খলিফার ভাই সুলাইমান দামেস্কের বাইরে এসে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন 'খলিফা মৃত্যু শয্যায় শায়িত, কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি মারা যাবেন। এ জন্য তাদের দামেস্কে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই।' আসলে ওয়ালীদের পরে খেলাফতের দাবীদার ছিলেন অনেক। তাদের মধ্যে সুলাইমানও ছিলেন খেলাফতের মসনদ প্রত্যাশী। তিনি মূসা ও তারেককে অর্থাৎ সেনাবাহিনীর চৌকস সেনাপতিদের পক্ষে নিয়ে মসনদ দখলের চেষ্টা করেছিলেন...।

মূসা সুলাইমানকে বললেন, খেলাফতের প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। আমি বা তারেক আমরা কেউই খলিফা হতে চাই না। আমাদেরকে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এজন্য আমরা ফিরে এসেছি। আমরা বর্তমান খলিফার সাথে সাক্ষাৎ করব। যদি তার জানাযাতেও শরীক হতে হয় তবুও আমি দামেস্কে যাবো। সুলাইমান মূসাকে ফেরানোর বহু চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মূসা এই বলে সুলাইমানকে জব্ধ করলেন যে, "সেনাপতিদের রাজনীতির সাথে জড়ানো উচিত নয়। আমি সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে জড়াতে দেবো না। মূসার কণ্ঠে একথা শুনে সুলাইমান ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে গেলেন...।

মূসা ও তারেক খলিফা ওয়ালীদের মুখোমুখি হলে তাদের সামনে অঢেল ধন-দৌলত উপঢৌকন হিসেবে পেশ করা হলো। ওয়ালীদ তখন অনেকটাই সুস্থ, তিনি তাদের ফিরে আসায় খুশী হলেন বটে কিন্তু তার ভাই সুলাইমান তারেক ও মূসার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে রইলেন। এর চল্লিশ দিন পর ওয়ালীদ ইন্তেকাল করলেন, আর এই সুযোগে সুলাইমান খেলাফতের মসনদে সমাসীন হলেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি মূসার বিরুদ্ধে এমন প্রতিশোধ নিলেন, বনি উমাইয়ার ইতিহাসে যা চিরদিন কলঙ্ক হয়ে থাকবে।

তিনি নিজের গোয়েন্দা লাগিয়ে মূসার বিরুদ্ধে লজ্জাজনক কতগুলো অভিযোগ দায়ের করালেন এবং মূসার বিরুদ্ধে এতো বিপুল অঙ্কের জরিমানা ধার্য করলেন যা মূসার পক্ষে আদায় করা সম্ভব হলো না।"

কারো কারো মতে সুলাইমান মূসার বিরুদ্ধে দু'লাখ দিনারের জরিমানা সাব্যস্ত করলেন। এতো বিপুল অঙ্কের জরিমানা আদায় করা তখনকার একজন নিষ্ঠাবান সেনাপতির পক্ষে কিছুতেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু এদিকে সুলাইমান মূসার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিশোধ নেয়ার ধনুকভাঙা পণ করেছিলেন। সুলাইমান মরুর তপ্ত বালুতে একটি খুঁটি গেড়ে সেটির সাথে মুসাকে বেঁধে দিলেন ...। আমীরে উন্দলুস! আপনার কি জানা আছে, তখন মূসার বয়স কত ছিল?... আশি বছর বয়সে তিনি তারেককে নিয়ে স্পেন জয় করেছিলেন।"

এই বয়সেও তাকে আগুনে বালুর মধ্যে টানা কয়েকদিন বেঁধে রাখার পর কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হলো। আপনি কি জানেন আমীরে উন্দোলুস! তখন মূসার এক যুবক ছেলেও একজন সেনাপতি ছিলেন। তার নাম ছিল আব্দুল আজীজ। খলিফা সুলাইমানের ভয় ছিল আব্দুল আজীজ তার পিতার উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে পারে। তাই তিনি সেনাপতি আব্দুল আজীজকে দুই উপজাতীয় ভাড়াটে খুনি দিয়ে তার ছাউনিতে ফজরের নামাযের ইমামতিকালে হত্যা করান। ইতিহাস থেকে আপনি এই কলঙ্ক কিভাবে মুছে ফেলবেন যে, সুলাইমান দুই গেয়ো খুনিকে দিয়ে এমন সময় সেনাপতি আব্দুল আজীজকে হত্যা করান যখন তিনি ফজরের নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ শেষ করে সূরা তাযকিয়া শুরু করেছিলেন।"

সুলাইমান এখানেই প্রতিশোধ নেয়া শেষ করেননি, নিহত আব্দুল আজীজের মাথা কয়েদখানায় অন্তরীণ পিতা মূসার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মূসা সেনাপতি পুত্রের খণ্ডিত মাথা দেখে আহ্ ভরে বললেন হায়! হতভাগা এমন একজন সেনাপতিকে হত্যা করাল, যে দিনের বেলায় জিহাদ ও রাতের বেলায় ইবাদতে কাটিয়ে দিতো। সেনাপতি মূসা আশি বছর বয়সেও এই কষ্ট সহ্য করেছিলেন...।

৯৭ হিজরী সনের হজের কথা স্মরণ করুন আমীরে উন্দলুস! সুলাইমান যখন হজ্জ করতে গেলেন, তখন মূসাকে পায়ে শিকল পরিয়ে সাথে নিয়ে গেলেন এবং তাকে সেই ভিখারীদের সাথে দাঁড় করিয়ে দিলেন, যারা হাজীদের কাছে ভিক্ষা চাইত। সুলাইমান তাকে বললেন, "ভিক্ষা করো এবং পয়সা জমিয়ে জরিমানা আদায় করে মুক্তিলাভ কর।" সেই বছর হাজীরা খুবই সন্তুষ্টচিত্তে হজ্জ করতে আসেন যে, স্পেন মুসলিম সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু কেউই একথা জানতো না যে, স্পেন বিজয়ী ভিখারীদের সাথে পায়ে শিকল পরা অবস্থায় স্পেন বিজয়ের প্রতিদান দিতে ভিক্ষা করছে।" শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তার প্রতি সদয় হয়ে এই কষ্টের অবসান ঘটালেন, তাকে পবিত্র মদীনায় মৃত্যু দিয়ে...।

আর তারেক বিন যিয়াদকে আর কোন যুদ্ধে যেতে দেননি সুলাইমান। তিনি কোথায় যে হারিয়ে গেলেন, ইতিহাস তার কোন খোঁজ করেনি ...।

স্পেন শাসক আব্দুর রহমান তখন সেনাপ্রধানের বক্তব্যে অস্থিরচিত্তে কক্ষ জুড়ে টলছিলেন।

"আমীরে উন্দলুস! আল্লাহ্র কানুনকে নিজের হাতে নিতে চেষ্টা করবেন না।" বললেন সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ্। আপনি ইচ্ছা করলে খলিফা সুলাইমানের মতো মুহাম্মদ বিন কাসিম, মূসা ও তারেকের মতোই শাস্তির ব্যবস্থা নিতে পারেন। কিন্তু আমি একথা দৃঢ়তার সাথে বলে দিতে পারি যে, আমার কোন সেনাপতি সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হবে না। আমি আপনাকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, তখন আপনার পরিণতি হবে খুবই ভয়ঙ্কর।"

এই কথা বলে সেনাপ্রধান কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। আব্দুর রহমান কক্ষে দাঁড়িয়ে সেনাপ্রধানের গমন পথে তাকিয়ে রইলেন।

ধপাস করে বসে পড়লেন স্পেন শাসক। বসে তিনি কপালে হাত রাখলেন। সেনাপ্রধান তার মধ্যে পূর্বেকার সেই চেতনা জাগাতে চেষ্টা করলেন। যে চেতনা তিনি জীবনের প্রথমভাগে অর্জন করেছিলেন।

* * *

কিছুক্ষণ এভাবে কাটার পর স্পেন শাসক তার কাঁধে কারো হাতের চাপ অনুভব করলেন। মাথা তুলে দেখলেন বিবাহিতা বাদী মুদ্দাসিসরা তার কাধে হাত দিয়ে দাঁড়ানো। আগেই বলা হয়েছে, মুদ্দাসিসরা ছিল তার একান্ত সেবিকাদের একজন। সে সুলতানার চেয়ে বেশী সুন্দরী না হলেও সুলতানার মতোই সুন্দরী ছিল। মুদ্দাসিসরা ছিল অত্যন্ত নমনীয় ও কোমনীয়। বিশেষ করে তার কণ্ঠ ছিল শিশুদের মতো নির্মল। আব্দুর রহমান তাকে ভালোবেসে বিয়ে করে ফেলেন।

আব্দুর রহমান সুলতানার চঞ্চলতা, বুদ্ধিমত্তা, সৌন্দর্য চর্চা, বাচনভঙ্গিতে মুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু তার পাশাপাশি মুদ্দাসিসরার মায়াবী চাহনী ও নির্মলতাও তার প্রিয় ছিল।

"আপনি কি হেরে গেছেন সুলতান? কোমলকণ্ঠে বলল মুদ্দাসিসরা। আপনি কি সেই আব্দুর রহমান নন, যিনি তার পিতা আল হাকামের শাসনকালে কয়েকবার ফরাসীদেরকে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন? আপনি কি সেই আব্দুর রহমান নন, যিনি স্যার লেমন নামের খৃস্টানকে মাত্র অল্প কয়েকজন সৈনিক নিয়ে পরাজিত করেছিলেন? স্যার লেমন তার পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে যখন তরতোলা দুর্গ অবরোধ করেছিল, তখন এতো শক্ত অবরোধ বীরের মতো কে ভেঙ্গে দিয়েছিল? আপনিই তো। আপনিই তো সেই বীর পুরুষ আব্দুর রহমান!"

আব্দুর রহমান মুদ্দাসিসরাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখলেন। তার কাছে সাদাসিধে মুদ্দাসিসরাকে তখন আরো অপরূপা মনে হলো। মুদ্দাসিসরা দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আব্দুর রহমান একাকী বসে রইলেন। তার মাথায় তখন উথাল-পাতাল করছে, ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার চিন্তা জগতে। মুদ্দাসিসরা একটু পর ফিরে এলো একটি তরবারী হাতে নিয়ে। কোষবদ্ধ তরবারীটি আব্দুর রহমানের সামনে সে কোষমুক্ত করে খোলটি ঘরের একদিকে ছুড়ে ফেলে দিল। উন্মুক্ত তরবারীটি সে আব্দুর রহমানের মুখের কাছে ধরে বলল, এটি দেখুন! এটি শুকে দেখুন! আপনি এর মধ্যে এখনও সেইসব কাফেরের রক্তের গন্ধ পাবেন, যেসব কাফের বেঈমানকে আপনি এই তরবারী দিয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের নামের উপর জাহান্নামে পাঠিয়েছিলেন। এই তরবারীর আলোয় আপনি সেই দুর্গ দেখতে পাবেন, যে দুর্গ এই তরবারীর সাহায্যে আপনি মুক্ত করেছিলেন। এই তরবারী এখনও ভোতা হয়ে যায়নি, এটিতে এখনও মরিচা ধরেনি, আপনি কেন মাথা নীচু করে দিয়েছেন?"

"তুমি তো শুননি মুদ্দাসিসরা! এই লোকটি আমাকে কতকিছু বলে গেল।" বললেন আব্দুর রহমান।

"একটি ঘুমন্ত বাঘকে জাগানোর জন্যে, সিংহকে জঙ্গল থেকে বের করে আনার জন্যে আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন হয়, বলল মুদ্দাসিসরা। আমি সেনাপ্রধানের প্রতিটি শব্দ শুনেছি। আমি আপনাকে আমার ভালোবাসার দোহাই দিতে পারি না। যেহেতু আপনি বহুজনকে আপনার হৃদয় দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু আমার উদরে আপনার যে দুই সন্তান জন্ম দিয়েছি, এদের দোহাই দিয়ে বলছি— আপনি তাদের ও তাদের ভবিষ্যতকে সামনে রাখুন, তাদেরকে সেই ইতিহাস

উপহার দিন, যে ইতিহাস আপনার পূর্বপুরুষরা রচনা করতে পারেননি। বনি উমাইয়াকে ইসলামের বিজয়ী বীরদের হন্তারক বলা হয়। আপনি তাদের দুষ্কর্মের পুনরাবৃত্তি না করে ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিন।"

মুদ্দাসিসরা তরবারীটি আব্দুর রহমানের কোলে রেখে দু'হাতে আব্দুর রহমানের চেহারা ধরে তার চোখে চোখ রাখল।

"...কিন্তু ওরা চায় কি? আব্দুর রহমান সচেতন হওয়ার কণ্ঠে বললেন। আমার কাছে যে সেনাপতিই আসে উল্টাপাল্টা কথা বলে চলে যায়।"

"গোথকমার্চ একটি প্রবল শত্রু শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে" বলল মুদ্দাসিসরা। ফরাসী সম্রাট লুই ওদের আসকারা দিচ্ছে। আর আপনার নিজের প্রদেশ মুরিদায় বিদ্রোহের আগুন বেড়েই চলছে।"

"তোমাকে এসব কথা কে বলেছে?"

"ওরা বলেছে, যাদের কথা আপনি শুনতে চাননি।"

"আমার কাছ থেকে এসব কথা কে লুকিয়ে রাখে?"

"আমি এ কথার জবাব দিতে পারব না।"—বলল মুদ্দাসিসরা। কারণ তাতে আপনি আমাকে হিংসুটে এবং স্বার্থপর ভাবতে পারেন। আপনি এ কথাও বলতে পারেন যে, মুদ্দাসিসরা! তুমি শেষ পর্যন্ত বাদীই রয়ে গেলে? বড় ক্ষুদ্র মনের মানুষ তুমি।" আমি আপনাকে শাহেনশাহের আসন থেকে পচা নর্দমায় ফেলতে চাই না। আপনার হৃদয়ে আমি শুধু এই তরবারীর প্রতিই ভালোবাসা দেখতে চাই।"

তরবারীটি হাতে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ সেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন আব্দুর রহমান। মুদ্দাসিসরা তার পাশে দাঁড়ানো। আব্দুর রহমানের চেহারা বদলাতে শুরু করল। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে দ্বাররক্ষীকে ডাকলেন—দ্বাররক্ষী দৌড়ে এল।

"সেনাপ্রধানকে বলো, সকল সেনাপতি ও ডিপুটি সেনাপতিদের নিয়ে এক্ষুণি আমার কাছে আসতে। আব্দুর রহমান তরবারীটি রেখে দিয়ে মুদ্দাসিসরাকে বললেন, ঠিক আছে তুমি যাও।"

সকল সেনাপতি ও ডিপুটি সেনাপতিকে নিয়ে সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ যখন আব্দুর রহমানের সামনে হাজির হলেন, তখন আব্দুর রহমান একজন পরিবর্তিত রাষ্ট্রনায়ক। তিনি তখন কক্ষ জুড়ে এভাবে টলতেছিলেন যেমনটি একজন বীর বাহাদুর শাসকের মধ্যে দেখা যায়। তিনি এমন অবয়বে সেনাপতিদের সামনে হাজির হলেন যে, তার চেহারার পরিবর্তিত অবস্থা দেখে সবাই সম্মোহিত হয়ে পড়লেন।

"প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ্! আমাকে ফরাসী সীমান্তের পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক খবর জানান। সেই সাথে আমাকে বলুন, দেশের অভ্যন্তরের প্রকৃত অবস্থা কি? সেই সাথে একথাও বলুন, ফ্রান্সে আক্রমণ চালালে আমাদের কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে?"

"দৃঢ় সংকল্প করলে কোন অসুবিধাই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না সম্মানিত আমীর! বললেন সেনাপ্রধান। বাস্তবতার নিরীখে সার্বিক পরিস্থিতি বিচার করলে আমাদের কয়েক দিন লাগবে প্রস্তুতি নিতে।"

প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ আব্দুর রহমানকে দেশের ভিতরের ও বাইরের সকল অসুবিধা ও উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন। মাঝেমধ্যে তাকে সহায়তা করলেন অন্যান্য সেনাপতিবৃন্দ। সবার কথা শুনে যখন আব্দুর রহমান কথা শুরু করলেন তখন সবার মধ্যেই পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। সবাই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন এবং পরিস্থিতির অবনতির কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হলেন।

"আমরা আগে ফ্রান্সেই আক্রমণ চালাব। চক্রান্ত যেখান থেকে জন্ম নিচ্ছে সেখানেই আগে আঘাত হানব।" বললেন আব্দুর রহমান।

তার কথা শুনে সমস্বরে সবাই বাহবাহ দিয়ে উঠলেন। কারণ এ ধরনের নির্দেশ শোনার জন্যই প্রস্তুত ছিলেন সবাই। আব্দুর রহমান তাদেরকে আক্রমণের পরিকল্পনা বলতে শুরু করলেন।

"যে সৈন্যরা লড়াই ও অভিযানের জন্যে প্রস্তুত তাদের মধ্য থেকে কিছু সেনাপতি মূসার নেতৃত্বে গোথকমার্চের দিকে অভিযান শুরু করবে"—বললেন আব্দুর রহমান। আর কিছু সৈন্য সেনাপতি আব্দুর রউফের নেতৃত্বে ফরাসী সীমান্তের দিকে অগ্রসর হবে। মূসা গোথকমার্চে অভিযান চালাবে আর আব্দুর রউফ সীমান্তে ছোট ছোট অভিযান পরিচালনা করবে, যাতে ওরা বুঝে নেয় যে, এসব হামলা সীমান্তেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আমি তোমাদের পিছনে পিছনেই আসব। আমার সাথে উবায়দুল্লাহ, আব্দুল করীম ও ফরতুনের সৈন্যরা থাকবে। আমি তাদের নিয়ে ফ্রান্সের উপর তীব্র আক্রমণ করব এবং তোমরা আমার ডানে বামে এসে ফ্রান্স বিজয় পূর্ণ করবে। ফ্রান্স অভিযান শেষ করে আমরা অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দিকে নজর দেবো। আসলে সবকিছুর আগে যেখান থেকে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত জন্ম নিচ্ছে এবং পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে সেটিকে ধ্বংস করতে হবে। আমি এই যুদ্ধকে চূড়ান্ত ফয়সালায় রূপ দিতে চাই।"

"সমবেত সকল সেনা কর্মকর্তা তার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন এবং তার সিদ্ধান্তকে আরো কিছুটা পর্যালোচনা করে কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন করে চূড়ান্ত

করলেন। তাতে ফ্রান্স ইসলামী সালতানাতের অধীনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

এবার আব্দুর রহমানের পরিকল্পনা অনুযায়ী সেনাবাহিনী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে অভিযানে রওয়ানা হয়ে গেল। প্রস্তুতির জন্যে সময়ের প্রয়োজন ছিল কমপক্ষে বিশ দিন। সেনাপতি মূসা বিন মূসা আর সেনাপতি আব্দুর রউফ এর বাহিনী সর্বাগ্রে রওয়ানা হয়ে গেল। দু'দিন পর আব্দুর রহমান নিজেই তার নিয়ন্ত্রণে বিপুল সৈন্য নিয়ে অভিযানের উদ্দেশে প্রাসাদ ত্যাগ করলেন।

কিছু সংখ্যক সেনাবাহিনী রাজধানীতে রেখে বাকী সবাইকে নিয়ে স্পেন শাসক যখন রাজধানী ত্যাগ করছিলেন তখন একটি দ্রুতগামী অশ্বারোহী তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে মুরিদার দিকে যাচ্ছিল। যারয়াব, সুলতানা ও আব্দুর রহমানের প্রিয় রক্ষিতা সেবিকারা একটি ময়দানে দাঁড়িয়ে তাদের গমন পথ দেখছিল। কর্ডোভার অগণিত মানুষ সেনাবাহিনীর অভিযান ভ্রমণ দেখা ও তাদের বিদায় জানানোর জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল।

"লোকটি কি সময় মত পৌঁছতে পারবে?" যারয়াবকে জিজ্ঞেস করল সুলতানা।

"সময়ের আগেই পৌঁছোবে।" বলল যারয়াব।

"আব্দুর রহমানকে এই অভিযানে উৎসাহিতকরণে মুদ্দাসিসরারও হাত রয়েছে। আব্দুর রহমান এখনও তার প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। আমি এই শয়তানীটাকে খুন করে ফেলব।" বলল সুলতানা।

"আর যাই কর একটু চিন্তা-ভাবনা করে কর সুলতানা! মহলে এমন কোন কাজ করা উচিত নয়, যার দ্বারা আব্দুর রহমানের কোন সন্দেহ হতে পারে। তুমি হয়ত এখনও বুঝতেই পারনি যে, আব্দুর রহমান কতটুকু গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তবে চিন্তা করো না, অর্ধেক পথ থেকেই তাকে ফিরে আসতে হবে।"

যে অশ্বারোহী একাকী যাচ্ছিল তাকে যারয়াব একটি জরুরী বার্তা দিয়ে মুরিদায় পাঠিয়েছিল। মুরিদায় ইবনে আব্দুল জব্বার তখন একটি বিদ্রোহী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। হাজার হাজার খৃষ্টান ও নওমুসলিম ছিল তার অনুগত। তাদের সবাই ছিল মুআল্লাদ আন্দোলনের কর্মী। এরা মুরিদায় ইবনে আব্দুল জব্বারের নেতৃত্বে সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার মত সামরিক শক্তিও অর্জন করে ফেলেছিল।

সেই রাতেই অশ্বারোহী মুরিদায় পৌঁছে নেতাদের সংবাদ দিল যে, শাসক আব্দুর রহমান ফ্রান্স অভিযানে বের হয়েছে। আব্দুর রহমান তার লক্ষ্য অনেকটাই

গোপন রেখেছিলেন। কিন্তু যে ঘরে আস্তীনের নীচে বিভীষণরা থাকে, ওই ঘরের কোন সংবাদই আর গোপন থাকে না।

পনের ষোল দিনে সেনাপতি মূসা বিন মূসা ও সেনাপতি আব্দুর রউফ আপন আপন যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে গেলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী আব্দুর রহমান অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছেন মাত্র ঠিক এমন সময় খবর এলো যে, "ইবনে আব্দুল জব্বার মুরিদা আক্রমণ করেছে এবং সেখানকার গভর্নরকে গ্রেফতার করেছে। খৃস্টানরা গোটা শহরটিতে লুটপাট করছে। ইবনে আব্দুল জব্বারই এখন মুরিদার শাসক।

আব্দুর রহমান এই সংবাদ পেয়ে ফরাসী অভিযান মুলতবী করে দিলেন। সেনাপতি আব্দুর রউফকে সংবাদ পাঠালেন—"তুমি পূর্ব পরিকল্পনা স্থগিত করে দ্রুত গিয়ে মুরিদা অবরোধ কর। ইবনে আব্দুল জব্বারের বিদ্রোহের সংবাদে তিনি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলেন। প্রচণ্ড ক্ষোভ নিয়ে ফরাসী অভিযান ত্যাগ করে সেনাবাহিনী নিয়ে মুরিদার দিকে রওয়ানা হলেন। স্পেন শাসকের আপন মহলে পোষা নাগিনীরা শেষ পর্যন্ত তাকেই ছোবল মারল।

* * *

আসলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সেইদিন থেকেই ক্রুশের যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল, যখন গির্জায় ক্রুশের পূজারীরা দেখেছিল চাঁদতারা খচিত পতাকার প্রভাব সাগর পেরিয়ে এখন ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়ছে। তখনও সালাহউদ্দীন আইয়ূবীর যুগের বহু দেরী। তখনই ইসলাম রোম সাগর পাড়ি দিয়ে, ক্রুশের স্বর্গরাজ্য ইউরোপের মাটিতে দৃঢ় পা রাখে। তখনই সব খেলাধুলা ও আরাম আয়েশ ছেড়ে দিয়ে নড়েচড়ে বসেছিল ক্রুশের পূজারী খৃস্টান নেতৃবর্গ। তখন রাজা রাজায় যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলতো, তা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হলো ইসলাম ও খৃস্টবাদের যুদ্ধে।

মুসলমানদের ভরসা ছিল মাত্র দু'টি। প্রথমত আল্লাহ্‌র নুসরত ও মদদ আর দ্বিতীয়টি হলো নিজেদের দৃঢ়তা ও ঈমানী বল। তারা যুদ্ধবিদ্যায় পৃথিবী বিখ্যাত ছিল এবং এতোটাই পারদর্শীতা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল যে, মুসলমান সেনাপতিদের নাম শুনলে খৃস্টান বড় বড় নেতাদের লোম খাড়া হয়ে যেতো। মুসলমান সেনাপতিরা পাঁচ ভাগের একভাগ সৈন্য দিয়ে তাদের থেকে পাঁচগুণ বেশী লোকবল ও সাজসরঞ্জামে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে অবলীলায় হারিয়ে দিয়েছে এবং বিজিত এলাকার লোকদেরকে তরবারী দিয়ে শাসন না করে, হৃদয় মমতা ও সেবা দিয়ে জয় করে নিয়েছে। খৃস্টান ধর্মগুরু ও শাসকরা মুসলমানদের অব্যাহত অগ্রগতি ও বিজয় দেখে সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর না করে বিকল্প যুদ্ধ ফ্রন্ট অবলম্বন করতে শুরু করে। খৃস্টানদের অনুসৃত বিকল্প যুদ্ধ ক্ষেত্রটি ছিল গোপনীয় এবং মানবিক কলা-কৌশলের উপর নির্ভরশীল। সেই যুদ্ধে মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে কিন্তু তখনকার মানুষের মধ্যে মানবিক বোধ ছিল খুবই তীব্র ও প্রখর। মানুষের মানবিক দুর্বলতাগুলোকে নেতৃস্থানীয় লোকেরা অতি সূক্ষ্ম কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করতো। অতি মেধাবী কুচক্রীরা বুঝতে পারতো, মানুষের মধ্যে ক্ষমতার মোহ, বিত্তের আকর্ষণ ও নারীর প্রতি আগ্রহ চিরন্তন। গির্জার অধিপতিরা মুসলমান শাসক, সেনাপতি, আমীর-উমারা ও প্রতিভাবান লোকগুলোকে নারীর লোভ ও ফাঁদে ফেলে তাদের মধ্যে এমন তীব্র নারী ও ক্ষমতার মোহ তৈরী করতো যে, এরা ভুলে যেতো জগৎ, জীবন ও কর্তব্যকর্ম।

এভাবে এরা মুসলমানদের মধ্যে তৈরী করতে সক্ষম হয় একটি বৈরী শক্তি, বিশৃঙ্খলার জন্মদাতা গোষ্ঠী।

এসব কাজে খৃস্টানদের চেয়েও বেশী অগ্রগামী ও অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিল ইহুদীরা। ইহুদীরা এসব কাজে খৃস্টানদের পুরোপুরি সহযোগিতা করে। ইহুদীরা খৃস্টানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে পরিকল্পনাকারী, নাশকতা সৃষ্টির ট্রেনিং ও সুন্দরী নারীদের কলাকৌশল শিখানোর জন্য প্রশিক্ষিতা নারী গোয়েন্দা দিয়ে সহযোগিতা করে। খৃস্টানরা নারী প্রয়োগের অভাবনীয় সাফল্য দেখে নিজেদের তরুণীদের একাজে মুসলিম শাসকদের হারেমে পাঠাতে শুরু করে। এসব প্রশিক্ষিত নারী গোয়েন্দা, ইহুদী ও চক্রান্তকারী ব্যক্তিরা এমন এক খৃস্টান শ্রেণী সৃষ্টি করে যে, যারা দৃশ্যত আলেম কিন্তু প্রকৃত পক্ষে খৃস্টান। এই খৃস্টান আলেম নামধারী লোকেরা মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে মুসলমানদের ধর্মের ভিত ধ্বংসাতে শুরু করে। দৃশ্যত এরা কোন নাশকতা না করলেও ইসলামের আকীদা, বিশ্বাস ও ধর্মীয় চেতনা ধ্বংসকরণে এদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে।

এ মানবিক যুদ্ধে খৃস্টানরা বর্ণনাতীত ত্যাগ স্বীকার করেছে। আমরা সেটিকে যেভাবেই চিহ্নিত করি না কেন তারা এতে অভাবনীয় সাফল্যও পেয়েছে। তারা এ ব্যাপারে প্রশংসার যোগ্য যে, তাদের ধর্ম ও ভ্রান্তিযুক্ত কৃষ্টিকে টিকিয়ে রাখতে হেন কোন ত্যাগ নেই যা তারা স্বীকার করেনি।

পক্ষান্তরে মুসলমানরা খৃস্টানদের পেতে রাখা ফাঁদে অনায়াসেই আটকাতে শুরু করে। মুসলমানদের যে শ্রেণী শাসকদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল এরা সব সময় শাসকদের তোয়াজ করে চলতে, শাসকদের খুশী রাখতে হেন কোন অপকর্ম নেই যা তারা করতে কুণ্ঠাবোধ করতো। এই সুবাদে খৃস্টানরা মুসলমান উমারা শ্রেণী ও যোদ্ধাদেরকে ক্ষমতার টোপ গেলাতে শুরু করে। তাদেরকে নিজের অধিকারে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করে। প্রয়োজনে আর্থিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক সহযোগিতা দিতে শুরু করে। কোনভাবে সেই মুসলিম নেতা স্বজাতির সাথে গাদ্দারী করে ভিন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেও সেই রাজ্য বা শাসন স্বভাবতই হয়ে পড়ে দুর্বল, ক্ষণস্থায়ী ও খৃস্টবাদের আনুকুল্যের উপর নির্ভরশীল। ক্ষমতার নেশা, মসনদের লোভ ও নারীর প্রতি আসক্তি কিছু সংখ্যক মুসলিম সেনাপতিকেও এমনভাবে বিভ্রান্ত করে যে, তারা মসনদ দখল করার জন্যে বিদ্রোহের সূচনা করে। এদের কারো পক্ষে কোন ছোট রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করায়ত্ব করা সম্ভব হলেও নিজের ও রাষ্ট্রের ভিত শক্তিশালী করা কখনও সম্ভব হয়নি।

ইহুদী ও খৃস্টান চক্রান্তকারীদের তল্পীবাহক ও মুসলমানদের দুশমনদের অনুগ্রহেই এরা যৎসামান্য কিছুদিন ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করে। এরপর এদের মদদ দাতারাই এক সময় গ্রাস করে নেয় স্বপ্নের মসনদ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব শাসকরা ছিল রণাঙ্গনের, মসনদের নয়। তাই তারা রাজনীতির শত প্যাঁচ সম্পর্কে ততোটা অভিজ্ঞ ছিল না। এরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথেই তোষামোদকারী ও চাটুকাররা চারপাশে এসে ভীড় করে তাদের মহারাজা বা সম্রাটে পরিণত করতো। তারা স্তুতি ও স্তাবকতা পছন্দ করতো আর মোসাহেব চাটুকার ও তোষামোদকারীদের চোখেই দুনিয়াটা দেখতে শুরু করতো। সাধারণ নাগরিকদের সাথে তাদের দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকত। এক পর্যায়ে এরা পরিণত হতো প্রজানীড়ক ও জালেম শাসকে। কালের অমোঘ নীতিতে এক সময় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়তো এদের পতন।

বুদ্ধিবৃত্তিক, চিন্তাভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক যুদ্ধে তারাই জয়ী হতে পারে যে জাতির নেতাদের মধ্যে লোভ, হিংসা ও কামনাবাসনা থাকে না। আর যে নিজের ব্যক্তিস্বত্তার উর্ধ্বে উঠে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছুকে বিচার বিশ্লেষণ করে, অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরোধ, ক্ষোভ, নিন্দা ও প্রতিবাদ প্রতিকুলতাকে যে ধৈর্যের সাথে সামাল দেয়ার মত দৃঢ়তা ও সহনশীলতার অধিকারী হয়, যারা নিজের ও জাতির প্রকৃত শত্রুকে শত্রু হিসেবে চিনতে চেষ্টা করে এবং নিজেকে যে সম্রাট ভাবতে শুরু না করে তারাই হয় সফল। মুসলমান শাসকদের মধ্যে যখন এসব গুণাবলী বিলুপ্ত হয়ে গেল, আল্লাহ্র রাজত্বের পরিবর্তে তারা প্রত্যেকেই নিজেকে শাসক ভাবতে শুরু করে। অথচ ইসলামের চিরশত্রু ইহুদীরা চাচ্ছিল মুসলিম শাসকদের মধ্যে এ স্বভাবগুলোর জন্ম হোক। এসব কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে জ্বলজ্বলে ও প্রামাণ্য উদাহরণ বলা চলে স্পেনকে।

* * *

সেনাপ্রধান উবায়দুল্লাহ, প্রধানমন্ত্রী আব্দুল করীম, সেনাপতি আব্দুর রউফ, সেনাপতি মূসা বিন মূসা ও সেনাপতি ফরতুন বহুকষ্ট করে স্পেনের অন্যতম শাসক দ্বিতীয় আব্দুর রহমানকে শেষ পর্যন্ত শিল্পী যারয়াব ও সুন্দরী সুলতানার মোহমায়া থেকে মুক্ত করে যুদ্ধ ময়দানে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। আব্দুর রহমান যখন ফ্রান্স আক্রমণের জন্যে সেনাবাহিনীর সাথে অভিযানে বের হলেন, তখন তাকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে, এই লোকটি হারেমের ভিতরে সুন্দরীদের নিয়ে আমোদ-স্ফূর্তিতে লিপ্ত থাকে। তখন তার দু'চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়ছিল। তার মাথা তখন ছিল একজন যোদ্ধার মতই ক্রিয়াশীল।

তার কাছে যখন খবর পৌঁছাল যে, মুরিদায় বিদ্রোহ হয়েছে এবং সেই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছে ইবনে আব্দুল জব্বার তখন তার মধ্যে কোন ধরনের চিন্তা রেখাপাত করেনি। তার চেহারা দেখে তখন মনে হচ্ছিল এমন সংবাদ মোটেও অস্বাভাবিক নয়। খুবই দৃঢ়চিত্তেই তিনি ফ্রান্স অভিযান মুলতবি করে মুরিদার দিকে রওয়ানা করলেন।

হঠাৎ করে মুরিদায় বিদ্রোহ হয়নি। দূরবর্তী এই প্রদেশটিতে দীর্ঘদিন যাবত খৃস্টানরা মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল। খৃস্টানরা ইবনে আব্দুল জব্বারের মত নিষ্ঠাবান একজন কর্মকর্তাকেও বিভ্রান্ত করে জাতি ও দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উস্কানী দিয়ে তার মধ্যে ক্ষমতার মোহ সৃষ্টি করে দেয় যে, তুমিই হবে স্বাধীন মুরিদার শাসক, তোমার সঙ্গ ও সহযোগিতা দেবে এখানকার সকল খৃস্টান নাগরিক ও বাইরের খৃস্টান শাসকরা।

রাষ্ট্রের খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে মুরিদার ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়েছিল আব্দুর রহমান প্রশাসন। এর ফলে মুরিদার নাগরিকদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল এবং এই ক্ষোভকেই কাজে লাগিয়ে বিভ্রান্ত ইবনে আব্দুল জব্বারকে দিয়ে কার্যসিদ্ধির জন্যে খৃস্টান চক্রান্তকারী ইলুগাইস ও ইলয়ারো সেখানে পৌঁছে গেল। ইলুগাইস মুরিদায় পৌঁছে প্রধান দু'টি গির্জার পাদ্রীদের পরামর্শ দিল তারা যেন গির্জায় আগত খৃস্টানদেরকে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ করে তোলে। ইলুগাইসের পরামর্শে গির্জার পাদ্রীরা খৃস্টান নাগরিকদের এই বলে বিক্ষুব্ধ করে তুলল যে, আমাদের কাছ থেকে চড়া ট্যাক্স ও খাযনা আদায় করে মুসলমানরা আমাদের গোলাম বানিয়ে রাখতে চায়। খৃস্টানরা যদি এভাবে চড়া খাযনা ও ট্যাক্স দিতে থাকে তবে অল্পদিনের মধ্যে ভিখারীতে পরিণত হবে ও তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে এবং তাদেরকে সারাজীবন মুসলমানদের গোলামী করতে হবে। তাই এখন থেকে কর্ডোভাকে কোন খৃস্টান ট্যাক্স খাযনা ইত্যাদি দেবে না।

খৃস্টানদের প্রতিটি অনুষ্ঠান ও সমাবেশ এবং গির্জায় সরকারকে ট্যাক্স খাযনা ইত্যাদি না দেয়ার জন্য এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্যে উস্কানী চলতে থাকল অবিরত। আর এদিকে ইবনে আব্দুল জব্বার সরকারী ট্যাক্স ও খাযনা আদায়কারীদেরকে হত্যা করতে থাকল। সেই সাথে ঘোষণা করল যে, এখন থেকে সরকারের কোষাগারে কেউ ট্যাক্স দেবে না এবং ইবনে আব্দুল জব্বার এই ঘোষণাও করল যে—এখন থেকে ট্যাক্স ও খাযনা অর্ধেকের চেয়ে আরো বেশী হ্রাস করা হলো।

যে সব লোককে সরকারী কর আদায়কারী হিসেবে কর্ডোভা থেকে পাঠানো হচ্ছিল এদের থেকে কেন্দ্রে আদায়কৃত ট্যাক্স না পৌঁছায় এবং তাদের কোন পাত্তা

না পাওয়ায় তল্লাশী শুরু হল। কিন্তু সরকারী লোককে এই এলাকায় দেখেছে এমন কথা কেউ বলেনি। আসলে ইবনে আব্দুল জব্বারের ডাকাতেরা তাদের হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলতো। আর গোটা এলাকায় তাদের ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হওয়ায় কেউ কিছু বলার সাহস পেত না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধান করে আব্দুর রহমান প্রশাসন জানতে পারল যে, তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে লুটেরা দল ইবনে আব্দুল জব্বারের নির্দেশে হত্যা ও গুম করছে এবং ইবনে আব্দুল জব্বার ট্যাক্স আদায় করছে। বহু চেষ্টা করেও সরকার ইবনে আব্দুল জব্বারের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারল না। মুরিদার জনগণ ইবনে আব্দুল জব্বারের সমর্থক হয়ে পড়েছিল ট্যাক্স ও খাযনা হ্রাস করার কারণে। যার ফলে তার অবস্থান ও ডাকাতদের চিহ্নিত করা এবং ট্যাক্স আদায় রোধ করার ব্যাপারে সরকার সেখানকার অধিবাসীদের সহযোগিতা পেল না।

ইলুগাইস ও ইলয়ারো মুরিদা অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে একথা জনগণকে বুঝাতে শুরু করল যে, "এখন ইবনে আব্দুল জব্বারই আমাদের শাসক। এই অঞ্চল এখন স্বাধীন। আমরা কর্ডোভার শাসন মানি না।" ইলুগাইস ও ইলয়ারোর উস্কানীতে মানুষও বিদ্রোহী হয়ে উঠল এবং ইবনে আব্দুল জব্বারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে শুরু করল। বিশেষ করে খৃস্টানদেরকে ইলুগাইস বলল, মুরিদার শাসক আমাদের বন্ধু। কর্ডোভার শাসক অত্যাচারী জালেম। আমরা এখন কর্ডোভার শাসন থেকে আযাদ হয়ে গেছি। তাই কর্ডোভা থেকে এখন এখানে সেনাভিযান হতে পারে। এমনটি হলে প্রতিটি খৃস্টানেরই হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে এবং মুরিদার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। কারণ আমরা কর্ডোভার শাসনই শুধু নয়, স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করতে চাই।

ইলুগাইস ও ইলয়ারোর উস্কানীকে দলে দলে খৃস্টান ইবনে আব্দুল জব্বারের আনুগত্য স্বীকার করে তার পতাকাতলে সমবেত হতে শুরু করল। কিন্তু সব তৎপরতাই চলল অত্যন্ত সঙ্গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। হঠাৎ একদিন অত্যন্ত গোপনে প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে এই সংবাদ পৌছে দেয়া হলো যে, আগামীকাল সকালে যখন রণডঙ্কা বেজে উঠবে তখন তোমরা সবাই শসস্ত্র অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে আসবে, আমরা সবাই মিলে মুরিদার গভর্নরকে গ্রেফতার করে কেল্লার ক্ষমতা হাতে নেবো এবং ইবনে আব্দুল জব্বারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করব।

মুরিদার গভর্নর জানতে পেরেছিলেন ইবনে আব্দুল জব্বার গোপনে ট্যাক্স আদায় করত। কিন্তু মুরিদার অধিকাংশ নাগরিকই ছিল হয়তো খৃস্টান নয়তো নওমুসলিম। এরা পর্দার অন্তরালে সবাই ইবনে আব্দুল জব্বারের আনুগত্য স্বীকার করেছিল, নওমুসলিমরাও তাদের প্রতিই আনুগত্য দেখায়। মুরিদার

গভর্নরের পক্ষে জানার সুযোগ হয়নি যে, অচিরেই তার বিরুদ্ধে এখানে বিদ্রোহ হতে পারে।

কারণ আরব্য মুসলমানরা খৃস্টানদের থেকে আলাদাভাবে ভিন্ন তল্লাটে বসবাস করত। তারা সব সময় নিজেদের ভাবত শাসক শ্রেণী এবং অভিজাত। যেসব খৃস্টান ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের থেকে এরা দূরে থাকত এবং অনেকটা আভিজাত্যের বোধ থাকত তাদের চলনে-বলনে। ফলে নওমুসলিমরা কখনও তাদের কাছ থেকে মর্যাদাজনক ও সম্মানজনক ব্যবহার পেতো না। যদ্দরুন তাদের কাছ থেকে দূরে থাকত নওমুসলিমরা। আরব্য মুসলমানদের মধ্যে মেলামেশার দ্বারা তাদের মধ্যে যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার কথা ছিল এর পরিবর্তে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব সৃষ্টি হল। সেই দূরত্ব এক পর্যায়ে রূপ নিল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায়। সেই ঘৃণা শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ও সশস্ত্র আন্দোলনে পরিণত হল।

তাছাড়া মুরিদার শাসন ব্যবস্থাটা খুব মজবুত ছিল না। গভর্নরের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা ও অল্প সংখ্যক সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট ছাড়া সেখানে কোন জোরদার গোয়েন্দা ব্যবস্থা ছিল না। যার ফলে খৃস্টান অধ্যুষিত মুরিদার খৃস্টানদের অভ্যন্তরীণ কিছুই জানতে পারতো না গভর্নর। যেসব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র চলতো অত্যন্ত সংগোপনে, লোক চক্ষুর অগোচরে।

* * *

গভীর রাত। মুরিদার গভর্নর হাউজ ও আরবী পল্লীগুলোয় সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সারা শহরেই রাতের নিস্তব্ধ নীরবতা। বাহ্যত সেই এলাকা নীরব হলেও খৃস্টান ঘরে ঘরে চলছে জোর তৎপরতা এবং মুরিদার একটি ময়দান ছিল খুবই সরগরম।

ইবনে আব্দুল জব্বার ছদ্মবেশ ধারণ করে অনেক আগেই শহরে প্রবেশ করে। শহরের ভিতরে প্রায় অর্ধেক নাগরিক ছিল তার সশস্ত্র আন্দোলনের কর্মী। আর বাকী অর্ধেক ছিল শহরের বাইরে। বাইরের সবাই রাতের আঁধারে শহর প্রাচীর ঘিরে প্রধান ফটক খুলে দেয়ার জন্যে অপেক্ষমাণ ছিল। ইবনে আব্দুল জব্বারের দলে ছিল বেশ কিছু সাবেক সেনাসদস্য ও প্রশিক্ষিত সেনা কমান্ডার কিন্তু সমর্থকদের সিংহভাগই বেসামরিক লোক।

রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ শহরে প্রচণ্ড শোরগোল দেখা দিল। গভর্নর হাউজের পাশে শুরু হল কর্ডোভা বিরোধী শ্লোগান ও গভর্নর বিরোধী চিৎকার। গভর্নর হাউজের নিরাপত্তারক্ষীদের অধিকাংশই ছিল ঘুমিয়ে। যে অল্পকিছু সংখ্যক

সেনা সদস্য ছিল তারাও নিয়মিত রাতে প্রহরার ব্যবস্থা করতো না বলে ঘটনা বুঝে ওঠার আগেই তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। গভর্নরের যখন ঘুম ভাঙল তখন তিনি দেখতে পান তার মাথার উপর উন্মুক্ত তরবারী আর তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। বিদ্রোহীরা তাকে বাইরে নিয়ে এলো। সারা শহর জুড়ে তখন চলছে লুটেরাদের তাণ্ডব আর মশালের দৌড়াদৌড়ি ও অশ্বখুড়ের আওয়াজ। চতুর্দিকে এমন হট্টগোল যে নিজের আওয়াজই নিজের কানে শোনা যাচ্ছিল না। মুসলমানদের বাড়ি ঘরে লুটতরাজ করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হল। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ স্পর্শ করার উপক্রম হলে। অবরুদ্ধ গভর্নর ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি তার আশে পাশের লোকদের ধমকের সুরে বললেন, "আমার নিরাপত্তা রক্ষীরা কোথায়? কি হচ্ছে এসব?"

"ওদেরকে তোমার অনেক আগেই গ্রেফতার করে বন্দীশালায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে গভর্নর! আর তোমাদের সেনাবাহিনীকে নিরস্ত্র করে ঘিরে রাখা হয়েছে ...। এটা বিদ্রোহ, তোমাদের জুলুম-অত্যাচারের দিন শেষ। এখন তোমরা কয়েদী।" বলল এক বিদ্রোহী।

গভর্নরকে একটি বিশালাকার অট্টালিকায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেই ঘরটি রংবেরঙের ফানুস দিয়ে সাজানো। গভর্নরকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো এক লোকের মুখোমুখি। গভর্নর লোকটির চেহারার দিকে তাকিয়ে 'গর্জে উঠলেন—"তুমি! অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হলেন গভর্নর। ইবনে আব্দুল জব্বার! এসব তাহলে তোমার কাজ? আরে ডাকাত! এসব ঘটনা তাহলে তোমারই চক্রান্ত?"

অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল ইবনে আব্দুল জব্বার। "আমার কাছ থেকে জবাবদিহিতার আশা করার সময় আর নেই গভর্নর! অর্থহীন তোমার এই অহংকার। এখন তুমি আমার বন্দী।"

"ওহে গাদ্দার! তোর কি করুণ পরিণতি হবে তা কি তুই বুঝতে পারিস?" গাদ্দার শাসককে হত্যা করতে পারে কিন্তু নিজে কখনও শাসক হতে পারে না। কয়েক দিন হুকুমত করে মজা দেখে নেয়, এরপর নিজের পরিণতি নিজের চোখেই দেখতে পায়। যারা আজ তোকে ফুসলিয়ে এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, এরাই এক সময় তোকে আমাদের দয়া ও অনুগ্রহের উপর ছেড়ে পালাবে।"

"ইবনে আব্দুল জব্বার তখন ক্ষমতার নেশায় অন্ধ। সে গভর্নরকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে আদেশ করল তার অনুগতদের এবং বলল, ওকে ওর সকল খান্দানসহ কয়েদখানায় বন্দী করে রাখো।"

"যে অল্পসংখ্যক সেনা মুরিদায় ছিল তাদের অস্ত্র বিদ্রোহের শুরুতেই কেড়ে নিয়ে সশস্ত্র পাহারায় তাদের ঘিরে রেখেছিল বিদ্রোহীরা। শহরের চতুর্দিকেই ছিল জ্বলন্ত বাড়িঘরের আগুন ও মশালবাহী লোকদের দৌড়ঝাপ। বিদ্রোহের সময় এক সেনা কমান্ডার একটি গাছের আড়ালে ছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে সে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থেকে গাছের উপরে উঠে গেল। সারা শহর জুড়ে তখন লুটেরাদের তাণ্ডব। সকল মুসলমানদের ঘর ও বিত্তশালী খৃস্টানদের ঘরবাড়িতে চলল নির্বিচার লুটতরাজ।

গাছে চড়ে সবকিছুই দেখছিল কর্ডোভার সেনা কমান্ডার। আর খুঁজছিল পলায়নের সুযোগ। তার নীচেই টহল দিচ্ছিল পাহারাদার। এক সময় পালানোর সুযোগ হলো তার। গাছের নীচের পাহারাদার দূরে সরে গেল আর গাছের নীচ দিয়েই যেতে লাগল এক অশ্বারোহী। কমান্ডার গাছ থেকেই লাফ দিল চলন্ত ঘোড়ার উপরে এবং আরোহীকে ঝাপটে ধরে ওর হাতের তরবারী কেড়ে নিয়ে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ঘোড়া থেকে। এক আঘাতে আরোহীর ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ঘোড়া হাঁকাতে শুরু করল।

শহরের প্রধান ফটক তখন খোলা। ইবনে আব্দুল জব্বারের বাইরের সেনারা ভিতরে ঢুকছে আর ভিতরের লোক বাইরে যাচ্ছে। লুটতরাজ, দৌড়-ঝাপ, চিৎকার-চেচামেচিতে কেউ কারো খোঁজ রাখার প্রয়োজনবোধ করেনি, পরিবেশও ছিল না। কমান্ডার এই সুযোগে শহর থেকে বেরিয়ে সোজা কর্ডোভার দিকে রওয়ানা করল। তার সামনে তখন দীর্ঘ পথ। এই পথ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পাড়ি দিয়ে মুরিদার বিদ্রোহের সংবাদ পৌঁছাতে হবে।

বিরামহীনভাবে সে সারারাত ঘোড়া হাঁকাল। ভোরের সূর্য উঠার পরও সে চলা থামাল না। কিছুক্ষণ পর তার চোখে পড়ল দু'জন অশ্বারোহী। দেখে ওদের সেনাবাহিনীর সদস্যই মনে হলো। কমান্ডার ওদের দিকে ঘোড়া হাঁকাল। সে তাদের কাছে গিয়ে জানাল মুরিদার অবস্থা এবং এও বলল যে, সে কর্ডোভায় সংবাদ দিতে যাচ্ছে।

"কর্ডোভা গিয়ে তুমি কি করবে? আমীরে স্পেন এখন ফ্রান্সের পথে। তুমি সেদিকে চলে যাও।" অশ্বারোহী দু'জন বলল তাকে।

"অশ্বারোহী দু'জন দেখল, সংবাদবাহীর ঘোড়া একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা তাদের একটি ঘোড়া সংবাদবাহককে দিয়ে তারটি নিয়ে নিল। সংবাদবাহক কমান্ডার এখন তাজাদম সেনাবাহিনীর ঘোড়ায় আরোহী। নতুন ঘোড়া পেয়ে নিজের ক্লান্তি কষ্টের কথা ভুলে সে উড়ে চলল আমীরে উন্দলুসের খোঁজে। দিনের

শেষে গিয়ে পৌঁছাল আমীরে উন্দলুসের কাছে এবং বলল মুরিদার বিদ্রোহের সংবাদ। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই আব্দুর রহমান সেনাবাহিনীর গতি পরিবর্তন করে সেনাপতি আব্দুর রউফ ও সেনাপতি মূসা বিন মূসাকে দ্রুত মুরিদা অবরোধ করতে সংবাদ পাঠালেন।

* * *

ফরাসী অভিযান থেকে ফিরে আসতে হলো সেনাপতি আব্দুর রউফকে। তিনি খুব দ্রুতগতিতে এগুচ্ছিলেন এবং তার অবস্থান ছিল মুরিদার কাছেই। তিনি যখন সংবাদ পেলেন তাকে ফ্রান্স অভিযান বাদ দিয়ে মুরিদা অবরোধ করতে হবে তখনই গতিপথ পরিবর্তন করলেন তিনি। মুরিদায় বিদ্রোহের সংবাদ শুনে তার ও তার বাহিনীর রক্তে আগুন ধরে গেল। সেই সাথে আব্দুর রউফের একটি কৌশল ছিল সেনাদের উজ্জীবিত ও উত্তেজিত করার জন্যে সহায়ক। সেটিও চালু করে দেন আব্দুর রউফ।

আব্দুর রহমান অভিযানের আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রতিটি ইউনিটে থাকবে একটি বাদক ও সঙ্গীত দল। তারা আগুন ঝরানো কবিতা ও গান গাইবে আর বাদক দল একতালে দফ বাজিয়ে সেনাদের মধ্যে জোশ সৃষ্টি করবে। তাতে ঘোড়াগুলোও নতুন শক্তি পাবে। বিষয়টি দারুণভাবে কাজ করে স্পেন সেনাবাহিনীতে। আব্দুর রহমানের নির্দেশিত পন্থায় বাদক দল যখন দফ বাজাতে শুরু করে তখন গোটা বাহিনীর মধ্যেই যেন শত্রুদের ছিড়ে ফেলার আক্রোশ ফুসে উঠছে, একদিনের পথ তারা এক প্রহরেই অতিক্রম করছে। আব্দুর রউফ নিজেও নির্দেশ জারি করে দিলেন শিল্পীরা গান ধরো এবং বাদক দল দফ বাজাতে শুরু কর। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাজনা ও সঙ্গীতের তালে সারা সেনাবাহিনীর মধ্যে দেখা দিল অচিন্তনীয় গতি।

তারেক বিন যিয়াদ ও মূসা বিন নুসাইরের নেতৃত্বে ইসলামের ক্ষণজন্মা বীর বাহাদুররা যখন স্পেন জয় করেন তখন এই অভাবিত বিজয়ের কীর্তিকে তৎকালীন বিখ্যাত আরবী কবি তুসী এভাবে কাব্যে ভাষা দিয়েছিলেন—

সাগরের ঢেউ... ঢেউ

বাঁধার একেকটি প্লাবন প্লাবন...,

পেরিয়েছে ওরা, ডিঙিয়েছে ওরা।

ওরা ছিল আল্লাহর সিংহ

বাতাসও ওদেরে রাজত্ব মানে।

রাসূলের তরে জীবনত্যাগী ওরা
সাগরের প্লাবনকেও ডরায়না এরা।
টুকরো টুকরো করে দিয়েছে তারা
প্রতিটি ঢেউ, প্রতিটি তুফান
তরঙ্গ থেমে গেছে, তুফান ঝিমিয়ে গেছে
আকাশের গর্জন থেমে গেছে
বজ্রাঘাত থমকে গেছে...
তারেকের বাহিনী দেখে।
সমুদ্রতট আগে বেড়ে স্বাগত জানিয়েছে—
সম্মান করেছে ওদের, শ্রদ্ধা জানিয়েছে;
বলেছে, হে বীরপুরুষেরা!
তোমাদের অপেক্ষায় ছিলাম...
শত বছর হাজার বছর ধরে
আর তোমরা ফিরে যেয়ো না।
এ আহ্বান বড় পছন্দ হলো তারেকের
বজ্র নিনাদে তিনি ঘোষণা করলেন—
সহযোদ্ধা বন্ধুরা...!
জ্বালিয়ে দাও সবকটি জাহাজ!
ফিরবো না আমরা কখনো
সবাই সামনে অগ্রসর হবো।
যদি ফিরে যেতে হয়
তবে লাশ যাবে আমাদের।
অতঃপর এগিয়ে চলল তারা
লড়তে লড়তে, কাটতে কাটতে
এখানে ওখানে লাশ ফেলে ফেলে,
সবাই যখন হাতে হাত মেলালেন
একই সুরে নিলেন জীবন শপথ...

কুফর; যা ছিল পাহাড়ের মত...।
ধ্বসে গেল, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল,
ভেঙে গেল, সরে গেল
পথ করে দিল ওদের।
এগিয়ে চলল বীর যোদ্ধারা!
স্পেনের যমীন কেঁপে উঠল
আযানের সুমধুর ধ্বনি শুনে,
কুরআন কারীমের তিলাওয়াত শুনে,
রসূলের গুণকীর্তন শুনে।
যে সঙ্গীত রচনা করেছে
মুজাহিদরা তাদের রক্ত দিয়ে...
তাদের সেই রক্ত
ঋণ আমাদের...
শুধিতেই হইবে সেই ঋণ
রক্তের বিনিময়ে দেশের মুক্তির বিনিময়ে...
এগিয়ে চলো বীর মুজাহিদ!
সেই কুফরের পাহাড় আজ আবার
আমারে শাশাচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে
বীর মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার!
ওদের টুকরো টুকরো করে দাও, ভেঙে দাও...।
সবাই বলো—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)।

এ সামরিক সঙ্গীত যখন আব্দুর রহমান ও আব্দুর রউফের সেনাদলের কানে ধ্বনিত হল, চাঙ্গা হয়ে গেল সেনাবাহিনী। যেন বিজলী ওদের রক্তে হঠাৎ ধরিয়ে দিয়েছে আগুন। গোটা বাহিনী সঙ্গীতের তালে দুলে উঠলো, অশ্বগুলোও যেন পেল নতুন জীবন। সৈনিকদের মধ্যে উত্তেজনা ও উজ্জীবনী শক্তি দেখে জেগে উঠলেন আব্দুর রহমান। যেন তার শরীর থেকে গোটা দূষিত রক্ত কেউ বের করে দিয়ে নতুন তাজা রক্ত ভরে দিয়েছে। তিনি যখন দেখলেন, তার সামনে দিয়ে চাঁদ তারকা খচিত ইসলামী পতাকাবাহী ঝাণ্ডা উড়িয়ে রেখেছে আর কাপড়ের

পতাকাও যেন পতপত করে বলছে—ওদের গুড়িয়ে দিতে হবে, ধ্বসিয়ে দিতে হবে, কুফরের ধ্বংস সাধন করতেই হবে।

বামে তাকালেন আব্দুর রহমান। তার প্রধান সেনাপতি উবায়দুল্লাহ বীর বাহাদুরের মতো এগিয়ে যাচ্ছে। উবায়দুল্লাহর সম্মুখ পানের চাহনী দেখে আব্দুর রহমানের মধ্যে তার সান্নিধ্যে যাওয়ার আগ্রহ হলো। তিনি নিজের ঘোড়াটিকে উবায়দুল্লাহর ঘোড়ার পাশে নিয়ে গেলেন এবং বললেন—

"উবায়দুল্লাহ! দেখো তোমার সেনাদের হাল। যেদিন মুসলমান রণসঙ্গীত ভুলে যাবে সেইদিন থেকেই শুরু হবে মুসলমানদের পতন। সঙ্গীতের মধ্যে এমন শক্তি রয়েছে যে, ঘুমন্ত মানুষকেও জাগিয়ে দিতে পারে।"

"তা আছে বটে, কিন্তু এই সঙ্গীতের আবার বিপরীত গুণও আছে। জাগ্রত মানুষকেও ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে এই সঙ্গীত। অবশ্য এটি নির্ভর করে ব্যক্তির ইচ্ছা ও রুচির উপর। যে কোন মানুষ সে ইচ্ছা করলে রণসঙ্গীতকে পছন্দ করতে পারে, ইচ্ছা করল ঘুম পাড়ানো সঙ্গীত তথা বিলাসী আরাম আয়েশী সঙ্গীত বেছে নিতে পারে।"

"সঙ্গীতের মতই নারী। নারী ও এই সঙ্গীতের মতো মানুষকে জাগিয়ে দিতে পারে। বললেন আব্দুর রহমান। নারী যেমন তরবারীর তীব্র ধার, ঠিক তেমনি নারী তরবারীর খাপও বটে। অবশ্য বেশী ধার তরবারীর ক্ষতি করে। আমি নারীর উভয় রূপ দেখেছি উবায়দুল্লাহ্! আমার হাতে তরবারী এবার মুদ্দাসিসরা উঠিয়ে দিয়েছে।"

"তাহলে আপনার তরবারী কোষবদ্ধ করে রেখেছিল কে?"

উবায়দুল্লাহর কথায় হৎচকিয়ে তার দিকে তাকালেন আব্দুর রহমান। আরে তিনি বেখায়ালের মতো কিসব বলছেন সেনাপতির সাথে! থমকে গেলেন তিনি। উবায়দুল্লাহ তাকালেন আব্দুর রহমানের দিকে। দেখলেন তার চেহারার পরিবর্তিত রূপ। এরপর এ প্রসঙ্গে কথা আর না বাড়িয়ে মুরিদার অবরোধ প্রসঙ্গে কথা উঠালেন। আব্দুর রহমান যে এখনও মহলে ফিরে যাননি, তাতে আশ্বস্ত বোধ করলেন উবায়দুল্লাহ। মুরিদা তখনও অনেক দূর। সেনাবাহিনী বিরামহীন গতিতে এগুচ্ছে। তাদেরকে পথিমধ্যে একবার ছাউনী ফেলতেই হবে।

* * *

মুরিদার সকল সহায় সম্পদ ও ট্রেজারী খাজাঞ্চীর উপর ইবনে আব্দুল জব্বারের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। সে তখন মুরিদার একচ্ছত্র অধিপতি।

একাধারে গভর্নর, আমীর ও বাদশা। মুরিদার সকল নওমুসলিমরা ইসলাম ত্যাগ করে পুনর্বার খৃস্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল। চক্রান্তের মূল ব্যক্তি ইলুগাইস ও ইলয়ারো তখন মুরিদায় অবস্থান করছে। তাদের নিয়মিত সেনাসদস্য ছিল চল্লিশ হাজারের মত। মুরিদা দখলের পর তা বেড়ে পঞ্চাশে রূপান্তরিত হল, কিন্তু সিংহভাগই ছিল বেসামরিক লোক। এরা এলোপাথাড়ি আঘাত করে মুরিদা দখল করেছিল বটে কিন্তু দক্ষ সেনাবাহিনীর মত যুদ্ধ করা ওদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এরা বিনা বাধায় ও বিনা প্রতিরোধে মুরিদা কব্জা করায় এদের দম্ভ গিয়েছিল বেড়ে। আশাতীত বিজয় ইবনে আব্দুল জব্বারের অনুসারীদেরকে আরো বেপরোয়া করে তুলেছিল। তারা টানা কয়েকদিন পর্যন্ত শহরে লুটতরাজ চালাল এবং বিজয় উল্লাস করে কাটাল। মুরিদার কোন মুসলিম পরিবার অক্ষত ছিল না।

ঘরে ঘরে মুসলমানদের খোঁজ করে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্বল তছনছ করে লুটে নেয়া হল এবং তাদের ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে মেয়েদের ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। অনেক মুসলিম নারী ও তরুণী খৃস্টান দখলদারদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও বেইজ্জতি হলো। লুটেরারা সরকারী খাজাঞ্চীখানাও লুটের চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি।

মুরিদা শহরের ঠিক মাঝখানে ছিল একটি বিশাল ময়দান। জায়গাটি ঘোড়া দৌড়, সৈন্যদের প্যারেড ও সেনাবাহিনীর বিভিন্ন খেলাধুলার জন্য ব্যবহৃত হতো। বিদ্রোহী শাসকের পক্ষ থেকে এক প্রচারণার পর শহরের সকল লোক সেই মাঠে সমবেত হলো। একটু পর তিনটি ঘোড়ায় চড়ে ইবনে আব্দুল জব্বার, ইলুগাইস ও ইলয়ারো সেই মাঠে পৌছাল।

ঘোড়ার পাদানিতে দাঁড়িয়ে ইলুগাইস ঘোষণা করল—"মুরিদার বিজয়ী জনতা! স্বাধীনতা সবার জন্যে মোবারক হোক। এখন ইবনে আব্দুল জব্বার মুরিদার একই সাথে আমীর, সুলতান ও বাদশা। তোমাদের এই কাঙ্ক্ষিত মহানায়ক এখন তোমাদের সামনে উপস্থিত ...।

ইলুগাইসের কথা শেষ হতে না হতেই "ইবনে আব্দুল জব্বার জিন্দাবাদ, ঈসা মসীহ জিন্দাবাদ...।" শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল। সেই সাথে 'স্পেন আমাদের, দখলদার জালেমরা চলে যাও।' ইত্যাদি শ্লোগানও শুরু হল। সেই সমাবেশে খৃস্টান মহিলারাও উপস্থিত হলো। বিজয় উল্লাসের আনন্দে প্রতিটি পুরুষ যে কোন নারীকেই ঝাপটে ধরে আনন্দ উপভোগ করতে লেগে গেল। অতি আনন্দে খৃস্টানরা ভুলে গেল হিতাহিত জ্ঞান।

"বন্ধুগণ! উচ্চকণ্ঠে আবার ঘোষণা করল ইলুগাইস। আমাদের আমীর ইবনে আব্দুল জব্বার প্রমাণ করেছেন ইসলাম ধর্ম একটি ভ্রান্ত ধারণা। তিনি তোমাদের স্বাধীনতা দেয়ার জন্যে নিজের ধর্ম ও জাতির সাথে এবং প্রশাসনের সাথেও বিদ্রোহ করেছেন।... তোমরা আজ মুরিদা জয় করেছো, একদিন তোমরা কর্ডোভাকেও জয় করতে পারবে। স্পেন তোমাদের কাছে অনেক ত্যাগ ও কুরবানী আশা করে।"

ইলুগাইসের বক্তব্য শেষ হতে না হতেই দ্রুতগামী এক অশ্বারোহী জনতার ভিড় ঠেলে তাদের দিকে এগিয়ে এলো। অশ্বারোহীর চেহারায় ছিল বিষণ্নতা ও ভীতির ছাপ। অশ্বারোহীর সাথে ইবনে আব্দুল জব্বার, ইলুগাইস ও ইলয়ারো কথা বলল। এরপর ইলুগাইস আবারো জনতার উদ্দেশে বলল—

"মুরিদার বীর বাহাদুর জনতা! তোমাদের সামনে কঠিন পরীক্ষা রয়েছে। এইমাত্র আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে, স্পেনের জালেম শাসক আব্দুর রহমানের সেনাবাহিনী মুরিদার দিকে এগিয়ে আসছে। এই প্রেক্ষিতে তোমরা শহরের প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দাও এবং বেশী সংখ্যক লোক শহর প্রাচীরের উপরে উঠে যাও। শত্রুরা শহর প্রাচীরের দিকে এগিয়ে এলে ওদের উপর তীরবৃষ্টি বর্ষণ করো। দুশমনদের প্রতি তিরস্কার ও হুমকি প্রদর্শন করবে। কর্ডোভার সেনারা যদি শহর প্রাচীরের দিকে আসতে চায় তাহলে ওদের দিকে অসংখ্য বর্শা নিক্ষেপ করে ধরাশায়ী করে দেবে। অবরোধ যদি দীর্ঘ হয়েও যায় তবুও আমাদের ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই, কারণ শহরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ রয়েছে। প্রয়োজনে আমরা ভুখা থাকব কিন্তু কর্ডোভার সৈন্যদের শহরে প্রবেশ করতে দেবো না।"

এরপর জলদগম্ভীর কণ্ঠে গর্জন করল ইবনে আব্দুল জব্বার। সে বলল, মুরিদার বীর জনতা! বিজয় তোমাদের অর্জিত হয়েছে কিন্তু মনে রেখো একটি নিয়মিত সেনাবাহিনীর সাথে তোমাদের লড়াই করতে হবে...।

আব্দুর রহমানের সৈন্যরা দুর্গের প্রাচীর ডিঙাতে জানে। শহর প্রাচীর ভাঙতে জানে। তোমরা শুধু শ্লোগান ও আবেগ উত্তেজনা দিয়ে এই বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারবে না। তবুও এই সেনাদের পরাজিত করা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। তোমাদেরকে অশৃঙ্খল হলে চলবে না, দৌড়াদৌড়ি করলে, এলোমেলো হলে চলবে না। যেদিক থেকে দুশমন আসবে, সেদিকে তীরের তুফান ছুটিয়ে দিতে হবে। মনে রাখবে সামনে যা ঘটবে এটিই হবে তোমাদের জীবনের শেষ লড়াই। কর্ডোভার সৈন্যরা যদি শহরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না তোমাদের পরিণতি কতো ভয়াবহ হবে! আমি ওদের

মধ্যে ছিলাম, আমি জানি এরা যখন কাউকে শাস্তি দিতে আসে তখন তাদের মধ্যে কোন মানবিকতা থাকে না, ওরা হিংস্র হয়ে উঠে। ওরা শহরে প্রবেশ করলে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালাবে। তোমাদের মেয়েদেরকে কর্ডোভার সৈন্যরা ধরে ধরে তাদের তাঁবুতে নিয়ে যাবে। তোমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছো, এর সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করো।"

ইবনে আব্দুল জব্বারের বক্তৃতায় বিদ্রোহী খৃস্টান জনতার মধ্যে আবেগ উত্তাল রূপ ধারণ করল। শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলল বিদ্রোহী খৃস্টানরা। ইলুগাইস, ইলয়ারো শক্তিশালী বিদ্রোহী খৃস্টানদেরকে প্রাচীর ও শহরের প্রধান ফটক রক্ষার দায়িত্ব ও নেতৃত্ব বণ্টন করে দিল এবং অবরোধ মোকাবেলার পরিকল্পনা তৈরীতে লেগে গেল।

সেনাপতি আব্দুর রউফ ও সেনাপতি মূসা বিন মূসার সেনাবাহিনী ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছিল মুরিদার দিকে। তিনদিনের দূরত্ব তারা দুইদিনেই অতিক্রম করল। আব্দুর রহমান নিজের কাছে কয়েকটি সেনা ইউনিট রেখে বাকী সৈন্য প্রধান সেনাপতির নেতৃত্বে মুরিদায় পাঠিয়ে দিয়ে নিজে মুরিদায় না গিয়ে পথে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

"আপনি হয়তো জানেন উবায়দুল্লাহ্! বিদ্রোহীদেরকে দূর থেকে সহযোগিতা করছে ফরাসী রাজা লুই। আমি তিনটি সেনা ইউনিট নিয়ে ফ্রান্স ও মুরিদার পথে অবস্থান করবো। হতে পারে ফ্রান্সের রাজা বিদ্রোহীদের রক্ষা করতে সেনাবাহিনী পাঠাবে। আমি এই সেনাবাহিনীকে সব সময় টহলে রাখবো এবং নিজেও সব সময় খোঁজ খবর নিতে থাকবো।"

"ফরাসী বাহিনী যদি এদিকে এসেই যায় তবে আপনি কি এই সামান্য সৈন্য দিয়ে ওদের রুখতে পারবেন?" এমন অবস্থা হলে আপনি আমাদের কাছে দ্রুত সহযোগিতার জন্যে সংবাদ পাঠাবেন।"

"মুসলমানরা তো সব সময়ই সংখ্যায় কমই ছিল উবায়দুল্লাহ্! সংখ্যায় মুসলমানরা সব সময় কমই থাকবে।" বললেন আব্দুর রহমান। তুমি দেখো, ইনশাআল্লাহ্ ওরা সংখ্যায় যতো বেশীই আসুক না কেন আমি ওদের পথ রোধ করে দেবো। আমি ওদের সাথে মুখোমুখি লড়াই করব না। গেরিলা হামলা করে ওদের ব্যতিব্যস্ত রাখব। তুমি যাও উবায়দুল্লাহ্! আমাদের সাথে আল্লাহ্ আছেন।"

আসলে এই ছিল আব্দুর রহমানের প্রকৃত রূপ। কিন্তু নারীর ফাঁদে পড়ে ভুলে গিয়েছিল নিজের কর্তব্যের কথা।

* * *

মুরিদায় যে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল তাদের আগেই বন্দী করা হয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে একজন কমান্ডার পালাতে সক্ষম হয়। সে-ই স্পেন শাসক আব্দুর রহমানের কাছে মুরিদার বিদ্রোহের সংবাদ পৌঁছে দেয়। সে এক খৃস্টান অশ্বারোহীকে হত্যা করে তার ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর বন্দী সৈনিকদের পাহারা আরো জোরদার করা হয়। যেদিন মুরিদায় খবর এলো যে, কর্ডোভার সৈনিকরা মুরিদা অবরোধ করতে এগিয়ে আসছে! এই খবর পেয়েই মুরিদার খৃস্টান অধিবাসীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জীবন বাঁচানোর চিন্তায় মানুষ এদিক সেদিক দৌড়াতে শুরু করে। ঠিক এই মুহূর্তে এক নেতৃস্থানীয় বিদ্রোহী নেতা বন্দী সেনাদের কাছে আসে।

"মনে হয় আগামীকালের মধ্যে কর্ডোভার সৈন্যরা মুরিদা অবরোধ করবে। আমরা কিছুতেই অবরোধ কার্যকর হতে দেবো না। যদি অবরোধ কার্যকর হয়েই যায় আর আমরা কোন ধরনের বিপদ দেখতে পাই এবং কর্ডোভার সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করেই ফেলে, তাহলে আমরা তোমাদের সবাইকে হত্যা করব। তোমরা যদি তখন আমাদের সঙ্গ দেয়ার শর্তে রাজী হও এবং অবরোধ অকার্যকর করতে আমাদের সাথে সহযোগিতা কর আর অবরোধ তুলে ওরা চলে যায়, তাহলে তোমাদের সবাইকে মুক্ত করে দেয়া হবে। তোমরা ইচ্ছা করলে কর্ডোভায়ও চলে যেতে পারবে।"

আসলে এটি ছিল ওদের একটা ধোঁকা মাত্র। ওদের লোকবল অনেক থাকলেও সেনাবাহিনীর কমান্ডারদের মতো কোন প্রশিক্ষিত কমান্ডার ছিল না, যে ব্যক্তি অবরোধের মোকাবেলায় কার্যকর কৌশল নিতে পারবে।

বন্দী সেনাদের মধ্যে মাত্র চারজন মুক্ত হওয়ার শর্তে বিদ্রোহীদের সহযোগিতার জন্যে রাজী হলো। এই চারজনের মধ্যে একজনের নাম ছিল আবু রায়হান। আবু রায়হান ছিল গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার আর অন্য তিনজন ছিল সাধারণ সৈনিক। সকল বন্দী সৈন্যই আবু রায়হানকে বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন করতে দেখে আশ্চর্যবোধ করল। ওরা চারজন বিদ্রোহী নেতার সাথে চলে গেল। আবু রায়হানের বিদ্রোহীদের পক্ষে যাওয়ায় সকল বন্দী সৈন্যই খুব ধিক্কার দিল এবং কাপুরুষ, গাদ্দার ইত্যাদি বলে ঘৃণা প্রকাশ করল। আবু রায়হান এসবের পরওয়া করল না। সে অন্যদের কথার কোন উত্তর না নিয়ে নির্বিকার রইল এবং বিদ্রোহী নেতার কথামত অপর তিনজনের সাথে চলে গেল। বিদ্রোহী নেতা আগে আগে এবং এরা চারজন পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। ওরা যখন ছোট্ট গলি পথে প্রবেশ করল তখন একটি গলির মোড়ে আবু রায়হান ইচ্ছা করেই সবার পিছনে

পড়ে গেল। তার সাথীরাও বুঝতে পারল না আবু রায়হান পিছনে পড়ল কেন। বিদ্রোহী নেতা ও সিপাহীরা সামনে চলে গেল। এই সুযোগে আবু রায়হান পিছনে ফিরে দ্রুত পায়ে অন্য গলিতে প্রবেশ করল। বিদ্রোহী নেতা অনেক পথ অগ্রসর হওয়ার পর জানতে পারল চারজনের একজন তাদের সাথে নেই, পালিয়ে গেছে। তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সারা শহরে ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে যে কর্ডোভার সেনাবাহিনী শহর দখল করার জন্য আসছে। সবার মধ্যে আতঙ্ক আর জীবন বাঁচানোর জন্যে দৌড় ঝাপ। এমতাবস্থায় আর আবু রায়হানের খোঁজ করার মতো সময় ব্যয়ের প্রয়োজন অনুভব করল না বিদ্রোহী নেতা ।

শহর প্রাচীরের মধ্যে কিছুটা এলাকা ছিল ময়লা আবর্জনার স্তূপ, অনাবাদি পতিত জমি। সেই এলাকাটি দিয়েই একটি গভীর নদী বয়ে গেছে। শহর প্রাচীরটি এখানে নদী তীর ঘেঁষেই বানানো হয়েছে। নিম্ন এলাকাটি শহর প্রাচীরের মধ্যেই রাখা হলো, তাতে নদী ও নিম্নভূমি মিলে শহরের প্রতিরক্ষা ব্যূহকে আরো মজবুত করেছিল।

অনাবাদি এই এলাকাটিতে বহু পুরনো ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ ছিল। এসব পতিত ঘরবাড়ি সম্পর্কে লোকমুখে খুবই ভীতিকর কাহিনী চর্চিত হতো। যার ফলে ওই নিম্নভূমির দিকে তো কেউ যেতোই না এবং ওইদিকে যাওয়ার সাহসও কেউ কল্পনাই করত না। ফলে এলাকাটি ঝোঁপ-ঝাড়, লতা-গুল্ম ইত্যাদিতে আরো জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে আরো বেশী ভীতিকর হয়ে উঠেছিল।

বিদ্রোহী নেতার কবলমুক্ত হয়ে আবু রায়হান কি করা যায় ভাবতে শুরু করল। কর্ডোভার সৈন্যদের আগমন সংবাদে শহরের প্রধান ফটকসহ সবগুলো প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং সেখানে বসানো হয়েছে সতর্ক প্রহরা। আবু রায়হান শহরের ভিতরে কোথাও আশ্রয় নেয়ার কথা ভাবতে পারছিল না। কারণ তাতে তার গ্রেফতার বা নিহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। বাধ্য হয়ে সে বিরানভূমির দিকে অগ্রসর হতে লাগল। বেলা ডুবে গেলে অনাবাদি এলাকায় প্রবেশ করল আবু রায়হান। এলাকার অন্ধকার, ঝোপ-ঝাড় ও ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনে তার মনে পড়ল আমি তো সেই এলাকায় এসে গেছি যেটি সম্পর্কে শহরে ভীতিকর সব কাহিনী রয়েছে। এখানে এলে মানুষের প্রেতাত্মা আর কাউকে জীবিত রাখে না। রাত বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল ঠাণ্ডা এবং ভীতি।

চতুর্দিকেই আবু রায়হানের মনে হল মৃত্যুর বিভীষিকা। দৃশ্যত তার কাছে বাঁচার একটিই পথ ছিল যে, সে খৃস্টান নেতার কাছে গিয়ে বিদ্রোহীদের পক্ষে নিজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে। কিন্তু এটা তার কাছে মোটেও ভাল

লাগল না। নিরুপায় হয়ে আবু রায়হান এদিক সেদিক দৌড়াতে শুরু করল। দৌড়াদৌড়ি করতে করতে সে অনাবাদি এলাকাটির এমন অংশে এসে পৌছাল যেখানে ভগ্নপ্রায় পুরনো ঘরবাড়ি রয়েছে এবং বহু ঘরবাড়ি এখনও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য আবু রায়হান একটি দেয়াল ঘেরা ছাঁদের নীচে এসে দাঁড়াল।

আবু রায়হান ভয়ে জড়সড় হয়ে যাওয়ার উপক্রম। ভীতি দূর করার জন্য সে জোরে জোরে কুরআন শরীফের আয়াত পড়তে শুরু করল। রাতের অন্ধকার যেন আরো গভীর হচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার পাশাপাশি এখন শুরু হলো বাতাস। পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি ও ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে যখন বাতাসের আওয়াজ হয় তখন মনে হয় সদ্য প্রসূত শিশু কাঁদছে। আবু রায়হান এসব আওয়াজকে মানুষের আওয়াজ মনে করে এদিক সেদিক দৌড়াচ্ছে। তার সামনে তখন শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার প্রচেষ্টাই নয় শহর থেকে বের হওয়াটাও বড় সমস্যা।

এখানকার একটি পথ সম্পর্কে সে জ্ঞাত। শহরের সকল বর্জ্য পানি বের হয়ে যাওয়ার জন্যে শহর প্রাচীরের মধ্যে ড্রেন ছিল। সেই ড্রেন দিয়েই বৃষ্টি ও শহরের ব্যবহৃত পানি নদীতে গিয়ে পড়ে। সে ভাবতে লাগল সেই রাস্তা দিয়ে সে বের হতে পারবে কি-না। কারণ পানি বের হওয়ার ড্রেনটি খুব বড় ছিল না।

পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি, ঝোপঝাড়ের শনশন বাতাসের আওয়াজ ও নানা শব্দ আবু রায়হানের শরীরের শক্তি নিঃশেষ করতে শুরু করল। ভীতিটা কিছু হ্রাস করতে সে একটি দুআ জোরে জোরে পড়তে শুরু করল এবং শীতে কাঁপতে কাঁপতে পরিত্যক্ত একটি বাড়ির ভিতরের দিকে চলে গেল। যেতে যেতে সে এমন একটি জায়গায় চলে গেল যে, দু'টি কক্ষের মাঝ দিয়ে একটি পথ এবং উপরে ছাদ। কিন্তু ছাদটি এক জায়গায় ভাঙা। এখানে এসে তার মনে হলো যে, কেউ হয়ত হেচকি দিয়ে কাঁদছে। আবু রায়হানের মনে হলো প্রেতাত্মাদের উপস্থিতি। তার মনে হলো তার পিছনেই কেউ পা হেঁচড়ে আসছে।

পায়ের আওয়াজটা এমন ছিল যে, সে বিশ্বাস করল অবশ্যই তার পিছনে কেউ না কেউ আসছে। এখানে ভূত-পেত্নি, প্রেতাত্মা ছাড়া আর কোন মানুষের অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। সে আরো সামনে অগ্রসর হলো এবং এক জায়গায় গিয়ে মোড় নিল। সেখান থেকে বাইরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। এখানে তার অনেকটাই নিরাপদ মনে হলো। কিন্তু হঠাৎ তার কানে ভেসে এল শিশুর কান্না। অবিরাম কাঁদছে, মনে হচ্ছে কোন দুগ্ধপায়ী শিশু কাঁদছে তো কাঁদছেই। এমন জ্যান্ত কান্না শুনে আবু রায়হানের অন্তরাত্মা যেন উড়ে যাওয়ার উপক্রম।

কিন্তু সে না পারছে সামনে অগ্রসর হতে, না পারছে পিছনে ফিরে যেতে। কারণ পিছনেও সে কারো যেন পায়ের আওয়াজ পেয়েছে।

এক সময় শিশুর কান্নার শব্দ থেমে গেল কিন্তু আবু রায়হানের কানে ভেসে এল চাপা নারী কণ্ঠ। এই নারী কণ্ঠ আবু রায়হানের মধ্যে একটা পরিবর্তন এনে দিল। সাহসী হয়ে উঠল সে। মৃত্যুকে আলীঙ্গন করতে প্রস্তুত হয়ে গেল আবু রায়হান। অবশ্য লড়াই করে মরার কোন অবকাশ নেই। বিদ্রোহীরা শুরুতেই তাদেরকে নিরস্ত্র করে ফেলেছে। বর্শা, তরবারী, খঞ্জর তো নিয়েছেই, অতি ছোট্ট চাকুটি পর্যন্তও নিয়ে গেছে।

সে মনে মনে এই সংকল্প করল যে, এসব ভূত প্রেত যাই থাকুক, আমি ওদের মুখোমুখি হয়ে বলব, আমি কোন চোর ডাকাত নই। আমি আল্লাহ্র সৈনিক। আল্লাহ্র নামে ইসলামের জন্যে যুদ্ধ করি। আমি এখন বেঈমানদের বন্দীদশা থেকে পালিয়ে এসেছি বেঈমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। ওদের কাছে আমি কখনও আত্মসমর্পণ করব না। আবু রায়হানের ধারণা ছিল প্রেতাত্মাও আল্লাহ্র মাখলুক। যেহেতু আল্লাহ্রই সৃষ্টি তাই আল্লাহ্র পথের সৈনিককে ওরা মারবে না। সে মনে মনে এই আশা পোষণ করল যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে এদের কবল থেকে উদ্ধার করবেন।

আবার শিশুর কান্না শুনতে পেল আবু রায়হান। সেই সাথে একটি পুরুষের কণ্ঠও তার কানে ভেসে এলো। পুরুষের ভাষা ছিল আরবী। "হয় একে দুধ দাও, নয়তো গলাটিপে মেরে ফেল।" এর পর পরই শোনা গেল একটি মেয়েলী কণ্ঠ— "এতো চেচামেচি শুরু করলে কেন? আওয়াজ বাইরে যেতে পারে।।

"এরপরও আবু রায়হান এসব আওয়াজকে মানুষের আওয়াজ ভাবতে পারছিল না। কিন্তু মনে সাহস সঞ্চার করে পা টিপে টিপে আরো সামনে অগ্রসর হলো। হাল্কা আলো গোচরীভূত হল তার। হয়তো এই ভগ্নস্তূপের কোথাও প্রদীপ জ্বলছে। আরো সামনে এগিয়ে চলল সে। এবার সে মনে মনে এই ভীতিকর আওয়াজের মুখোমুখি হওয়ার সংকল্প করল। কিন্তু সামান্য অগ্রসর হতেই পিছনে কারো পায়ের আওয়াজ পেল রায়হান—"যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক, একটু নড়লে প্রাণে মারা পড়বে—কে তুমি?" সেই সাথে তরবারী ও খঞ্জরের ডগা তার পিঠ ও পেটে এসে ঠেকল।

"কে তুমি?" আরবী ভাষায় জিজ্ঞেস করল তাকে।

"আমাকে হত্যা করার আগে কথা শুনুন। আমি মুরিদা সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডার, বিদ্রোহের শুরুতেই আমাদের অস্ত্রগুলো ছিনিয়ে নেয়া হয়।

বিদ্রোহীদের ঘেরাও থেকে আমি পালিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছি, এখন আমি শহরের বাইরে যেতে চাই।"

তার কথায় একটি জ্বলন্ত প্রদীপ এনে একজন তার সামনে রাখল। যে লোকটি প্রদীপ নিয়ে এল তার হাতেই ছিল উন্মুক্ত তরবারী। সে জিজ্ঞেস করল খঞ্জরওয়ালা ব্যক্তিকে—"কে এই লোক?"

আবু রায়হান বলল—"আমি কর্ডোভা সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডার। আমার নাম আবু রায়হান। ইত্যবসরে তার পিছনের লোকটিও সামনে চলে এলো।

"আচ্ছা তোমরা কি জীবিত মানুষ না প্রেতাত্মা?" ওদের প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিল আবু রায়হান। তোমরা যাই হয়ে থাক, আমাকে বলো এবং আমাকে সহযোগিতা কর। যদি প্রেতাত্মা হয়ে থাক, যেহেতু আরবী বলছো তাহলে আরবদের প্রেতাত্মাই হবে নিশ্চয়, আর আরবদের প্রেতাত্মা হলে নিশ্চয়ই তোমরা নেক। তাহলে তোমরা আমাকে দুর্গ থেকে বের করে দাও। আমি আমার সেনাবাহিনীর সাথে এসে মুরিদাকে উদ্ধার করব।"

"ঠিক আছে, সামনে চলো।"

বাকী অংশ দেখুন দ্বিতীয় খণ্ডে...।

১

স্পেনের রূপসী কন্যা

এনায়েতুল্লাহ আল্‌তামাশ

একদা স্পেন আমাদের ছিল। সভ্য ইউরোপও ছিল আমাদেরই।
খাক ও খুনের অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে আমরা তা জয় করেছিলাম।
দীর্ঘ আট'শ বছর পর রক্ত অশ্রু ও হাহাকারভরা এক দুর্দিনে মুসলমানেরা
ইউরোপছাড়া হন। শাসকদের অবহেলা দুর্নীতি আর বিলাসিতার সাথে এ পতনে
জড়িয়ে ছিল সেতারের রাগিনী নুপূরের নিক্কন আর ছলনাময়ী রূপসী কন্যা।
সে কাহিনীই জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে আলতামাশের কলমে -

কিতাব কেন্দ্র
৫০ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

একদা স্পেন আমাদের ছিল। সভ্য ইউরোপও ছিল আমাদেরই।
খাক ও খুনের অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে আমরা তা জয় করেছিলাম।
দীর্ঘ আট'শ বছর পর রক্ত অশ্রু ও হাহাকারভরা এক দুর্দিনে মুসলমানেরা
ইউরোপছাড়া হন। শাসকদের অবহেলা দুর্নীতি আর বিলাসিতার সাথে এ পতনে
জড়িয়ে ছিল সেতারের রাগিনী নুপূরের নিক্কন আর ছলনাময়ী রূপসী কন্যা।
সে কাহিনীই জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে আল্‌তামাশের কলমে -

কিতাব কেন্দ্র
৫০ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০